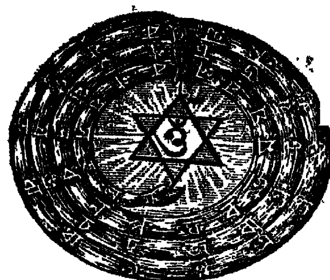


যোগশাস্ত্র—শিবসংহিতা।

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্ ।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রসন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ ॥

যোগশাস্ত্র।

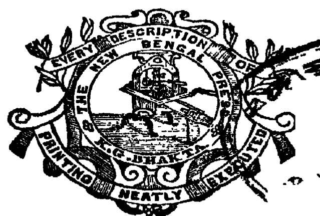
শিবসংহিতা।

শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ
সমেত।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত সম্পাদিত।



অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্



কলিকাতা:
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫ :
পুরাণ-কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

চৈত্র,—১২৯৮।

কলিকাতা :
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫ :
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

ঔপসংহারিক বিজ্ঞাপন।



আমরা যাহাই মানস করি না কেন, যাহাই সঙ্কল্প করি না কেন, যাহাই কল্পনা করি না কেন; যাহা ভবিতব্য, যাহা বিধাতার বিধি—বিশ্ব-নিয়ন্তার ইচ্ছা, তাহাই ঘটিয়া থাকে। এই যোগশাস্ত্র—শিবসংহিতা আমরা মাসে মাসে এক এক খণ্ড প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু বিশ্ব-নিয়ন্তার অপ্রতি-রোধ্য ইচ্ছায় আমাদের সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইল না;—সুদীর্ঘকালে আমরা কেবল এই শিবসংহিতা খানিই সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলাম। কার্য্য, বিশ্বনিয়ন্তার—ইচ্ছাময়ের—ইচ্ছানুসারেই হইল, আমরা কেবল নিমিত্তমাত্র হইলাম।—"নিমিত্ত-মাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" এতাদৃশ বিলম্বের সাক্ষাৎসম্বন্ধীয় কারণসমূহ আমরা সময়ে সময়ে গ্রাহক মহাশয়দিগকে সুবিদিত করিয়াছি; সুতরাং এস্থলে আর তত্তাবতের পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তবে সংক্ষেপত এই মাত্র বক্তব্য যে, অবলম্বিত বিষয়ের গুরুত্ব, বিষয়টিকে সাধ্যানুযায়ী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার প্রয়াস এবং আমাদের মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরে অবস্থিতি ও বিষয়ান্তরে ব্যাপৃতি প্রভৃতিই প্রধান প্রধান অপরিহার্য্য প্রত্যক্ষ কারণ;—তদ্ব্যতীত "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" ত প্রসিদ্ধই আছে।—বিঘ্নের কথা অধিক আর কি উল্লেখ করিব, কেবল এই-মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মূল গ্রন্থখানি বিগত আশ্বিন মাসেই প্রচারিত হইয়া গিয়াছে; ইহার বিস্তারিত নির্ঘণ্টপত্রও আজি কয়েক মাস হইতে প্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু বিবিধ কারণে ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়া উঠে নাই, সম্প্রতি প্রচারিত হইল।

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আমরা এতদুক্ত কতকগুলি আসনের ও মুদ্রার চিত্র এতৎসহ প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছিলাম, পরন্তু বিবিধ প্রতিবন্ধক নিবন্ধন তাহাও এ সময় প্রচার করিতে পারিলাম না; গ্রন্থান্তরে প্রচারের মানস রহিল। আর যদিও মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ন্যায় ইহাতে প্রচুর

পরিমাণে টিপ্পনী দেওয়া হয় নাই, তথাপি যে যে স্থলে টিপ্পনী দেওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে, তাহার একটি স্থলও পরিত্যাগ করি নাই। এবং ইহাতে যে একটি বিস্তারিত নির্ঘণ্টপত্র দেওয়া হইল, পাঠকমহাশয়গণ, তদ্দৃষ্টে, ইহার কোথায় কি বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বাহির করিয়া লইতে পারিবেন। এস্থলে আরো একটি কথার উল্লেখ করিতেছি যে, যোগ, যোগানুষ্ঠান ও যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে এস্থলে অত্যাবশ্যকীয়—অবশ্যজ্ঞাতব্য—অনেকগুলি কথা বলিবার আমাদের মানস ছিল, কিন্তু অনবকাশাদি নিবন্ধন, আমরা সম্প্রতি তাহা হইতেও বিরত রহিলাম; গ্রন্থান্তরের ঔপসংহারিক বিজ্ঞাপনে তত্তাবৎ বিবৃত করিবার বাসনা রহিল। তবে এই শিবসংহিতা সম্বন্ধে এখানে অতীব সংক্ষেপে এইমাত্র বক্তব্য যে, ইহাতে সাধকদিগের অবশ্যজ্ঞাতব্য প্রায় সকল বিষয়ই সংক্ষেপে অথচ বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং সাধক মাত্রেরই বিশেষ মনঃসংযোগ সহকারে ইহা এক এক বার পাঠ করিয়া দেখা উচিত; এবং পাঠান্তে যে কোন সাধন সাধনে প্রবৃত্তি ও আগ্রহ হইলে সদ্গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক তদনুবর্ত্তী হওয়া কর্ত্তব্য।

পরিশেষে, যে মঙ্গলালয় মঙ্গলময় মহাদেবের মহীয়ান মহিমা ও অনুকম্পা প্রভাবে আমরা অশেষ অমঙ্গল অতিক্রম করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলাম, তাঁহার চরণকমলে অসঙ্খ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, এবং যাঁহাদের সাময়িক সাহায্যে মধ্যে মধ্যে উপকৃত হইয়াছি ও হইতেছি, কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদিগকেও অসঙ্খ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সম্প্রতি আমরা এই স্থানেই বিরত হইলাম। অলমতিবিস্তারেণ।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত

সম্পাদক।

পুরাণ-কার্য্যালয়।

কলিকাতা—গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫।

চৈত্র—১২৯৮।

উৎসর্গ পত্র।

যোগী,
যোগ-সাধক
এবং
যোগসাধনাভিলাষী
মহানুভব মহোদয়গণের করকমলে
এই গ্রন্থ
সম্পাদক কর্ত্তৃক সাদরে
সমর্পিত
হইল।

শিবসংহিতার নির্ঘণ্ট



স্থূল স্থূল বিষয়ের সূচী স্থূল অক্ষরে, বিশেষ বিবরণের সূচী মধ্যবিধ অক্ষরে এবং টিপ্পনীর সূচী ক্ষুদ্রতম অক্ষরে দেখিবেন।

প্রথম পটল।

[শ্লোকাঙ্ক ১—১০২। পৃষ্ঠাঙ্ক ১—২৩।]

দ্বিতীয় পটল।

[শ্লোকাঙ্ক ১—৫৮। পৃষ্ঠাঙ্ক ২৪—৩৭।]

তৃতীয় পটল।

[শ্লোকাঙ্ক ১—১২০। পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৮—৬৬।]

চতুর্থ পটল ।

[শ্লোকাঙ্ক ১—১১০ । পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৭—৯৮ ।]

পঞ্চম পটল।

[শ্লোকাঙ্ক ১—২৭১। পৃষ্ঠাঙ্ক ৯৯—১৫৮।]

। শ্লোকাঙ্ক।

যোগোপদেশ

প্রথমোপদেশঃ

[বিষ্ণুপুরাণ হইতে সঙ্কলিত।]

"ক্লেশানাং চ ক্ষয়করং যোগাদন্যন্ন বিদ্যতে।"

যোগ আশ্রয় ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বারা কোন মতেই তাপত্রয় (আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক রূপ দুঃখত্রয়) অর্থাৎ সাংসারিক ক্লেশরাশি শান্তি হইতে পারে না।

মৈত্রেয় উবাচ।

ভগবন্ তমহং যোগং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তং বদ।
জ্ঞাতে যত্রাখিলাধারং পশ্যেয়ং পরমেশ্বরম্ ॥ ১ ॥

পরাশর উবাচ।

যথা কেশিধ্বজঃ প্রাহ খাণ্ডিক্যায় মহাত্মনে।
জনকায় পুরা যোগং তথাহং কথয়ামি তে ॥ ২ ॥

মৈত্রেয় (১) কহিলেন। ভগবন্! যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা নিখিলাধার পরমেশ্বরের উপলব্ধি হয়, সেই যোগ জ্ঞাত হইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি বলুন।১

(১)—মৈত্রেয় মিত্রয়ু নামক মুনির পুত্র ও পরাশরের শিষ্য। ইহাঁর প্রশ্ন অনুসারেই পরাশর বিষ্ণুপুরাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

খাণ্ডিক্য উবাচ।

তন্তু ব্রূহি মহাভাগ যোগং যোগবিদুত্তম।
বিজ্ঞাতযোগশাস্ত্রার্থস্ত্বমস্মাং নিমিসংততৌ ॥ ৩ ॥

কেশিধ্বজ উবাচ।

যোগস্বরূপং খাণ্ডিক্য শ্রূয়তাং গদতো মম।
যত্র স্থিতো ন চ্যবতে প্রাপ্য ব্রহ্মলয়ং মুনিঃ ॥ ৪ ॥
মন এব মনুস্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধস্য বিষয়াসঙ্গি মুক্তের্নির্ব্বিষয়ং তথা ॥ ৫ ॥

পরাশর (২) কহিলেন। পূর্ব্বকালে কেশিধ্বজ (৩), মহাত্মা খাণ্ডিক্য জনককে (৪) যে যোগের উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই আমি তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর।[২]

খাণ্ডিক্য কহিলেন, মহাভাগ! (কেশিধ্বজ!) তুমি যোগশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই নিমিবংশের মধ্যে তুমিই যোগশাস্ত্রের মর্ম্ম সমুদায় অবগত আছ, অতএব তুমি আমার নিকট যোগশাস্ত্র কীর্ত্তন কর।[৩]

কেশিধ্বজ কহিলেন, খাণ্ডিক্য! আমি যোগের স্বরূপকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিগণ এই যোগ অবলম্বন করিয়াই মুক্তি লাভ করেন, সংসারে আর পুনর্ব্বার নিপতিত হয়েন না।[৪] মনই মনুষ্যের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ; মন যখন বিষয়ে আসক্ত হয়, তখনই তাহা সংসার বন্ধনের কারণ হয়; এবং ঐ

---

(২)—পরাশর, শক্তির পুত্র ও বশিষ্ঠের পৌত্র এবং বেদব্যাসের পিতা। ইনিই বিষ্ণুপুরাণের বক্তা।

(৩।৪)—নিমিবংশে ধর্ম্মধ্বজ জনক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র; মিতধ্বজ ও কৃতধ্বজ। রাজা কৃতধ্বজ সর্ব্বদা অধ্যাত্মবিদ্যায় রত থাকিতেন। কেশিধ্বজ এই কৃতধ্বজের পুত্র। কেশিধ্বজও অধ্যাত্ম-বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন। খাণ্ডিক্য জনক মিতধ্বজের পুত্র। খাণ্ডিক্য কর্ম্মমার্গে অবস্থান করিয়া পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। জনক ইহাঁদের সাধারণ পারিবারিক নাম বা উপাধি।

বিষয়েভ্যঃ সমাহৃত্য বিজ্ঞানাত্মা মনো মুনিঃ।
চিন্তয়েন্মুক্তয়ে তেন ব্রহ্মভূতং পরেশ্বরম্ ॥ ৬ ॥
আত্মভাবং নয়ত্যেবং তদ্‌ব্রহ্ম ধ্যায়িনং মুনে।
বিকার্য্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা ॥ ৭ ॥
আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৮ ॥
এবমত্যন্তবৈশিষ্ট্যযুক্তধর্ম্মোপলক্ষণঃ।
যস্য যোগঃ স বৈ যোগী মুমুক্ষুরভিধীয়তে ॥ ৯ ॥
যোগযুক্ প্রথমং যোগী যুঞ্জমানো বিধীয়তে।
বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু পরং ব্রহ্মোপলব্ধিমান্ ॥ ১০ ॥
যদ্যন্তরায়দোষেণ দূষ্যতে নাস্য মানসম্।
জন্মান্তরৈরভ্যসতো মুক্তিঃ পূর্ব্বস্য জায়তে ॥ ১১ ॥

মনই আবার যখন বিষয়-বাসনা-পরিশূন্য হয়, তখন মুক্তির কারণ হইয়া থাকে।[৫] তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন মুনি, মনকে বিষয় বাসনা হইতে আকর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা মুক্তির নিমিত্ত ব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বরের চিন্তা করিবেন।[৬] মহর্ষে! চুম্বক যেমন আত্মশক্তি দ্বারা বিকারী লৌহকে আকর্ষণ করে, পরমব্রহ্মও সেইরূপ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিকে আপনার সহিত একীভূত করেন।[৭] আত্মপ্রযত্ন অর্থাৎ যম নিয়ম প্রভৃতির সাপেক্ষ যে সত্ত্বময়ী মনোবৃত্তি, তাহার সহিত পরম ব্রহ্মের যে সংযোগ, তাহাই যোগ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[৮] এইরূপ বিশিষ্ট ধর্ম্মাক্রান্ত যোগ যাঁহাতে আছে, তিনিই যোগী ও মুমুক্ষু শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।[৯] যিনি প্রথম যোগ অভ্যাস করেন, তাঁহাকে যোগযুক্ বলা যায়। যোগ যাঁহার অনেক অংশে অভ্যস্ত হইয়াছে, তিনি যুঞ্জান শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। যিনি পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নাম বিনিষ্পন্ন-সমাধি।[১০] যদি (আলস্য, তীব্র ব্যাধি, প্রমাদ, স্থানসংশয়, অনবস্থিত-চিত্ততা, অশ্রদ্ধা, ভ্রান্তি-

বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি।
প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নিদগ্ধকর্ম্মচয়োঽচিরাৎ ॥ ১২ ॥
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহান্।
সেবেত যোগী নিষ্কামো যোগ্যতাং স্বমনো নয়ন্ ॥১৩॥
স্বাধ্যায়শৌচসন্তোষতপাংসি নিয়তাত্মবান্।
কুর্ব্বীত ব্রহ্মণি তথা পরস্মিন্ প্রবণং মনঃ ॥ ১৪ ॥
এতে যমাঃ সনিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিশিষ্টফলদা কাম্যা নিষ্কামাণাং বিমুক্তিদাঃ ॥ ১৫ ॥
একং ভদ্রাসনাদীনাং সমাস্থায় গুণৈর্যুতঃ।
যমাখ্যৈর্নিয়মাখ্যৈশ্চ যুঞ্জীত নিয়তো যতিঃ ॥ ১৬ ॥

দর্শন, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্ত, বিষয়-লোলতা প্রভৃতি) অন্তরায় দ্বারা মন দূষিত না হয়, তাহা হইলে যোগযুক্ ব্যক্তি যোগাভ্যাস করিতে করিতে জন্মান্তরেও মুক্তি লাভ করিতে পারেন।[১১] বিনিষ্পন্ন-সমাধি যোগী সেই জন্মেই মুক্তি লাভ করেন; তাঁহার শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদায় যোগাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়।[১২] (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্টবিধ যোগাঙ্গের মধ্যে যম ও নিয়মের অন্তর্গত) ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ও অপরিগ্রহ অর্থাৎ বাসনাসহকারে ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু গ্রহণ না করা, এই পাঁচটি নিষ্কাম ভাবে নিরন্তর অবলম্বন করিয়া মনকে ব্রহ্ম-প্রবণতার উপযুক্ত করা যোগী ব্যক্তির কর্ত্তব্য।[১৩] আর বেদাধ্যয়ন, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা ও ব্রহ্ম-প্রবণতা, যোগী এই পাঁচ প্রকার নিয়মও অবলম্বন করিবেন।[১৪]

এই আমি তোমার নিকট পাঁচ প্রকার যম ও পাঁচ প্রকার নিয়ম কীর্ত্তন করিলাম। যাঁহারা সকাম হইয়া এই যম নিয়ম অবলম্বন করেন, তাঁহারা বিশিষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকেন, পরন্তু যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া ঐ সমুদয় অবলম্বন করেন, তাঁহারা মুক্তির অধিকারী হয়েন।[১৫] যোগী এইরূপ যমনিয়মাদি গুণবিশিষ্ট

প্রাণাখ্যমনিলং বশ্যমভ্যাসাৎ কুরুতে তু যৎ।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সবীজোঽবীজ এব চ॥ ১৭॥
পরস্পরেণাভিভবং প্রাণাপানৌ যদানিলৌ।
কুরুতঃ স দ্বিধানেন তৃতীয়ঃ সংযমাৎ তয়োঃ॥ ১৮॥
তস্য চালম্বনবতঃ স্থূলং রূপং দ্বিজোত্তম।
আলম্বনমনন্তস্য যোগিনোঽভ্যসতঃ স্মৃতম্॥ ১৯॥

হইয়া ভদ্রাসন (৫) প্রভৃতি আসন সমুদায়ের মধ্যে যে কোন আসন অবলম্বন পূর্ব্বক নিয়মানুসারে যোগসাধন করিবেন।[১৬]

অভ্যাস দ্বারা প্রাণবায়ুকে যে বশতাপন্ন করা যায়, তাহার নাম প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম দুই প্রকার, সবীজ ও নির্বীজ। সবীজ অর্থাৎ ভগবন্মূর্ত্তি ধ্যান ও মন্ত্রজপ সহিত, নির্বীজ অর্থাৎ উক্ত প্রকার ধ্যান ও মন্ত্র রহিত।[১৭] (মুখনাসিকা দ্বারা যে বায়ু নির্গত হয়, তাহার নাম প্রাণবায়ু, যে বায়ু নিশ্বাস দ্বারা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তাহার নাম অপানবায়ু। যখন প্রাণবৃত্তি দ্বারা অপানবৃত্তির নিরোধ হয়, তখন তাহাকে রেচকাখ্য প্রাণায়াম বলা হইয়া থাকে। এইরূপ যখন অপানবৃত্তি দ্বারা প্রাণবৃত্তির নিরোধ হয়, তখন তাহা পূরকাখ্য প্রাণায়াম শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।) এইরূপে প্রাণবায়ু ও অপান বায়ুর পরস্পর অভিভব নিবন্ধন উক্ত প্রাণায়াম দুই প্রকার হইয়া থাকে, এবং যৎকালে এই উভয় বায়ুর যুগপৎ নিরোধ হয়, তখন তাহা (কুম্ভক নামে) তৃতীয় প্রাণায়াম শব্দে অভিহিত হয়। (পরন্তু যোগীরা পূরক কুম্ভক ও রেচক এই তিনটি প্রাণায়ামকে একটি প্রাণায়াম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।)[১৮]

(৫)—ভদ্রাসন যথা—যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ। গুল্ফৌ তু বৃষণস্যাধঃ সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োঃ ক্ষিপেৎ। পার্শ্বে পাদৌ চ হস্তাভ্যাং দৃঢ়ং বদ্ধা সুনিশ্চলম্। ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্॥

কোষের পশ্চাদ্ভাগে সীবনীর উভয় পার্শ্বে গুল্ফদ্বয় স্থাপন করিবে অর্থাৎ সীবনীর দক্ষিণ ভাগে দক্ষিণ গুল্ফ ও বাম ভাগে বাম গুল্ফ রাখিবে এবং দুই পার্শ্বে দুই হস্ত দ্বারা দৃঢ় রূপে পাদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক নিশ্চল শরীরে অবস্থান করিবে। ইহার নাম ভদ্রাসন। এই ভদ্রাসন দ্বারা সমুদায় ব্যাধি বিদূরিত হয়।

শব্দাদিষ্বনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।
কুর্য্যাৎ চিত্তানুচারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ॥ ২০ ॥
বশ্যতা পরমা তেন জায়তেঽতিচলাত্মনাম্।
ইন্দ্রিয়াণামবশ্যৈস্তৈর্ন যোগী যোগসাধকঃ॥ ২১ ॥
প্রাণায়ামেন পবনৈঃ প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বশীকৃতৈস্ততঃ কুর্য্যাৎ স্থিরঞ্চেতঃ শুভাশ্রয়ে॥ ২২ ॥
খাণ্ডিক্য উবাচ।
কথ্যতাং মে মহাভাগ চেতসো যঃ শুভাশ্রয়ঃ।
যদাধারমশেষং তৎ হন্তি দোষসমুদ্ভবম্॥ ২৩ ॥

যে সকল সাধক সবীজ প্রাণায়াম অভ্যাস করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে অনন্তমূর্ত্তি বিষ্ণুর যে কোন স্থূলমূর্ত্তি অবলম্বনীয় হইবে (৬)।[১৯] প্রত্যাহার-পরায়ণ যোগী শব্দ স্পর্শ রূপ রস প্রভৃতি বিষয় ভোগে অনুরক্ত ইন্দ্রিয় সমুদায়কে নিগৃহীত করিয়া চিত্তানুবর্ত্তী করিবেন।[২০] ইন্দ্রিয় সমুদায় যদিও সাতিশয় চঞ্চল, তথাপি ঈদৃশ ব্যবহার করিলে তাহারা অবশ্যই দৃঢ়রূপে বশীভূত হয়। ইন্দ্রিয় বশীভূত না হইলে যোগী কখনই যোগ সাধনে সমর্থ হয়েন না।[২১] প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু ও প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদায় বশীভূত করিয়া পশ্চাৎ মঙ্গলালয় পরমেশ্বরে দৃঢ়রূপে মন স্থিরীকৃত করিবে।[২২]

খাণ্ডিক্য কহিলেন। মহাভাগ! যাহা অবলম্বন করিলে সমুদায় দোষ অর্থাৎ মুক্তিপথের সমুদায় অন্তরায় নিরাকৃত হয়, মনের তাদৃশ উৎকৃষ্ট অবলম্বন কি, তাহা আমার নিকট বল।[২৩]

(৬)—পাতঞ্জলযোগসূত্রে কথিত হইয়াছে যে, "যথাভিমতধ্যানাদ্বা" অর্থাৎ যে কোন অভিমত বস্তু অবলম্বন পূর্ব্বক ধ্যান করিলে সিদ্ধি হইবে। এই প্রকরণেও পশ্চাৎ কথিত হইয়াছে যে, স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থই বিষ্ণুর মূর্ত্তি; সুতরাং যে কোন বস্তু অবলম্বন করিয়া স্থূল ধ্যান হইতে পারিবে।

কেশিধ্বজ উবাচ।

আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্ম দ্বিধা তচ্চ স্বভাবতঃ।
ভূপ মূর্ত্তমমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ ॥ ২৪ ॥
ত্রিবিধা ভাবনা ভূপ বিশ্বমেতন্নিবোধ মে।
ব্রহ্মাখ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা চ তথা চৈবোভয়াত্মিকা ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মভাবাত্মিকা হ্যেকা কর্ম্মভাবাত্মিকা পরা।
উভাত্মিকা তথৈবান্যা ত্রিবিধা ভাবভাবনা ॥ ২৬ ॥
সনন্দনাদয়ো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মভাবনয়া যুতাঃ।
কর্ম্মভাবনয়া চান্যে দেবাদ্যাঃ স্থাবরাশ্চরাঃ ॥ ২৭ ॥
হিরণ্যগর্ভাদিষু চ ব্রহ্মকর্ম্মাত্মিকা দ্বিধা।
বোধাধিকারযুক্তেষু বিদ্যতে ভাবভাবনা ॥ ২৮ ॥

কেশিধ্বজ কহিলেন। রাজন! ব্রহ্মই মনের আশ্রয়; (অধিকারিভেদে) এই ব্রহ্ম স্বভাবত দুই প্রকার, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। এই দ্বিবিধ ব্রহ্মও পর ও অপর রূপে (৭) পুনর্ব্বার দুই প্রকার কথিত হইয়া থাকেন।[২৪] রাজন! এই বিশ্বমধ্যে ভাবনা অর্থাৎ জ্ঞানবিশেষ-জনিত বাসনা তিন প্রকার, ব্রহ্মভাবনা কর্ম্ম-ভাবনা ও উভয়াত্মিকা ভাবনা।[২৫] এইরূপে এই ভাবভাবনা অর্থাৎ বস্তুবিষয়িণী ভাবনা তিন প্রকার, ব্রহ্মভাবাত্মিকা কর্ম্মভাবাত্মিকা ও উভয়াত্মিকা।[২৬] ব্রহ্মন! সনন্দন প্রভৃতি মহর্ষিগণ ব্রহ্মভাবনায় নিযুক্ত আছেন। এতদ্ব্যতীত দেবগণ ও স্থাবর জঙ্গম প্রাণিগণ প্রায় সকলেই কর্ম্ম-ভাবনা নিরত।[২৭] বোধ অর্থাৎ স্বরূপ, অধিকার অর্থাৎ সৃষ্টি প্রভৃতি, এতদ্বিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিতে ব্রহ্মাত্মিকা ও কর্ম্মাত্মিকা এই উভয়বিধ বুদ্ধি আছে; সুতরাং হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিতে

(৭)—[১] মূর্ত্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিমৎ পর যথা পদ্মনাভাদি লীলাবিগ্রহ রূপ। [২] মূর্ত্ত অপর যথা হিরণ্যগর্ভাদি বিশ্বরূপ। [৩] অমূর্ত্ত পর যথা নির্গুণ ব্রহ্ম। [৪] অমূর্ত্ত অপর যথা ষড়্গুণ ঈশ্বর রূপ।

অক্ষীণেষু সমস্তেষু বিশেষজ্ঞানকর্ম্মসু।
বিশ্বমেতৎ পরং চান্যদ্ভেদভিন্নদৃশাং নৃপ ॥ ২৯ ॥
প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রমগোচরম্।
বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ৩০ ॥
তচ্চ বিষ্ণোঃ পরং রূপমরূপস্যাজমক্ষরম্।
বিশ্বরূপাচ্চ বৈরূপ্যলক্ষণং পরমাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥
ন তদ্‌যোগযুজা শক্যং নৃপ চিন্তয়িতুং যতঃ।
ততঃ স্থূলং হরেরূপং চিন্তয়েদ্বিশ্বগোচরম্ ॥ ৩২ ॥
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ বাসবোঽথ প্রজাপতিঃ।
মরুতো বসবো রুদ্রা ভাস্করাস্তারকা গ্রহাঃ ॥ ৩৩ ॥
গন্ধর্ব্বযক্ষা দৈত্যাদ্যাঃ সকলা দেবযোনয়ঃ।
মনুষ্যাঃ পশবঃ শৈলাঃ সমুদ্রাঃ সরিতো দ্রুমাঃ ॥ ৩৪ ॥

উভয়াত্মিকা ভাবভাবনা দৃষ্ট হইতেছে।[২৮] যে পর্য্যন্ত বিশেষ জ্ঞানের হেতুভূত কর্ম্ম সমুদায় অর্থাৎ পাপপুণ্য ক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত এই জগৎ পরমব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বোধ হইতে থাকে এবং সে পর্য্যন্ত ভেদবুদ্ধি নিরাকৃত হয় না।[২৯] যে জ্ঞানোদয়ে পদার্থ সমুদায়ের ভেদ জ্ঞান এককালে তিরোহিত হয়, যৎকালে সকল স্থানেই কেবল একমাত্র পরমব্রহ্মেরই সত্তা উপলব্ধি হইতে থাকে, বাক্যের অগোচর সেই স্বসংবেদ্য জ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান।[৩০] সেই জ্ঞানই অরূপ অজ অক্ষয় পরমাত্মা বিষ্ণুর পরম রূপ। এইরূপ, বিশ্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।[৩১] রাজন! যোগযুক্ (প্রথমযোগী) ব্যক্তিসকল এই রূপ চিন্তা করিতে সমর্থ হয়েন না, এই জন্য তাঁহাদের পক্ষে বিষ্ণুর সর্ব্বসম্বেদ্য স্থূল রূপেরই চিন্তা করা বিধেয়।[৩২] ভগবান হিরণ্যগর্ভ ইন্দ্র প্রজাপতি মরুদ্গণ বসুগণ রুদ্রগণ আদিত্যগণ নক্ষত্রগণ গ্রহগণ,[৩৩] গন্ধর্ব্বগণ যক্ষগণ দৈত্যগণ এবং অন্যান্য সমুদায় দেবযোনি, মনুষ্যগণ পশুগণ শৈলগণ সমুদ্রগণ নদনদীগণ বৃক্ষগণ,[৩৪] এবং অন্যান্য সমুদায় প্রাণিগণ

ভূপ ভূতান্যশেষাণি ভূতানাং যে চ হেতবঃ।
প্রধানাদিবিশেষান্তং চেতনাচেতনাত্মকম্ ॥ ৩৫ ॥
একপাদং দ্বিপাদঞ্চ বহুপাদমপাদকম্।
মূর্ত্তমেতৎ হরেরূপং ভাবনাত্রিতয়াত্মকম্ ॥ ৩৬ ॥
এতৎ সর্ব্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
পরব্রহ্মস্বরূপস্য বিষ্ণোঃ শক্তিসমন্বিতম্ ॥ ৩৭ ॥
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৩৮ ॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যনুসন্ততান্ ॥ ৩৯ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন লক্ষ্যতে ॥ ৪০ ॥

ও প্রাণিগণের কারণ স্বরূপ পদার্থসমূহ, মূলপ্রকৃতি অবধি বিশেষ পর্য্যন্ত সমুদায় চেতনাচেতনাত্মক পদার্থ[৩৫] এবং একপাদ দ্বিপাদ বহুপাদ পদহীন মূর্ত্তিযুক্ত পদার্থ, এই সমুদায়ই বিশ্বরূপ বিষ্ণুর রূপ বিশেষ; সুতরাং এতৎসমুদায়ই পূর্ব্বোক্ত ভাবনাত্রিতয়ের আধার।[৩৬] এই সমুদায় বিশ্ব—এই সমুদায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ পরমব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর শক্তি দ্বারা সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে।[৩৭] এই বিষ্ণুশক্তি ত্রিবিধ; পরা, অপরা ও অবিদ্যা। বিষ্ণুস্বরূপভূতা চিৎশক্তিকে পরাশক্তি বলা যায়। অপরা শক্তিকে ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি ও ভাবনাত্রয়াত্মিকা শক্তি বলা হইয়া থাকে। তৃতীয়া শক্তিকে অবিদ্যা কর্ম্মশক্তি সংসারশক্তি বা ভেদজ্ঞানজনিকা শক্তি বলা যায়।[৩৮] রাজন! উক্ত ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি সর্ব্বগতা হইয়াও অবিদ্যা কর্ত্তৃক বেষ্টিতা অর্থাৎ সমাশ্লিষ্টা হইয়া নিরন্তর নিখিল সংসারতাপ বিস্তার করিতেছে।[৩৯]

রাজন! এই ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি, কর্ম্মশক্তি অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা আশ্লিষ্ট ও তিরোহিতপ্রায় আছে বলিয়া সর্ব্বভূতে ন্যূনাধিক পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে।[৪০]

অপ্রাণবৎস্ব স্বল্পাল্পা স্থাবরেষু ততোঽধিকা।
সরীসৃপেষু তেভ্যোঽন্যাপ্যতিশক্ত্যা পতত্রিষু॥ ৪১ ॥
পতত্রিভ্যো মৃগাস্তেভ্যঃ স্বশক্ত্যা পশবোঽধিকাঃ।
পশুভ্যো মনুজাশ্চাতিশক্ত্যা পুংসঃ প্রভাবিতাঃ॥ ৪২ ॥
তেভ্যোঽপি নাগগন্ধর্ব্বযক্ষাদ্যা দেবতা নৃপ।
শক্রঃ সমস্তদেবেভ্যস্ততশ্চাতি প্রজাপতিঃ॥ ৪৩ ॥
হিরণ্যগর্ভোঽতি ততঃ পুংসঃ শক্ত্যুপলক্ষিতঃ।
এতান্যশেষরূপস্য তস্য রূপাণি পার্থিব॥ ৪৪ ॥
যতস্তচ্ছক্তিযোগেন ব্যাপ্তানি নভসা যথা।
দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যেয়ং মহামতে॥ ৪৫ ॥

যাহাদের জীবন অনভিব্যক্ত, তাহাদিগের ঐ শক্তি অতীব অল্প; উদ্ভিজ্জ রূপ স্থাবর সমুদায়ে তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক; সরীসৃপসমূহে ঐ ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি উহা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে; পক্ষিগণে তাহা অপেক্ষাও কিয়ৎপরিমাণে অধিক দৃষ্ট হয়।[৪১] এইরূপে ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি বিষয়ে পক্ষিসমূহ হইতে মৃগগণ, মৃগগণ হইতে পশুগণ, পশুগণ হইতে মনুষ্যগণ সমধিক শ্রেষ্ঠ হইতেছে।[৪২] রাজন! মনুষ্যগণ হইতে নাগগণ গন্ধর্ব্বগণ যক্ষগণ ও অন্যান্য দেবযোনিগণ এবং দেবতাগণ ক্রমশই সমধিক পরিমাণে ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি-সম্পন্ন। দেবগণ হইতেও দেবরাজের এই শক্তি অধিক। প্রজাপতি ব্রহ্মা, দেবরাজ হইতেও সমধিক ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিসম্পন্ন।[৪৩] যিনি হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি হইতেও তাঁহাতে সমধিক ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি আছে। রাজন! ইহাঁরা সকলেই সেই বিশ্বরূপ বিষ্ণুর রূপবিশেষ।[৪৪] আকাশ যেমন সমুদায় স্থল ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বও সেইরূপ সেই ভাবনাত্রয়াত্মিকা বিষ্ণুশক্তি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। মহামতে! যাহা বিষ্ণুর দ্বিতীয় অমূর্ত্ত রূপ (অপরব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর), তাহাই যোগারূঢ় যোগীদিগের ধ্যেয়।[৪৫] ব্রহ্মের এই অমূর্ত্ত রূপই

অমূর্ত্তং ব্রহ্মণো রূপং যৎ সদিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
তদ্বিশ্বরূপরূপং বৈ রূপমন্যদ্ধরের্মহৎ।
সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর ॥ ৪৭ ॥
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিচেষ্টাবন্তি স্বলীলয়া।
জগতামুপকারায় ন সা কর্ম্মনিমিত্তজা।
চেষ্টা তস্যাপ্রমেয়স্য ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মিকা ॥ ৪৮ ॥
তদ্রূপং বিশ্বরূপস্য তস্য যোগযুজা নৃপ।
চিন্ত্যমাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকিল্বিষনাশনম্ ॥ ৪৯ ॥
যথাগ্নিরুদ্ধতশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ।
তথা চিত্তস্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষম্ ॥ ৫০ ॥

সৎশব্দে কথিত হইয়া থাকে। রাজন! পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বিষ্ণুশক্তিই এই সৎস্বরূপ অমূর্ত্তরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে।[৪৬] নরনাথ! বিষ্ণুর এই অমূর্ত্ত রূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ ইহা হইতেই তাঁহার বিশ্বাভিমানী বিরাট্‌রূপ ও তদীয় সমস্তশক্তিসম্পন্ন বহুবিধ লীলাবিগ্রহ রূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে।[৪৭]

বিষ্ণু জগতের হিতসাধনের নিমিত্ত লীলাক্রমে কখন উপেন্দ্র প্রভৃতি দেব, কখন মীন কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি তির্য্যক্, কখন রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি মনুষ্য, কখন নৃসিংহ হয়গ্রীব প্রভৃতি মিশ্র, ইত্যাদি নানাপ্রকার রূপ ধারণ করেন। তিনি কর্ম্মের অধীন হইয়া কখন জন্ম পরিগ্রহ করেন না। (যিনি কর্ম্মের অধীন, তাঁহার চেষ্টা পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিহত হইয়া থাকে।) সেই বিষ্ণু অপ্রমেয় স্বরূপ, তাঁহার চেষ্টা বিশ্বব্যাপিনী ও অব্যাহতা, উহা কুত্রাপি প্রতিহতা হয় না।[৪৮] রাজন! যাঁহারা প্রথম যোগী তাঁহারা আত্মবিশুদ্ধির নিমিত্ত বিশ্বরূপ বিষ্ণুর এই প্রকার রূপ অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ রূপের মধ্যে লীলাবিগ্রহ রূপ চিন্তা করিবেন, এই-রূপ চিন্তা দ্বারা সমুদায় পাপ ধ্বংস হয়।[৪৯] অগ্নি যেমন বায়ুর সহিত মিলিত

তস্মাৎ সমস্তশক্তীনামাধারে তত্র চেতসঃ।
কুর্ব্বীত সংস্থিতিং সা তু বিজ্ঞেয়া শুদ্ধধারণা ॥ ৫১ ॥
শুভাশ্রয়ঃ স্বচিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মনঃ।
ত্রিভাবভাবনাতীতো মুক্তয়ে যোগিনাং নৃপ ॥ ৫২ ॥
অন্যে চ পুরুষব্যাঘ্র চেতসো যে ব্যপাশ্রয়াঃ।
অশুদ্ধাস্তে সমস্তাস্তু দেবাদ্যাঃ কর্ম্মযোনয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্ব্বাপাশ্রয়নিস্পৃহম্।
এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে ॥ ৫৪ ॥
তচ্চ মূর্ত্তং হরেরূপং যাদৃক্ চিন্ত্যং নরাধিপ।
তৎ শ্রূয়তামনাধারে ধারণা নোপপদ্যতে ॥ ৫৫ ॥

হইয়া উদ্ধতশিখা দ্বারা সমুদায় শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করে, বিষ্ণুর ঐ রূপও সেইরূপ সমুজ্জ্বল হইয়া যোগীদিগের হৃদয়স্থিত সমুদায় পাপরাশি ধ্বংস করিয়া থাকে।[৫০] অতএব সমস্তশক্তির আধার সেই অবতাররূপ বিষ্ণুতে চিত্ত সংস্থাপন করা যোগসাধকের অতীব কর্ত্তব্য। এইরূপ চিত্ত সংস্থাপনের নামই বিশুদ্ধ-ধারণা।[৫১] এই বিষ্ণুই যোগীদিগের চিত্তের এবং সর্ব্বব্যাপী আত্মার একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়। ইনি নির্লিপ্ত ও অসংসারী, সুতরাং ত্রিভাব-ভাবনাতীত অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু জরা বিষয়ক চিন্তা অতিক্রম করিয়াছেন, এবং ইনিই যোগীদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।[৫২] পুরুষশ্রেষ্ঠ! দেবতা প্রভৃতি অন্য যাঁহাদিগকে হৃদয়ে ধারণ করা যায়, তাঁহারা সকলেই অপাশ্রয় অর্থাৎ প্রাকৃত আশ্রয়; কারণ তাঁহারা সকলেই অবিশুদ্ধ ও কর্ম্মের অধীন।[৫৩] ভগবানের মূর্ত্তিমান রূপ (লীলাবিগ্রহ) সর্ব্ববিধ অপাশ্রয়শূন্য ও পরমানন্দময়। সেই রূপে যে চিত্তের ধারণা করা হয়, তাহাই বিশুদ্ধ ধারণা।[৫৪] নরনাথ! অনাধারে অর্থাৎ অমূর্ত্ত রূপে (প্রথম যোগীর) কখনই ধারণা হইতে পারে না, সুতরাং বিষ্ণুর মূর্ত্তরূপ যে রূপে চিন্তা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।[৫৫]

প্রসন্নচারুবদনং পদ্মপত্রোপমেক্ষণম্ ।
সুকপোলং সুবিস্তীর্ণললাটফলকোজ্জ্বলম্ ॥ ৫৬ ॥
সমকর্ণান্তবিন্যস্তচারুকর্ণবিভূষণম্ ।
কম্বুগ্রীবং সুবিস্তীর্ণশ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্ ॥ ৫৭ ॥
বলীত্রিভঙ্গিনা মগ্ননাভিনা চোদরেণ বৈ ।
প্রলম্বাষ্টভুজং বিষ্ণুমথবাপি চতুর্ভুজম্ ॥ ৫৮ ॥
সমস্থিতোরুজঙ্ঘঞ্চ সুস্থিরাঙ্ঘ্রি করাম্বুজম্ ।
চিন্তয়েদ্ব্রহ্ম মূর্ত্তঞ্চ পীতনির্ম্মলবাসসম্ ॥ ৫৯ ॥
কিরীটচারুকেয়ূরকটকাদিবিভূষিতম্ ।
শার্ঙ্গশঙ্খগদাখড়্গচক্রাক্ষবলয়ান্বিতম্ ॥ ৬০ ॥
চিন্তয়েৎ তন্মনা যোগী সমাধায়াত্মমানসম্ ।
তাবদ্যাবদ্দৃঢ়ীভূতা তত্রৈব নৃপ ধারণা ॥ ৬১ ॥

যাঁহার বদন মনোহর ও প্রসন্ন, যাঁহার নয়ন উৎপলদল-সদৃশ, যাঁহার ললাটফলক সুবিস্তীর্ণ ও উজ্জ্বল, যাঁহার কপোলদেশ অতীব রমণীয়,[৫৬] যাঁহার মনোহর শ্রবণযুগল রমণীয় কর্ণভূষণে ভূষিত রহিয়াছে, যাঁহার গ্রীবা কম্বুর ন্যায় রেখাত্রয়ে অঙ্কিত, যাঁহার সুবিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস শোভা পাইতেছে,[৫৭] যাঁহার উদর, বলির ত্রিভঙ্গ ও নাভির গভীরতা নিবন্ধন মনোহর শোভা ধারণ করিতেছে, যিনি সুদীর্ঘ অষ্টভুজ অথবা চতুর্ভুজ দ্বারা সুশোভিত আছেন,[৫৮] যাঁহার উরুদেশ ও জঙ্ঘাদেশ সম ও বর্ত্তুল, যাঁহার পদদ্বয় ও করকমলযুগল সুদৃঢ় ও সুগঠিত, যাঁহার বসন নির্ম্মল ও পীতবর্ণ, তাদৃশ মূর্ত্তিমান ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুকে চিন্তা করিবে।[৫৯] যিনি মনোহর কিরীট কেয়ূর ও কটকাদি দ্বারা বিভূষিত আছেন, যিনি শার্ঙ্গধনু শঙ্খ গদা খড়্গ চক্র ও অক্ষমালাদি দ্বারা শোভা পাইতেছেন,[৬০] রাজন ! যোগী তন্মনা হইয়া তাঁহাতেই আত্মহৃদয় সংস্থাপন পূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত ধারণা দৃঢ়ীভূত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই ভাবে চিন্তা করিবেন।[৬১]

ব্রজতস্তিষ্ঠতোঽন্যদ্বা স্বেচ্ছয়া কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ।
নাপযাতি যদা চিত্তাৎ সিদ্ধাং মন্যেত তাং তদা ॥ ৬২ ॥
ততঃ শঙ্খগদাচক্রশার্ঙ্গাদিরহিতং বুধঃ।
চিন্তয়েদ্ভগবদ্রূপং প্রশান্তং সাক্ষসূত্রকম্ ॥ ৬৩ ॥
সা যদা ধারণা তদ্বদবস্থানবতী ততঃ।
কিরীটকেয়ূরমুখৈর্ভূষণৈরহিতং স্মরেৎ ॥ ৬৪ ॥
তদেকাবয়বং দেবং চেতসা হি পুনর্ব্বুধঃ।
কুর্য্যাৎ ততোঽবয়বিনি প্রণিধানপরো ভবেৎ ॥ ৬৫ ॥
তদ্রূপপ্রত্যয়া চৈকা সন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা।
তদ্ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড়্ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ ॥ ৬৬ ॥
তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ।
মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ৬৭ ॥

গমন কালে স্থিতি কালে অথবা অন্য কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেও যখন সেই বিষ্ণুমূর্ত্তি কোন ক্রমেই হৃদয় হইতে অন্তরিত না হয়েন, তখন যোগী বিবেচনা করিবেন যে, তাঁহার ধারণা দৃঢ় ও সিদ্ধ হইয়াছে।[৬২]

অনন্তর যোগী শঙ্খ চক্র গদা প্রভৃতি রহিত কেবল অক্ষসূত্র যুক্ত প্রশান্ত ভগবন্মূর্ত্তি চিন্তা করিবেন।[৬৩] পরে যখন এইরূপে ধারণা স্থিরতরা হইবে, তখন যোগী কিরীট কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণ-রহিত ভগবন্মূর্ত্তি ধ্যানে প্রবৃত্ত হইবেন।[৬৪] এইরূপে যোগী ক্রমশ ভগবানের একটি মাত্র অঙ্গ ধ্যান করিয়া তাহাতেও ধারণা দৃঢ়তরা হইলে পশ্চাৎ অবয়ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমাত্মার ধ্যানে (অমূর্ত্ত ধ্যানে) নিমগ্ন হইবেন।[৬৫] এইরূপে যখন নিরবচ্ছিন্ন একমাত্র পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানপ্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকিবে, এবং মন বিষয়ান্তরে ধাবমান হইবে না, তখন তাহাকে ধ্যান শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই ধ্যান পূর্ব্বোক্ত যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ও ধারণা, এই ষড়্বিধ অঙ্গ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।[৬৬]

বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব।
প্রাপণীয়স্তথৈবাত্মা প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ॥ ৬৮॥
ক্ষেত্রজ্ঞঃ কারণং জ্ঞানং করণং তেন তস্য তৎ।
নিষ্পাদ্যং মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যো নিবর্ত্ততে॥ ৬৯॥
তদ্ভাবভাবনাপন্নস্ততোঽসৌ পরমাত্মনা।
ভবত্যভেদী ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ॥ ৭০॥
বিভেদজনকে জ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥ ৭১॥
ইত্যুক্তস্তে মহাযোগঃ খাণ্ডিক্য পরিপৃচ্ছতঃ।
সংক্ষেপবিস্তরাভ্যাস্তু কিমন্যৎ ক্রিয়তাং তব॥ ৭২॥

এই ধ্যান যখন মানসিক কল্পনাহীন হয়, অর্থাৎ যৎকালে ধ্যাতা ধ্যেয় ও ধ্যান বিষয়ক ভেদ জ্ঞান না থাকে, ও যে সময় স্বরূপগ্রহণ হয় অর্থাৎ সমুদায় একাকার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে থাকে, তখন তাহাকে সমাধি বলা যায়। এই সমাধি কেবল ধ্যান দ্বারাই নিষ্পাদ্য।[৬৭] রাজন! পরমব্রহ্ম প্রাপ্য, বিজ্ঞান অর্থাৎ সমাধিজন্য স্বরূপসাক্ষাৎকার প্রাপক, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ভাবনা-বিবর্জ্জিত আত্মা প্রাপণীয়; অর্থাৎ বিজ্ঞানই ঈদৃশ আত্মাকে পরমব্রহ্মের নিকট লইয়া যায়।[৬৮] ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) মুক্তির কারণ, জ্ঞান মুক্তির সাধন, জ্ঞান দ্বারা মুক্তিই সাধ্য। ঐ ক্ষেত্রজ্ঞ যখন কৃতকৃত্য হয়েন, তখন নিবৃত্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহাকে আর সংসারে যাতায়াত করিতে হয় না।[৬৯] জীব নিরন্তর পরমব্রহ্ম ভাবনা করিতে করিতে পরব্রহ্মের সহিত অভেদ হইয়া পড়েন, পরন্তু তৎকালে যোগীর অজ্ঞান জনিত ভেদজ্ঞান প্রকৃত প্রস্তাবে থাকে না।[৭০] যৎকালে আত্মা ও ব্রহ্ম এতদুভয়ের পরস্পর ভেদজনক জ্ঞান এককালে তিরোহিত হয়, তখন কিরূপে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ভেদজ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে।[৭১]

খাণ্ডিক্য! তোমার প্রশ্ন অনুসারে এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে ও বিস্তারিত রূপে মহাযোগ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি করিতে হইবে বল।[৭২]

খাণ্ডিক্য উবাচ।

কথিতে যোগসদ্ভাবে সর্ব্বমেব কৃতং মম।
তবোপদেশেনাশেষো নষ্টশ্চিত্তমলো যতঃ॥ ৭৩॥
মমেতি যন্ময়া প্রোক্তমসদেতন্ন চান্যথা।
নরেন্দ্র গদিতুং শক্যমপি বিজ্ঞেয়বেদিভিঃ॥ ৭৪॥
অহং মমেত্যবিদ্যেয়ং ব্যবহারস্তথানয়া।
পরমার্থস্ত্বসংলাপ্যো গোচরো বচসাং ন সঃ॥ ৭৫॥
তদ্গচ্ছ শ্রেয়সে সর্ব্বং মমৈতদ্ভবতা কৃতম্।
যদ্বিমুক্তিপ্রদো যোগঃ প্রোক্তঃ কেশিধ্বজাব্যয়ঃ॥ ৭৬॥

ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্তযোগোপদেশঃ সমাপ্তঃ।

খাণ্ডিক্য কহিলেন, কেশিধ্বজ! আমি তোমার নিকট যোগের সদুপদেশ পাইয়া সম্পূর্ণ কৃতকৃত্য হইলাম, এক্ষণে তোমার উপদেশ অনুসারে আমার সমুদায় মানসিক মল বিদূরিত হইল।[৭৩] নরেন্দ্র! আমি যে "আমার" এই শব্দ প্রয়োগ করিলাম, তাহা মিথ্যা ও ভ্রান্তিমূলক; পরন্তু যাঁহারা পরমার্থতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারাও ঈদৃশ ভেদজ্ঞান-সূচক বাক্য প্রয়োগ ব্যতীত মানসিক ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না।[৭৪] 'আমি আমার' ইত্যাকার ব্যবহার অজ্ঞান-মূলক। পরমার্থ তত্ত্ব, বাক্যেরও অগোচর, সুতরাং অবিদ্যা-জনিত বাক্য দ্বারা কোনক্রমেই তাহা ব্যক্ত করা যায় না।[৭৫] কেশিধ্বজ! তুমি যে আমার নিকট মুক্তির অব্যভিচরিত কারণ স্বরূপ এই মহাযোগের উপদেশ দিলে তাহাতে আমার সম্পূর্ণরূপ শ্রেয়ঃসাধন করা হইল। এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুসারে গমন কর।[৭৬]

বিষ্ণুপুরাণোক্ত যোগোপদেশ সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫, নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।—১২৯৯।

অবতরণিকা।

যোগসাধন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সাধন জগতে আর নাই। যোগসাধনবলে যোগীরা নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ, অসাধ্য সাধন এবং পরিশেষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন। যাঁহার যে পরিমাণে সাধনা হইয়াছে, তাঁহার সেই পরিমাণেই পরোক্ষ-পরিদর্শন, ভূতভবিষ্যদাদি-পরিজ্ঞান, সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু পর্য্যন্ত বশীকরণ, অলৌকিক বিষয় সন্দর্শন, অলৌকিক বিষয় শ্রবণ, অনাময় সুদীর্ঘ জীবন, বার্দ্ধক্য-চিহ্নের অপনয়ন, সর্ব্বত্র ইচ্ছামত গমনাগমন, পরকায়-প্রবেশন, ইচ্ছাসিদ্ধি, বাক্‌সিদ্ধি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বিভূতি লাভ হইয়া থাকে (১)। এমন কি, যিনি সদ্‌গুরূপদেশ ক্রমে ভক্তি সহ-কারে তিন দিন মাত্রও যোগসাধন করিয়াছেন, তিনিও যথাসম্ভব যৎকিঞ্চিৎ বিভূতি দর্শন লাভে বঞ্চিত হয়েন নাই। যোগের সমুদায়ই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ (২)।

---

(১)—আজিকালি বাজারের আড়ম্বর-পূর্ণ বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, হয়ত, এস্থলে উল্লিখিত বিভূতি-দর্শনও সেইরূপ। বাজারের গতিকে এরূপ মনে করা বিচিত্রও নহে। কিন্তু আমরা সদাশয় মহাশয়গণকে বিনয় সহকারে জানাইতেছি যে, যদি কেহ যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া তদুক্ত বিভূতি লাভে একান্ত অভিলাষী হইয়াও কোনরূপ বিভূতি দর্শনে বঞ্চিত হয়েন, তাহা হইলে তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের নিকট আসিলে, যাহাতে তিনি সিদ্ধমনোরথ হয়েন, উপযুক্ত পাত্র বোধ করিলে, আমরা তাঁহাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে প্রস্তুত আছি। ফল কথা, যে সকল বিভূতির কথা লিখিত হইল, প্রকৃত সাধক প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন, তাহার অণুমাত্রও অত্যুক্তি নহে।

(২)—তিন দিনেও যৎকিঞ্চিৎ বিভূতি-দর্শন হইয়া থাকে, বলিয়া কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, যোগ-সাধন স্বল্প-সময়-সাধ্য অতি সহজ কার্য্য। সত্য বটে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সাধনা থাকিলে এবং সদ্‌গুরুর কৃপা হইলে ইহা অপেক্ষা সহজ, সুখসাধ্য ও স্বল্প-সময়-সাধ্য কার্য্য আর নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা সকলের পক্ষেই সহজ বা স্বল্প-

এই যোগসাধন যোগীদিগের সুবিমল হৃদয়-মন্দিরে এবং ইহার গ্রন্থ সকলও সাধকদিগের সাধন-মন্দিরে সম্পূর্ণ গুপ্তভাবে রহিয়াছে। সুতরাং যোগশাস্ত্রের

সময়-সাধ্য নহে। ফল কথা, বর্ত্তমান মানবজীবনে কেহ এক জন্মের সাধনে সিদ্ধ হইতে পারেন না; এক জন্মে যাঁহাকে সিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার অবশ্যই পূর্ব্ব জন্মের সাধনা ছিল, স্বীকার করিতে হইবে। সেই সাধনার সঙ্গে ইহ জন্মের সাধনা মিলিত হইলেই সৎসঙ্গগুণে বা সদ্‌গুরুপ্রভাবে সাধক একবারে সিদ্ধ হইয়া পড়েন। বিশেষ সুখের ও সুবিধার বিষয় এই যে, যোগসাধনার বিনাশ নাই। যদি কাহারও পূর্ব্ব জন্মের কিঞ্চিন্মাত্রও সাধনা না থাকে, এবং যোগশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নিবন্ধন সদ্‌গুরুর কৃপায় যদি সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে সেই সাধক সিদ্ধ না হউন, সাধনার তারতম্য অনুসারে তাঁহার যথাসম্ভব যৎকিঞ্চিৎ বিভূতি (বা অন্তত বিভূতি-দর্শনও) লাভ হইবে; এবং এই সাধনা তাঁহার সঞ্চিত রহিয়া গেল; দেহ বিনষ্ট হইলেও যোগসাধন নষ্ট হইবে না। এক জন্মে যত টুকু সাধন হইল, পর জন্মে তাহার পর হইতে সাধনা হইতে আরম্ভ হইবে। এই জন্যই সকল সাধক সমান ফল প্রাপ্ত হয়েন না। যাঁহার যেরূপ পূর্ব্ব জন্মের সাধনা আছে, তদনুসারে বর্ত্তমান জন্মে তাঁহার সহজে ও শীঘ্র অথবা কষ্টে ও বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি হয়। আর, যাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কিছু মাত্র সাধনা নাই, তাঁহার পক্ষে প্রথম প্রথম বড়ই বিরক্তিকর ও কষ্টকর বোধ হয়। সত্য বটে, যোগসাধন দ্বারা সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সাধনা করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহাও বড় অল্প সাধনার কার্য্য নহে। পূর্ব্ব জন্মের কিছু সাধন থাকিলে এজন্মে অবশিষ্ট সাধনা সমাধান করিয়া অবশ্যই দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু সেরূপ সাধনা-সম্পন্ন লোক আজিকালি অতিবিরল।

পূর্ব্ব জন্মের সাধনা আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। যোগশাস্ত্র পাঠ বা সৎসংসর্গ করিতে করিতে, অথবা সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎকার হইলেই তাহা স্বয়ংই প্রকাশ ও প্রতীয়মান হইয়া পড়ে। এই জন্যই যোগশাস্ত্র পাঠের, সৎসংসর্গের ও সদ্‌গুরু-সন্ধানের আবশ্যকতা।

এ বিষয় অতীব বিশদরূপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। যথা:—

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

গ্রন্থ যদিও এইরূপ অতীব গোপনীয়; অধিকারী ব্যতীত, সর্ব্বসাধারণের নিকট উহা প্রকাশ করা অযৌক্তিক বলিয়া যদিও ইতিপূর্ব্বে আমাদের যোগ-

---

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥
শ্রীভগবানুবাচ।
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥
প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—

অর্জ্জুন বাসুদেব কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'কৃষ্ণ! যদি কেহ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগ-সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন; কিন্তু যথোচিত যত্নাদির অসদ্ভাব নিবন্ধন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, অথবা বিষয় কার্য্যে অত্যাসক্তি নিবন্ধন যোগভ্রষ্ট হইয়া পড়েন; তাহা হইলে, দেহত্যাগের পর, তাঁহার কি গতি হইবে? মহাবাহো! তিনি কি নিরাশ্রয় ও বিমূঢ় হইয়া উভয় মার্গ হইতে, অর্থাৎ সকাম-কর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত সুখসম্ভোগ ও যোগ-সংসিদ্ধি-জনিত মুক্তিলাভ, এই উভয় দিক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হইবেন? কৃষ্ণ! আমার এই একটি বিষম সংশয় উপস্থিত হইতেছে; আপনি ভিন্ন আমার এ সংশয় ভঞ্জন করে, এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না। অতএব, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই সংশয়টি সম্যক্‌রূপে ছেদন করিয়া দিউন।'

ভগবান উত্তর করিলেন, 'পার্থ! যোগসাধকের কুত্রাপি বিনাশ নাই। তাত! কল্যাণকর-পথাবলম্বী ব্যক্তি কখনই দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়েন না। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যাত্মাদিগের ভোগ্য লোকে যথেষ্ট কাল সুখসম্ভোগ করিয়া পরে শ্রীমান শুদ্ধশীল ব্যক্তিগণের (সদাচারী ব্রাহ্মণাদির

শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রকাশ করিবার তাদৃশ প্রবৃত্তি ছিল না ; কিন্তু যোগশাস্ত্রের প্রতি আজি কালি সাধারণের একটু বিশেষ অনুরাগ-সঞ্চার দেখিয়া এবং যোগ-শাস্ত্রের গ্রন্থগুলির দুষ্প্রাপ্যতা নিবন্ধন অনেকের অনুরোধে অনুরুদ্ধও হইয়া—বিশেষত যে দুই তিন খানি যোগগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে বা হইতেছে, যোগমার্গে অনধিকারী ব্যক্তিগণের অনুবাদ নিবন্ধন প্রায়ই তত্তাবতের স্থলে স্থলে বিষম ভ্রমপ্রমাদ (৩) দেখিয়া—অগত্যা আমরা যোগশাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম (৪)। কারণ, আমরা প্রচার না করিলেও যদি এইরূপে ভ্রমাত্মক-অনুবাদ-

---

অথবা সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য বণিক বা রাজা প্রভৃতির) গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। অথবা, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মপরায়ণ যোগিদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ জন্মও এই লোকে অত্যন্ত দুর্লভ। যাহা হউক, এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি পূর্ব্বজন্মের বুদ্ধি-সংযোগ (ব্রহ্মজ্ঞানসাধিনী বুদ্ধি) লাভ করিয়া যোগসিদ্ধি জন্য পুনর্ব্বার অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন ; পূর্ব্বাভ্যাস বশত স্বতই তাঁহার যোগসাধনে প্রবৃত্তি হয়, তিনি যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই অবশ হইয়াও সাধনা করিতে থাকেন; তিনি বেদোক্ত সকাম কর্ম্মকাণ্ড অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ সকাম কর্ম্মকাণ্ডে তাঁহার আদৌ প্রবৃত্তিই হয় না ; এবং এইরূপে ক্রমে সেই সাধক বিধুতজ্ঞানপ্রতিবন্ধক ও সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অনেক জন্মের সাধনায় ক্রমে সিদ্ধ হইয়া মোক্ষ লাভ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন।'

(৩)—প্রচারিত যোগগ্রন্থে কিরূপ বিষম ভ্রমপ্রমাদ আছে, তত্তৎ গ্রন্থ প্রচারকালে তন্মধ্যে দুই একটা ভ্রমপ্রমাদ দেখাইয়া দিবার আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু বিস্তর পর্য্যালোচনার পর আমরা সম্প্রতি তাহা হইতে বিরত রহিলাম; কৃতবিদ্য সহৃদয় পাঠকবর্গ যদি ইচ্ছা করেন, মিলাইয়া দেখিলেই আমাদের বাক্যের সার্থকতা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

(৪)—কথিত আছে,—

বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥

বেদ পুরাণ প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্রই সামান্যগণিকার ন্যায় ;—অর্থাৎ বারবিলাসিনীর ন্যায় সাধারণের দৃষ্টিপথে আবির্ভূতা হয়েন, এবং প্রার্থী মাত্রকেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পরন্তু এই শাম্ভবী বিদ্যা (যোগশাস্ত্র) কুলবধূর ন্যায় গুপ্তা ;—অর্থাৎ ইনি কেবল নিজ সাধকদিগের হৃদয়মন্দিররূপ অন্তঃপুরেই অবস্থান করেন ; সাধারণ লোকের দর্শনপথে গমন করেন না ; যদিও গমন করিতে হয়, অবগুণ্ঠনবতী হইয়াই গিয়া থাকেন।

অন্যত্রও কথিত আছে,—

সম্বলিত যোগগ্রন্থ সকল ক্রমে প্রকাশ হইতে থাকে, এবং বিশুদ্ধ গ্রন্থের অভাবে, আগ্রহাতিশয় নিবন্ধন অনেকে অগত্যা তাহাই ক্রয় করিয়া যদি তদনুসারে

হঠবিদ্যা পরং গোপ্যা যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
তাবদ্বীর্য্যবতী গুপ্তা নির্বীর্য্যা তু প্রকাশিতা ॥

যে সকল যোগী সিদ্ধি কামনা করেন, তাঁহাদের হঠবিদ্যা অত্যন্ত গোপন করা উচিত। কারণ হঠবিদ্যা গুপ্তা থাকিলে বীর্য্যবতী অর্থাৎ ঝটিতি সিদ্ধিপ্রদান-সমর্থা হয়। পরন্তু প্রকাশিতা হইলেই নির্বীর্য্যা হইয়া পড়ে; সুতরাং যোগাধিকারী ব্যতীত কাহারও নিকট উহা প্রকাশ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে।

যোগাধিকারী যথা যোগিযাজ্ঞবল্ক্য :—

বিধ্যুক্তকর্ম্মসংযুক্তঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ।
যমৈশ্চ নিয়মৈর্যুক্তঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
কৃতবিদ্যো জিতক্রোধঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
গুরুশুশ্রূষণরতঃ পিতৃমাতৃপরায়ণঃ ॥
স্বাশ্রমস্থঃ সদাচারো বিদ্বদ্ভিশ্চ সুশিক্ষিতঃ ॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত-কর্ম্মশীল, কামসঙ্কল্প-বিবর্জ্জিত, যমনিয়মযুক্ত, সকল প্রকার অসৎসঙ্গ-বিরহিত, কৃতবিদ্য, জিতক্রোধ, সত্যধর্ম্ম-নিষ্ঠ, গুরুশুশ্রূষা-নিরত, পিতৃমাতৃ-পরায়ণ, স্বীয় আশ্রম-ধর্ম্ম-পরিপালক, সদাচারী ও কৃতবিদ্য ব্যক্তির নিকট সুশিক্ষিত, তিনিই যোগের অধিকারী।

অন্যত্র দৃষ্ট হয়,—

শিশ্নোদররতায়ৈব ন দেয়ং বেশধারিণে।

শিশ্নোদরপরায়ণ (কেবল ভোগ-বিহার-নিরত) এবং কেবল বেশধারী (ভণ্ডতপস্বী) ব্যক্তিকে যোগবিদ্যা কদাচ প্রদান করিবে না।

আবার, পুরাণাদিতে ইহাও লিখিত আছে যে,—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং স্ত্রীশূদ্রাণাং চ পাবনম্।
শান্তয়ে কর্ম্মণামন্যদ্‌যোগান্নাস্তি বিমুক্তয়ে ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী ও শূদ্র প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে পরম পবিত্রকারক এবং কর্ম্মক্ষয় দ্বারা মুক্তিপ্রদায়ক, যোগসাধন ভিন্ন আর কিছুই নাই;—অর্থাৎ যোগসাধনায় জাতি বা বর্ণভেদ নাই; অধিকারী হইলেই সকল জাতীয় ব্যক্তিই যোগসাধনা দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

এইরূপ বিবিধ বিধিনিষেধ বাক্য থাকিলেও যখন ক্রমে ক্রমে দুই এক খানি করিয়া যোগ-গ্রন্থ সকল প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং যখন পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয় যে, যোগ ভিন্ন

সাধনাদি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিষম ফল প্রাপ্ত হয়েন (৫), তাহা হইলে তাঁহাদেরও সম্পূর্ণ অনিষ্টের সম্ভব; এবং সাধারণেরও নবাঙ্কুরিত আগ্রহ এক-বারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা সম্প্রতি, শিবসংহিতা, ঘেরণ্ড-সংহিতা, গোরক্ষসংহিতা, দত্তাত্রেয়সংহিতা, যোগিযাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, হঠযোগ-প্রদীপিকা, যোগার্ণব, যোগবীজ, যোগচিন্তামণি, যোগতারাবলী, পাতঞ্জলসূত্র, ললিতরহস্য, ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্র, অমনস্কখণ্ড প্রভৃতি যোগগ্রন্থ সকল "যোগশাস্ত্র" নাম দিয়া ক্রমে এক এক খানি করিয়া প্রচারিত করিব, মানস করিয়াছি।

সর্ব্বসাধারণের নিস্তারেরও উপায় আর নাই; তখন, যোগশাস্ত্রের মধ্যে যে সকল উপদেশ গুরুগম্য, কেবল তদ্ব্যতীত অন্য সমস্তই আমরা যথোপযুক্ত অনুবাদ সহ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এক্ষণে সাধারণের নিকট আমাদের বিনয়সহকারে অনুরোধ যে, যাঁহারা কৃতবিদ্যতা পিতৃমাতৃ-পরায়ণতা ধর্ম্মনিষ্ঠতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ-নিবন্ধন যোগশাস্ত্রে অধিকারী, কেবল তাঁহারাই যেন এই যোগশাস্ত্রের গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হয়েন; এবং যাঁহারা শিশ্নোদর-পরায়ণতা প্রভৃতি দোষ নিবন্ধন যোগে অনধিকারী, তাঁহারা যেন ইহার গ্রাহক না হয়েন। আর যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা যেন এই যোগগ্রন্থ গোপনে নিভৃত স্থানে রাখেন এবং অনধিকারীকে দেখিতে না দেন।

(৫)—কোন প্রসিদ্ধ যোগী বলিয়াছেন,—

"পুথি মেরে থুতি চারো বেদ পঢ়ে মজুর।
কথ্‌নীকে ঘর বহুত মিলে করণীকে ঘর দূর॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'যোগসাধন করিতে হইলে পুথির প্রয়োজন কি? আমার থুতিই আমার পুথি;—অর্থাৎ আমার মৌখিক উপদেশই যথেষ্ট। বেদ পাঠ করা ত মুটেমজুরের কাজ;—অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া বেদ পাঠ করিবে, তাহারই ফল লাভ হইবে; সুতরাং বেদ পাঠ করা কেবল পরিশ্রমসাধ্য সামান্য কর্ম্ম মাত্র। বক্তা অনেক কিন্তু প্রকৃতকর্ম্মী অত্যন্ত দুর্লভ;—অর্থাৎ মুখে অনেক কথা বলিতে পারে, এমন লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়; পরন্তু প্রকৃত কাজের লোক কোথায়!' এইগুলি মহাবাক্য সন্দেহ নাই। কিন্তু আজি কালি এরূপ লোক অতি বিরল। বাস্তবিক এরূপ লোক পাওয়া গেলে পুথির কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কিন্তু তদভাবে কাজেই পুথির আবশ্যক; এবং সেই পুথিই এই যোগশাস্ত্রে প্রকাশিত হইবে।

আর যোগবাশিষ্ঠ, নানাবিধ তন্ত্র এবং পুরাণাদিতেও যোগসাধনা সম্বন্ধে যে সমুদায় আশুফলপ্রদায়ক সমীচীন যোগসাধনোপায় গূঢ়রূপে অন্তর্নিহিত আছে, তত্তাবতও সংগ্রহ করিয়া আমাদের "যোগশাস্ত্রের" পুষ্টিবর্দ্ধন করিবার সঙ্কল্প রহিল। এই সকল গ্রন্থের মূল, তন্নিম্নে বিশুদ্ধ অবিকল অনুবাদ এবং যাহার বিশুদ্ধ টীকা পাওয়া যাইবে, তাহার টীকাও প্রচারিত হইবে।

এতন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শিবসংহিতা প্রকাশিত হইবে (৬)। শিবসংহিতা সম্পূর্ণ হইয়া গেলে, এইরূপে ক্রমে এক একটি গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করা যাইবে।

শিবসংহিতা খানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। দেবদেব স্বয়ং মহাদেবই ইহার প্রণেতা। ইহা পাঁচ পটলে বিভক্ত। প্রথম পটলে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় প্রকরণ, দ্বিতীয় পটলে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ, তৃতীয় পটলে যোগানুষ্ঠান-পদ্ধতি, যোগাভ্যাস ও যোগাসন, চতুর্থ পটলে যোনিমুদ্রা প্রভৃতি বিবিধ মুদ্রা, মহাবন্ধ প্রভৃতি বিবিধ বন্ধ ও তৎসমুদায়ের ফল এবং পঞ্চম পটলে যোগবিঘ্ন, সাধকের ভেদ ও লক্ষণ, প্রতীকোপাসনা, অর্থাৎ ছায়াপুরুষ-সাধন, মুক্তির অনুভব, ষট্‌চক্র-ধ্যান ও তাহার ফল, রাজযোগ এবং রাজাধিরাজ যোগ প্রভৃতি যোগসাধনার বিষয় সকল অতীব বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার টীকা আমরা পাই নাই; সুতরাং কেবল মূল ও তন্নিম্নে অনুবাদ প্রকাশিত হইবে।

এই বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতেই উৎকৃষ্টতর কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত করিয়া প্রতিমাসে পাঁচ ফর্ম্মায় এক এক খণ্ড প্রচার হইতে চলিল। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য তিন টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। যদি কাহারও একবারে তিন টাকা প্রদান করিতে অসুবিধা হয়, তিনি নিজের সুবিধামতে, অগ্রিম হিসাব বজায় রাখিয়া, দুই তিন বা যে কয়েক বারে ইচ্ছা প্রদান করিতে পারেন।

---

(৬)—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভ্রমপ্রমাদ-বিজৃম্ভিত গ্রন্থের প্রচারজনিত অনিষ্টের নিরাকরণ ও পরিশুদ্ধ গ্রন্থের প্রচার দ্বারা প্রকৃত ইষ্টসাধনই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এদিকে, যে কয়েকখানি যোগগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শিবসংহিতা খানিরই বহুল প্রচার দেখা যাইতেছে। প্রধানত এই জন্যই, সর্ব্বপ্রথমেই আমরা শিবসংহিতা খানি প্রচারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মফঃস্বলের গ্রাহক মহাশয়গণ একবারে তিন টাকা প্রদান করিলে তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র ডাকমাসুল দিতে হইবে না; নচেৎ প্রতি খণ্ডে অর্দ্ধ আনা হিসাবে ডাকমাসুল লাগিবে।

যোগশাস্ত্রের গ্রন্থ সকল যেরূপ দুষ্প্রাপ্য ও দুরূহ, এবং তাহার অনুবাদ যেরূপ পরিশ্রম-সাধ্য এবং যোগজ্ঞান বা গুরূপদেশ সাপেক্ষ, তাহাতে এরূপ মূল্য নির্দ্ধারণ অতীব সুলভ ও সুবিধাজনক অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যোগশাস্ত্রের যে কয়েকখানি গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন খানিরই মূল্য এরূপ সুলভ নহে। এমন কি, বটতলায় যে মূল্যে যোগশাস্ত্রের দুই এক খানি পুস্তক বিক্রয় হইতেছে; গ্রাহকবর্গ মিলাইয়া দেখিবেন, আমাদের গ্রন্থ তদপেক্ষাও বরং সুলভমূল্যই হইবে। এরূপ সুলভ ও সুবিধাজনক মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে অধিকারী মাত্রেই অনায়াসে এই মহামূল্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবেন।

এক্ষণে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ সত্বর গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে আরম্ভ করুন।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত

সম্পাদক:

এবং

এসিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম মেম্বর,

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রের অধ্যক্ষ,

শব্দকল্পদ্রুম দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদক

ও অন্যতম প্রকাশক,

রামায়ণ-সম্পাদক, মহানির্ব্বাণতন্ত্র-সম্পাদক,

পুরাণ-সম্পাদক প্রভৃতি।

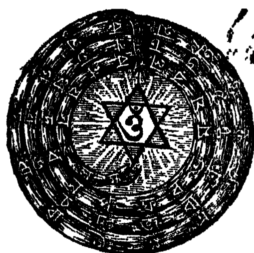
পুরাণ-কার্য্যালয়।

কলিকাতা—গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫:

বৈশাখ,—১২৯৬।

শিবসংহিতা।

প্রথমপটলঃ।



একং জ্ঞানং নিত্যমাদ্যন্তশূন্যং
নান্যৎ কিঞ্চিদ্বর্ত্ততে বস্তু সত্যম্।
যদ্ভেদোঽস্মিন্নিন্দ্রিয়োপাধিনা বৈ
জ্ঞানস্যায়ং ভাসতে নান্যথৈব॥ ১॥

একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মই নিত্য ও সত্য; তাঁহার আদিও নাই, অন্তও নাই। সেই চিন্ময় ব্যতিরেকে অপর কোন বস্তুই সত্য নহে। তবে যে, মায়া-বিজৃম্ভিত ইন্দ্রিয় দ্বারা এই জগতে (সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পৃথিবী জল তেজ বায়ু দেব মনুষ্য পশু প্রভৃতি) নানাবিধ ভেদ লক্ষিত হইতেছে, তাহা কেবল (মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণার ন্যায়) অবিদ্যা-বিলসিত ভ্রান্তিপরম্পরা মাত্র; অন্য কিছুই নহে। কারণ, ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি তিরোহিত হইলে কখনই অদ্বিতীয় চিন্ময় ব্রহ্মে ভেদজ্ঞান ভাসমান হয় না। ফল কথা, খণ্ডজ্ঞান অবিদ্যা-বিলসিত ভ্রান্তিমাত্র এবং অখণ্ডজ্ঞানই পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ।

অথ ভক্তানুরক্তো হি বক্তি যোগানুশাসনম্।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানামাত্মমুক্তিপ্রদায়কম্ * ॥ ২ ॥
ত্যক্ত্বা বিবাদশীলানাং মতং দুর্জ্ঞানহেতুকম্।
আত্মজ্ঞানায় ভূতানামনন্যগতিচেতসাম্ ॥ ৩ ॥
সত্যং কেচিৎ প্রশংসন্তি তপঃ শৌচং তথাপরে।
ক্ষমাং কেচিৎ প্রশংসন্তি তথৈব শমমার্জ্জবম্ ॥ ৪ ॥
কেচিদ্দানং প্রশংসন্তি পিতৃকর্ম্ম তথাপরে।
কেচিৎ কর্ম্ম প্রশংসন্তি কেচিদ্বৈরাগ্যমুত্তমম্ ॥ ৫ ॥
কেচিদ্‌গৃহস্থকর্ম্মাণি প্রশংসন্তি বিচক্ষণাঃ।
অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম তথা কেচিৎ পরং বিদুঃ ॥ ৬ ॥
মন্ত্রযোগং প্রশংসন্তি কেচিত্তীর্থানুসেবনম্।
এবং বহূনুপায়াংস্তু প্রবদন্তি হি মুক্তয়ে ॥ ৭ ॥

বিবাদশীল তার্কিকদিগের মত, ভ্রান্তিজ্ঞানের কারণ বলিয়া তৎপরিহার পূর্ব্বক অনন্যচিত্ত ও অনন্যগতি ভক্তদিগের আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত এক্ষণে ভক্তানুরক্ত ভগবান মহেশ্বর, যাহাতে সকলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাদৃশ যোগোপদেশ বলিতেছেন।[২।৩]

কোন কোন ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠা ও সত্যের প্রশংসা করেন; কোন কোন ব্যক্তি বিশুদ্ধাচার ও তপস্যানুষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন; কোন কোন ব্যক্তির মতে ক্ষমাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; আবার কোন কোন ব্যক্তি আর্জ্জব ও শান্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলেন।[৪] কোন কোন ব্যক্তি দান, কোন কোন ব্যক্তি পিতৃকর্ম্ম, কোন কোন ব্যক্তি পুণ্যজনক কাম্য কর্ম্ম, কোন কোন ব্যক্তি বৈরাগ্য,[৫] কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি গৃহাস্থাশ্রম-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম, কোন কোন ব্যক্তি অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞকর্ম্ম,[৬] কোন কোন ব্যক্তি মন্ত্রযোগ এবং কোন কোন ব্যক্তি

* প্রদায়কঃ ইতি পাঠান্তরম্।

এবং ব্যবসিতা লোকে কৃত্যাকৃত্যবিদো জনাঃ।
ব্যামোহমেব গচ্ছন্তি বিমুক্তাঃ পাপকর্ম্মভিঃ॥ ৮॥
এতন্মতাবলম্বী যো লব্ধ্বা দুরিতপুণ্যকে।
ভ্রমতীত্যবশঃ সোঽত্র জন্মমৃত্যুপরম্পরাম্॥ ৯॥
অন্যৈর্মতিমতাং শ্রেষ্ঠৈর্গুপ্তালোকনতৎপরৈঃ।
আত্মানো বহবঃ প্রোক্তা নিত্যাঃ সর্ব্বগতাস্তথা॥ ১০॥
যদ্যৎ প্রত্যক্ষবিষয়ং তদন্যন্নাস্তি চক্ষতে।
কুতঃ স্বর্গাদয়ঃ সন্তীত্যন্যে নিশ্চিতমানসাঃ॥ ১১॥
জ্ঞানপ্রবাহ ইত্যন্যে শূন্যং কেচিৎ পরং বিদুঃ।
দ্বাবেব তত্ত্বং মন্যন্তেঽপরে প্রকৃতিপূরুষৌ॥ ১২॥

বা তীর্থ পর্য্যটনকেই শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া বিবেচনা করেন। এইরূপে অনেকেই অনেকপ্রকার মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।[৭] ফলত কোন্ বিষয় শ্রেয়ঃসাধন, কোন্ বিষয় শ্রেয়ঃসাধন নহে, ইহা জ্ঞাত হইয়া যাঁহারা বিচার পূর্ব্বক উক্ত সমুদায় ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়েন; তাঁহারা পাপকর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন সত্য, পরন্তু তাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞান-তিমিরে ও ভ্রান্তিজালে নিপতিত হয়েন, সন্দেহ নাই।[৮] কারণ, এই সমুদায়-মতাবলম্বী ব্যক্তিরা, নানা কার্য্য দ্বারা পাপপুণ্য সঞ্চয় করিয়া, ইচ্ছা না থাকিলেও অবশ হইয়া, জন্মমৃত্যু-পরম্পরা ভোগ সহকারে এই সংসারে পুনঃপুন যাতায়াত করিতে থাকেন; কোন ক্রমেই মুক্তিলাভ করিতে পারেন না।[৯]

পক্ষান্তরে, নৈয়ায়িক প্রভৃতি কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী তীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, আত্মা সর্ব্বগত নিত্য ও বহুসংখ্য।[১০] আবার প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাক প্রভৃতি কোন কোন কুতর্ক-পরাহত পণ্ডিত নিশ্চয় করিয়াছেন যে, যাহা বাহেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা আদৌ নাই। স্বর্গ প্রভৃতি দর্শন-ইন্দ্রিয়ের অতীত, সুতরাং তাহার অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না।[১১] বিজ্ঞান-বাদী কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, এই জগৎ জ্ঞানপ্রবাহ মাত্র। শূন্য-

অত্যন্তভিন্নমতয়ঃ পরমার্থপরাঙ্‌মুখাঃ।
এবমন্যে তু সংচিন্ত্য যথামতি যথাশ্রুতম্ ॥ ১৩ ॥
নিরীশ্বরমিদং প্রাহ সেশ্বরঞ্চ তথাপরে *।
বদন্তি বিবিধৈর্ভেদৈঃ সুযুক্ত্যা স্থিতিকাতরাঃ ॥ ১৪ ॥
এতে চান্যে চ মুনয়ঃ সংজ্ঞাভেদাঃ পৃথগ্‌বিধাঃ।
শাস্ত্রেষু কথিতা হ্যেতে লোকব্যামোহকারকাঃ ॥ ১৫ ॥
এতদ্বিবাদশীলানাং মতং বক্তুং ন শক্যতে।
ভ্রমন্ত্যস্মিন্ জনাঃ সর্ব্বে মুক্তিমার্গবহিষ্কৃতাঃ ॥ ১৬ ॥

বাদী বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরও নাই, জগৎও নাই; কোন কোন বৌদ্ধ বলেন যে, ঈশ্বর নাই, শূন্যমূলক জগৎ আছে; আবার কোন কোন বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন যে, জগৎ নাই, ঈশ্বর আছেন। সাঙ্খ্যমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষ, এই উভয় তত্ত্ব হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রকৃতি একমাত্র এবং পুরুষ অসংখ্য।[১২] এই সমুদায় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বর স্বীকার করেন, কেহ কেহ বা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। ফলত ইহাঁরা প্রকৃত তত্ত্বপথে দণ্ডায়মান হইতে না পারিয়া নিজ নিজ যুক্তিবলে নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। বস্তুত ইহাঁদের মত পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন; ইহাঁরা পরমার্থ পথ হইতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ; ইহাঁরা যেরূপ উপদেশ পাইয়াছেন, এবং ইহাঁদের যেরূপ বুদ্ধি, তদনুসারে চিন্তা করিয়া ইহাঁরা সেশ্বরবাদ বা নিরীশ্বরবাদ নিরূপণ করিয়াছেন।[১৩।১৪]

এই সমুদায় এবং অন্যান্য দর্শনকার মুনিগণ, গোতম কণাদ কপিল প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ নামভেদে বিখ্যাত আছেন; এবং তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ মত সকলও বিবিধ দর্শনশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। পরন্তু ইহাঁরা সকলেই লোকব্যামোহ-কারক; অর্থাৎ ইহাঁরা মানবগণকে কেবল মোহপঙ্কেই নিমগ্ন করিয়া থাকেন।[১৫] এই সমুদায় পরস্পর বিবাদশীল মুনিগণের মত যে কত প্রকার

* জগৎ পরে ইতি পুস্তকান্তরস্থ পাঠঃ।

আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রং পরং মতম্ * ॥ ১৭ ॥
যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং জ্ঞাতং ভবতি † নিশ্চিতম্।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যঃ কিমন্যৎশাস্ত্রভাষিতম্ ॥ ১৮ ॥
যোগশাস্ত্রমিদং গোপ্যমস্মাভিঃ পরিভাষিতম্।
সুভক্তায় প্রদাতব্যং ত্রৈলোক্যেঽস্মিন্ ‡ মহাত্মনে ॥১৯॥
কর্ম্মকাণ্ডো জ্ঞানকাণ্ড ¶ ইতি ভেদো দ্বিধা মতঃ।
ভবতি দ্বিবিধো ভেদো জ্ঞানকাণ্ডস্য কর্ম্মণঃ ॥ ২০ ॥

বিভিন্ন, তাহা বলিতে পারা যায় না। ফল কথা, যে সমুদায় ব্যক্তি এই সমুদায় বিভিন্ন মতের অন্যতম মত অবলম্বন করেন, তাঁহারা মুক্তিমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া এই সংসারে পুনঃপুন যাতায়াত করিতে থাকেন।[১৬]

যাহা হউক, সমুদায় শাস্ত্র পরিদর্শন পূর্ব্বক পুনঃপুন বিচার করিয়া এই একমাত্র স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, যোগশাস্ত্রই সমুদায় শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।[১৭] এই যোগশাস্ত্র জ্ঞাত হইলে অভ্রান্তরূপে সমুদায় তত্ত্বই জ্ঞাত হইতে পারা যায়। সুতরাং এই যোগশাস্ত্রে পরিশ্রম করাই সকলের কর্ত্তব্য ; অন্যান্য শাস্ত্রের উপদেশ শুনিবার প্রয়োজন কি ?[১৮] পরন্তু, অস্মৎকথিত এই যোগশাস্ত্র গোপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ; কেবল এই ত্রিলোকী মধ্যে যে মহাত্মা উত্তম ভক্ত, তাঁহাকেই ইহা প্রদান করা যাইতে পারে।[১৯]

বেদাদি-বিহিত সমুদায় কর্ম্মই, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুই অংশে বিভক্ত। খণ্ডজ্ঞান ও অখণ্ডজ্ঞান ভেদে জ্ঞানকাণ্ডও আবার দুই প্রকার।[২০]

* যোগশাস্ত্রমতং তথা ইতি প্রামাদিকঃ পাঠঃ।

† যস্মিন্ যাতে সর্ব্বমিদং জাতং ভবতি ইতি চ প্রমাদবিজৃম্ভিতঃ পাঠঃ।

‡ ত্রৈলোক্যে চ মহাত্মনে ইতি পাঠান্তরম্।

¶ কর্ম্মকাণ্ডং জ্ঞানকাণ্ডম্ ইতি পাঠান্তরম্।

দ্বিবিধঃ কর্ম্মকাণ্ডঃ স্যান্নিষেধবিধিপূর্ব্বকঃ ॥ ২১ ॥
নিষিদ্ধকর্ম্মকরণে পাপং ভবতি নিশ্চিতম্।
বিধানকর্ম্মকরণে পুণ্যং ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ২২ ॥
ত্রিবিধো বিধিকূটঃ স্যান্নিত্যনৈমিত্তকাম্যতঃ *।
নিত্যে কৃতেঽকিল্বিষং স্যাৎ কাম্যে নৈমিত্তিকে ফলম্ ॥২৩॥
দ্বিবিধন্তু ফলং জ্ঞেয়ং স্বর্গং নরকমেব চ।
স্বর্গে নানাবিধঞ্চৈব নরকেঽপি † তথা ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
পুণ্যকর্ম্মণি বৈ স্বর্গো ‡ নরকং পাপকর্ম্মণি।
কর্ম্মবন্ধময়ী সৃষ্টির্নান্যথা ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ২৫ ॥
জন্তুভিশ্চানুভূয়ন্তে স্বর্গে নানাসুখানি চ।
নানাবিধানি দুঃখানি নরকে দুঃসহানি বৈ ॥ ২৬ ॥

এইরূপ কর্ম্মকাণ্ডও দুই প্রকার; নিষেধ স্বরূপ ও বিধি স্বরূপ।[২১] নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পাপ সঞ্চয় হয় এবং বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।[২২] বিধিবিহিত কর্ম্মও আবার তিন প্রকার; নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দৈনন্দিন পাপ সঞ্চয় হইতে পারে না। কাম্য কর্ম্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।[২৩]

কর্ম্মফল দুই প্রকার; স্বর্গ ও নরক। স্বর্গে যেমন নানাবিধ ভোগ হয়; নরকেও সেইরূপ নানাবিধ ভোগ হইয়া থাকে।[২৪] পুণ্য কর্ম্ম করিলে স্বর্গ ভোগ হয়, এবং পাপকর্ম্ম করিলে নরক ভোগ হইয়া থাকে। এই জগৎ এইরূপই কর্ম্মবন্ধনময়। পাপ বা পুণ্য যে কর্ম্ম কর, তাহার অবশ্যই ভোগ হইবে, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইবে না।[২৫] জীবগণ স্বর্গে নানাবিধ সুখ ভোগ করে,

* নিত্যনৈমিত্তিকাম্যতঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
† নরকে চ ইতি বা পাঠঃ।
‡ স্বর্গম্ ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে।

পাপকর্ম্মবশাদ্‌দুঃখং পুণ্যকর্ম্মবশাৎ সুখম্‌।
তস্মাৎ সুখার্থী বিবিধং পুণ্যং প্রকুরুতে ভৃশম্‌॥ ২৭॥
পাপভোগাবসানে তু পুনর্জন্ম ভবেদ্বহু।
পুণ্যভোগাবসানে তু নান্যথা ভবতি ধ্রুবম্‌॥ ২৮॥
স্বর্গেঽপি দুঃখসম্ভোগঃ পরস্ত্রীদর্শনাদিষু।
ততো দুঃখমিদং সর্ব্বং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ২৯॥
তৎ কর্ম্ম কল্পকৈঃ প্রোক্তং পুণ্যপাপমিতি দ্বিধা।
পুণ্যপাপময়ো বন্ধো দেহিনাং ভবতি ক্রমঃ॥ ৩০॥
ইহামুত্রফলদ্বেষী সফলং কর্ম্ম সংত্যজেৎ।
নিত্যে নৈমিত্তিকে সঙ্গং * ত্যক্ত্বা যোগে প্রবর্ত্ততে॥৩১॥

এবং নরকে নানাবিধ দুঃসহ দুঃখভোগ করিয়া থাকে।[২৬] পাপকর্ম্ম দ্বারা দুঃখ-ভোগ এবং পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা সুখভোগ হয়; এজন্য সুখার্থী ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে বহু-বিধ পুণ্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন।[২৭] পরন্তু পাপ কর্ম্মের ভোগ শেষ হইলে অথবা পুণ্য কর্ম্মের ভোগ শেষ হইলে জীবকে পুনর্ব্বার নিশ্চয়ই জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। এইরূপে জীব পুনঃপুন সংসারে যাতায়াত করে; কোন ক্রমেই ইহার অন্যথা হয় না।[২৮] স্বর্গ যদিও সুখভোগ স্থান, তথাপি সে স্থলেও পরস্ত্রী-দর্শনাদি-জনিত দুঃখসম্ভোগ হইয়া থাকে। অতএব এই সংসার যে দুঃখময়, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।[২৯]

যাঁহারা কর্ম্ম কল্পনা করেন; তাঁহারা ঐ কর্ম্মকেই পুণ্য ও পাপ, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সুতরাং জীবের দুইটি বন্ধন। একটি বন্ধন পুণ্যময় ও আর একটি বন্ধন পাপময়। এই দুই প্রকার বন্ধন দ্বারাই জীব পুনঃপুন সংসারে যাতায়াত করে।[৩০] অতএব যিনি ঐহিক ও পারত্রিক ফল কামনা না করেন, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে, তিনি ফলজনক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন।

* নিত্যনৈমিত্তিকং সংজ্ঞম্‌ ইতি ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতঃ পাঠঃ।

কর্ম্মকাণ্ডস্য মাহাত্ম্যং বুদ্ধ্বা যোগী ত্যজেৎ সুধীঃ।
পুণ্যপাপদ্বয়ং ত্যক্ত্বা জ্ঞানকাণ্ডে প্রবর্ত্ততে॥ ৩২॥
আত্মা বা অরে * দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যেত্যাদিকা শ্রুতিঃ।
সা সেব্যা তু প্রযত্নেন মুক্তিদা হেতুদায়িনী॥ ৩৩॥
দুরিতেষু চ পুণ্যেষু যো ধীবৃত্তিং প্রচোদয়াৎ।
সোঽহং প্রবর্ত্ততে মত্তো জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্॥ ৩৪॥
সর্ব্বঞ্চ দৃশ্যতে মত্তঃ সর্ব্বঞ্চ ময়ি লীয়তে।
ন তদ্ভিন্নোঽহমস্মিন্ যো মদ্ভিন্নো ন তু কিঞ্চন †॥ ৩৫॥

নিত্য ও নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগসাধনে প্রবৃত্ত হওয়াই তাদৃশ নিষ্কাম ব্যক্তির কর্ত্তব্য।[৩১]

যে বুদ্ধিমান যোগী কর্ম্মকাণ্ডের মাহাত্ম্য অবগত হইয়াছেন, তিনি কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিবেন, এবং পাপ ও পুণ্য উভয় পরিহার পূর্ব্বক জ্ঞানকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইবেন।[৩২] ‘আত্মদর্শন, আত্মশ্রবণ, ও আত্মনিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য; নিয়ত এরূপ করিলে এই সংসারে আর পুনর্ব্বার আগমন করিতে হয় না;’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অনুসরণ করা প্রযত্ন সহকারে কর্ত্তব্য। কারণ এই শ্রুতিবাক্যই, হেতুবাদ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মুক্তিপথ প্রদর্শন করিতেছে।[৩৩]

যিনি পুণ্যকর্ম্মে ও পাপকর্ম্মে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত করিতেছেন, সেই আত্মাই আমি। আমা হইতেই সমুদায় চরাচর জগৎ প্রবর্ত্তিত হইতেছে;[৩৪] আমা হইতেই সমুদায় জগৎ প্রকাশমান হইতেছে; এবং সমুদায় জগৎ কালক্রমে আমাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। আমি যাহাকে জগৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহা আমা হইতে ভিন্ন বা পৃথক নহে। যে বস্তু আমা হইতে ভিন্ন, তাহা অবস্তু, অর্থাৎ কিছুই নহে।[৩৫] বহুসংখ্য জলপূর্ণ শরাবে যেরূপ এক সূর্য্য

* আত্মাবারে তু ইতি পাঠান্তরম্।

† ন তদ্ভিন্নোঽহগস্মিন্নো যদ্ভিন্নো ন তু কিঞ্চিন ইতি পাঠান্তরম্।

জলপূর্ণেষ্বসংখ্যেষু শরাবেষু যথা ভবেৎ।
একস্য ভাত্যসংখ্যত্বং তদ্ভেদোঽত্র ন দৃশ্যতে॥ ৩৬॥
উপাধিষু শরাবেষু যা সংখ্যা বর্ত্ততে পরম্।
সা সংখ্যা ভবতি যথা রবৌ চাত্মনি সা * তথা॥ ৩৭॥
যথৈকঃ কল্পকঃ স্বপ্নে নানাবিধতয়েষ্যতে।
জাগরেঽপি তথাপ্যেকস্তথৈব বহুধা জগৎ॥ ৩৮॥
সর্পবুদ্ধির্যথা রজ্জৌ শুক্তৌ বা রজতভ্রমঃ।
তদ্বদেবমিদং বিশ্বং বিবৃতং পরমাত্মনি॥ ৩৯॥
রজ্জুজ্ঞানাদযথা সর্পো মিথ্যারূপো নিবর্ত্ততে।
আত্মজ্ঞানাত্তথা যাতি মিথ্যাভূতমিদং জগৎ॥ ৪০॥

প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুসংখ্য বলিয়া দৃষ্ট ও অনুভূত হয়েন, এক আত্মাও সেইরূপ মায়াবচ্ছিন্ন হইয়া বহুসংখ্য বলিয়া দৃষ্ট হইতেছেন। ফলত সূর্য্যবিম্বের ন্যায় আত্মারও দ্বিত্ব নাই।[৩৬] যেরূপ এক সূর্য্য বহুসংখ্য শরাবরূপ উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উপাধির সংখ্যা অনুসারে বহুসংখ্যবৎ প্রতীয়মান হয়েন, আত্মাও সেইরূপ বহু উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উপাধির সংখ্যানুসারেই বহু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন।[৩৭]

যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় এক ব্যক্তিই আপনাকে অনেক ব্যক্তিরূপে কল্পনা করিতেছে, সেইরূপ জাগ্রদ্ অবস্থাতেও একমাত্র আত্মাই বহুবিধ জগৎ কল্পনা করিয়া লইতেছেন। ফলত স্বপ্নাবস্থাতে ও জাগ্রদ্ অবস্থাতে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই।[৩৮] যেরূপ রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, পরমাত্মাতেও সেইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানে এই বিশ্ব বিস্তারিত হইয়াছে।[৩৯] যেস্থলে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, সেস্থলে রজ্জুজ্ঞান হইলে যেরূপ ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত মিথ্যাসর্প তিরোহিত হয়, সেইরূপ যেস্থলে আত্মাতে জগদ্ভ্রান্তি হইতেছে, সেই স্থলে প্রকৃত আত্মজ্ঞান

* বাত্মনি বা ইতি পাঠান্তরম্।

রৌপ্যভ্রান্তিরিয়ং যাতি শুক্তিজ্ঞানাদ্ যথা খলু।
জগদ্ভ্রান্তিরিয়ং যাতি চাত্মজ্ঞানাৎ সদা তথা॥ ৪১॥
যথা বংশোরগভ্রান্তির্ভবেদ্ভেকবসাঞ্জনাৎ।
তথা জগদিদং ভ্রান্তিরধ্যাসকল্পনাঞ্জনাৎ *॥ ৪২॥
আত্মজ্ঞানাদ্যথা নাস্তি † রজ্জুজ্ঞানাদ্ভুজঙ্গমঃ।
যথা দোষবশাৎ শুক্লং পীতং ভবতি ‡ নান্যথা।
অজ্ঞানদোষাদাত্মাপি জগদ্ভবতি দুস্ত্যজম্॥ ৪৩॥
দোষনাশে যথা শুক্লং গৃহ্যতে ¶ রোগিণা স্বয়ম্।
শুদ্ধজ্ঞানাৎ § তথাজ্ঞাননাশাদাত্মতয়া ক্রিয়া॥ ৪৪॥

হইলে ভ্রান্তিমূলক মিথ্যাভূত এই জগৎও তিরোহিত হইয়া যায়।[৪০] যেস্থলে শুক্তিতে রজতভ্রান্তি হয়, সেস্থলে শুক্তি জ্ঞান হইলে যেরূপ রজতভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান হইলেই আত্মাতে জগদ্ভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া থাকে।[৪১] যেরূপ নয়নযুগলে ভেকবসার অঞ্জন প্রদান করিলে বংশে সর্পভ্রান্তি হয়, সেই প্রকার অধ্যাসকল্পনা-রূপ অঞ্জন ধারণ করিলে আত্মাতে ভ্রান্তি নিবন্ধন এই জগৎ প্রকাশমান হইয়া থাকে।[৪২] রজ্জুজ্ঞান হইলে যেরূপ ভ্রান্তিমূলক সর্প থাকিতে পারে না, আত্মজ্ঞান হইলেও সেইরূপ ভ্রান্তিমূলক জগৎ থাকিতে পারে না। যেরূপ পিত্তাদি দোষ নিবন্ধন শুক্লবর্ণ বস্তুও পীতবর্ণ বলিয়া অনুভূত হয়, অজ্ঞানদোষ নিবন্ধন আত্মাও সেইরূপ জগদ্রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত অজ্ঞান থাকে, সে পর্য্যন্ত এই জগদ্ভ্রান্তি কোন ক্রমেই বিদূরিত হয় না।[৪৩] পিত্তাদি দোষ নাশ হইলে যে রূপ শুক্লবর্ণ বস্তু স্বভাবতই শুক্লবর্ণ দৃষ্ট হয়, অজ্ঞান নাশানন্তর শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইলেও সেইরূপ আত্মা আত্মস্বরূপেই

* ভ্রান্তিরভ্যাসকল্পনাঞ্জনাৎ ইতি চ কৈশ্চিৎ পঠ্যতে।
† যথাস্মীতি পুস্তকান্তরগৃহীতঃ পাঠঃ। ‡ শুক্লঃ পীতো ভবতি ইতি বা পাঠঃ
¶ শুক্লো গৃহ্যতে ইতি কেচিৎ পঠন্তি। § মুগ্ধজ্ঞানাৎ ইতি পাঠান্তরম্।

কালত্রয়েঽপি ন যথা রজ্জুঃ সর্পো ভবেদিতি।
তথাত্মা ন ভবেদ্বিশ্বং গুণাতীতো নিরঞ্জনঃ॥ ৪৫ ॥
আগমাপায়িনোঽনিত্যা নাশ্যত্বাদীশ্বরাদয়ঃ।
আত্মবোধেন কেনাপি শাস্ত্রাদেতদ্বিনিশ্চিতম্ ॥ ৪৬ ॥
যথা বাতবশাৎ সিন্ধাবুৎপন্নাঃ ফেনবুদ্বুদাঃ।
তথাত্মনি সমুদ্ভূতঃ সংসারঃ ক্ষণভঙ্গুরঃ ॥ ৪৭ ॥
অভেদো ভাসতে নিত্যং বস্তুভেদো ন ভাসতে।
দ্বিধা ত্রিধাদিভেদোঽয়ং ভ্রমত্বে পর্য্যবস্যতি ॥ ৪৮ ॥
যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং বৈ মূর্ত্তামূর্ত্তং তথৈব চ।
সর্ব্বমেব জগদিদং বিবৃতং পরমাত্মনি ॥ ৪৯ ॥
কল্পকৈঃ কল্পিতাবিদ্যা মিথ্যা জাতা মৃষাত্মিকা।
এতন্মূলং জগদিদং কথং সত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৫০ ॥

অবস্থান করেন।[৪৪] যেরূপ রজ্জু কোন কালেও কখনই সর্পরূপে পরিণত হইতে পারে না, গুণাতীত নিরঞ্জন নির্ব্বিকার আত্মাও সেইরূপ কোন কালেও কখনই ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হয়েন না।[৪৫] শাস্ত্রোক্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞান-বিশেষ দ্বারা বিনির্ণীত হইয়াছে যে, জন্ম-মৃত্যু-শালী ঈশ্বর অবধি তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎই নশ্বর ও অনিত্য।[৪৬] যেরূপ বায়ুবলে সমুদ্রে ফেন-বুদ্বুদ প্রভৃতি সমুৎপন্ন হয়, আত্মাতেও মায়াবলে সেইরূপ এই ক্ষণভঙ্গুর সংসার উৎপন্ন হইয়াছে।[৪৭] অখণ্ড বিশুদ্ধ জ্ঞানে অভেদ ভাবই ভাসমান হয়; বস্তুভেদ ভাসমান হয় না; খণ্ডজ্ঞানে দ্বিধা ত্রিধা প্রভৃতি যে বস্তুভেদ লক্ষিত হইতেছে, তাহা ভ্রমত্বে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।[৪৮] যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে, যাহা মূর্ত্ত এবং যাহা অমূর্ত্ত, তৎ-সমুদায় স্বরূপ এই জগৎ পরমাত্মার বিবর্ত্ত মাত্র;—অর্থাৎ সর্প যেমন ভ্রান্তি-[illegible]ত রজ্জুর বিবর্ত্ত, এই জগৎও সেইরূপ অজ্ঞাননিবন্ধন পরমাত্মার বিবর্ত্ত মাত্র।[৪৯] অঘটনঘটন-পটীয়সী অবিদ্যা, জীবগণ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত ও মিথ্যা স্বরূপ; সুতরাং এই অবিদ্যার অস্তিত্বই নাই। এই জগৎ আবার যখন সেই মিথ্যাভূত-

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য চৈতন্যন্তু সমাশ্রয়েৎ॥ ৫১॥
ঘটস্যাভ্যন্তরে বাহ্যে যথাকাশং প্রবর্ত্ততে।
তথাত্মাভ্যন্তরে বাহ্যে কার্য্যবর্গেষু নিত্যশঃ॥ ৫২॥
অসংলগ্নং যথাকাশং মিথ্যাভূতেষু পঞ্চসু।
অসংলগ্নস্তথা হ্যাত্মা কার্য্যবর্গেষু নান্যথা॥ ৫৩॥
ঈশ্বরাদিজগৎ সর্ব্বমাত্মা ব্যাপ্য সমন্ততঃ *।
একোঽস্তি সচ্চিদানন্দঃ পূর্ণো দ্বৈতবিবর্জ্জিতঃ॥ ৫৪॥
যস্মাৎ প্রকাশকো নাস্তি স্বপ্রকাশো ভবেত্ততঃ।
স্বপ্রকাশো যতস্তস্মাদাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপকঃ॥ ৫৫॥

অবিদ্যামূলক; তখন ইহা কিরূপে সত্য হইতে পারে! অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।[৫০] এই চরাচর জগৎ চৈতন্যের বিবর্ত্ত মাত্র;—অর্থাৎ অবিদ্যা নিবন্ধন চৈতন্য হইতেই মিথ্যা স্বরূপ এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। ঈদৃশ অবস্থায় মিথ্যাভূত সমুদায় জগৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র সত্যস্বরূপ চৈতন্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।[৫১]

ঘটের অভ্যন্তরে ও বহির্দ্দেশে যেরূপ মহাকাশ নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে; আত্মাও সেইরূপ সৃষ্ট পদার্থ সমূহের বাহিরে ও অন্তরে নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন।[৫২] মহাকাশ যেরূপ মিথ্যাভূত ভূত সমুদায়ের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থান করিয়াও কিছুতেই সংলগ্ন নহে; আত্মাও সেইরূপ সৃষ্ট পদার্থ সমূহের অন্তরে ও বহির্দ্দেশে সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিয়াও কিছুতেই লিপ্ত হইতেছেন না।[৫৩] দ্বৈত-বিবর্জ্জিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ একমাত্র পূর্ণ আত্মা, ঈশ্বর অবধি তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থই বাহ্যাভ্যন্তরে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।[৫৪] যেরূপ সূর্য্য বা প্রদীপ ঘটপট প্রভৃতির প্রকাশক, সেইরূপ

* সর্ব্বমাত্মব্যাপ্যং সমন্ততঃ ইতি অন্যসমাদৃতঃ পাঠঃ।

পরিচ্ছেদো যতো নাস্তি দেশকালস্বরূপতঃ।
আত্মনঃ সর্ব্বথা তস্মাদাত্মা পূর্ণো ভবেৎ কিল ॥ ৫৬ ॥
যস্মান্ন বিদ্যতে নাশো পঞ্চভূতৈর্ম্মষাত্মকৈঃ।
আত্মা তস্মাদ্ভবেন্নিত্যঃ তন্নাশো ন ভবেৎ খলু ॥ ৫৭ ॥
যস্মাত্তদন্যো নাস্তীহ তস্মাদেকোঽস্তি সর্ব্বদা।
যস্মাত্তদন্যো মিথ্যা স্যাদাত্মা সত্যো ভবেত্ততঃ ॥ ৫৮ ॥
অবিদ্যাভূতসংসারে দুঃখনাশঃ সুখং যতঃ।
জ্ঞানাদত্যন্তশূন্যং স্যাৎ * তস্মাদাত্মা ভবেৎ সুখম্ ॥৫৯॥
যস্মান্নাশিতমজ্ঞানং জ্ঞানেন বিশ্বকারণম্।
তস্মাদাত্মা ভবেজ্জ্ঞানং জ্ঞানং তস্মাৎ সনাতনম্ ॥ ৬০ ।

আত্মার প্রকাশক কিছুই নাই; সুতরাং আত্মা স্বপ্রকাশ। সূর্য্য স্বপ্রকাশ বলিয়া যেমন জ্যোতিঃস্বরূপ; আত্মাও সেইরূপ স্বপ্রকাশতা নিবন্ধন জ্যোতিঃ-স্বরূপ।[৫৫] দেশ অনুসারে বা কাল অনুসারে যখন আত্মার স্বরূপত পরিচ্ছেদ অর্থাৎ সীমা নাই; তখন সেই পরিচ্ছেদাতীত আত্মা যে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ স্বরূপ, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।[৫৬] মিথ্যাভূত পাঞ্চভৌতিক পদার্থ যেরূপ কাল অনুসারে বিধ্বস্ত হয়, আত্মার সেরূপ ধ্বংস নাই; সুতরাং যখন কোন কালেই আত্মার ধ্বংস হয় না, তখন আত্মা যে নিত্য ও অবিনাশী, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।[৫৭] যখন আত্মা ভিন্ন অপর কিছুই নাই; তখন আত্মাকে সর্ব্বদা এক ও অদ্বিতীয় বলা যায়। আর যখন আত্মা ভিন্ন অপর সমুদায় বস্তুই মিথ্যা, তখন এক মাত্র আত্মাকেই সত্যস্বরূপ বলা হইয়া থাকে।[৫৮] অজ্ঞানমূলক এই সংসারে যখন দুঃখনাশকেই সুখ বলা যাইতেছে, এবং আত্মজ্ঞান হইতে যখন অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হইতেছে; তখন আত্মাই যে সুখস্বরূপ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।[৫৯] যখন জ্ঞান দ্বারা নিখিল জগতের কারণ অজ্ঞান বিধ্বস্ত হইতেছে, তখন আত্মাই

* জ্ঞানাদাদ্যন্তশূন্যং স্যাৎ ইত্যন্যে পঠন্তি।

কালতো বিবিধং বিশ্বং যদা চৈব ভবেদিদম্।
তদেকোঽস্তি স এবাত্মা কল্পনাপথবর্জ্জিতঃ॥ ৬১॥
ন খং বায়ুর্নচাগ্নিশ্চ ন জলং পৃথিবী ন চ।
নৈতৎকার্য্যং নেশ্বরাদি পূর্ণৈকাত্মা ভবেৎ কিল॥ ৬২॥
বাহ্যানি সর্ব্বভূতানি বিনাশং যান্তি কালতঃ।
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে আত্মা দ্বৈতবিবর্জ্জিতঃ॥ ৬৩॥
আত্মানমাত্মনো যোগী পশ্যত্যাত্মনি নিশ্চিতম্।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী ত্যক্তমিথ্যাভবগ্রহঃ॥ ৬৪॥
আত্মনাত্মনি চাত্মানং দৃষ্ট্বানন্তং সুখাত্মকম্।
বিস্মৃত্য বিশ্বং রমতে সমাধেস্তীব্রতস্তথা॥ ৬৫॥

জ্ঞানস্বরূপ; এবং জ্ঞানই সত্য ও নিত্য পদার্থ।[৬০] এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যখন কাল সহকারে নানারূপ ধারণ করিতেছে; তখন কল্পনাপথের অতীত এক মাত্র আত্মাই যে নির্ব্বিকার, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।[৬১] আত্মা যখন আকাশ নহেন, বায়ু নহেন, তেজ নহেন, জল নহেন, পৃথিবী নহেন, পাঞ্চভৌতিক পদার্থ নহেন, অথবা ঈশ্বর অবধি তৃণগুল্ম পর্য্যন্ত নশ্বর-পরিচ্ছিন্ন কোন পদার্থই নহেন, তখন তিনি যে পূর্ণস্বরূপ ও অদ্বিতীয় তাহাতেও সংশয় মাত্র নাই।[৬২]

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য পদার্থ সমুদায়ই কালক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পরন্তু বাক্যের অগোচর একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মাই অবিনাশী, অর্থাৎ নিত্য বিরাজমান।[৬৩] যিনি মিথ্যাভূত সংসার এবং সমুদায় সংকল্প ও বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে (জীবাত্মাকে) পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করেন, সেই যোগী নিশ্চয়ই আপনাতে আপনাকে দেখিতে পান।[৬৪] তাদৃশ যোগী তীব্রসমাধি বলে বিশ্বসংসার বিস্মৃত হইয়া অনন্তসুখাত্মক আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আপনাতে আপনি রমণ করিতে থাকেন, অর্থাৎ নিত্যানন্দ স্বরূপ হইয়া নিত্যানন্দ সম্ভোগ করিতে থাকেন।[৬৫]

মায়ৈব বিশ্বজননী নান্যা তত্ত্বধিয়া পরা।
যদা নাশং সমায়াতি বিশ্বং নাস্তি তদা খলু॥ ৬৬॥
হেয়ং সর্ব্বমিদং যস্তু * মায়াবিলসিতং যতঃ।
ততো ন † প্রীতিবিষয়স্তনুবিত্তসুখাত্মকঃ॥ ৬৭॥
অরিমিত্রমুদাসীনং ‡ ত্রিবিধং স্যাদিদং জগৎ।
ব্যবহারেষু নিয়তং দৃশ্যতে নান্যথা পুনঃ॥ ৬৮॥

অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়াই এই মিথ্যাভূত জগতের সৃষ্টি করিতেছেন; মায়া ভিন্ন অপর কেহই বিশ্বজননী নহে। সুতরাং আত্মজ্ঞান দ্বারা যখন মায়া তিরোহিত হয়, তখন যোগীর পক্ষে এই মিথ্যাভূত জগৎপ্রপঞ্চ কিছুই থাকে না; অর্থাৎ রজ্জুতে ভ্রান্তিজন্য সর্পজ্ঞান হইলে তৎপরে যখন ঐ ভ্রান্তি বিদূরিত হয়, তখন যেরূপ ঐ ভ্রান্তিজনিত সর্প কখনই থাকিতে পারে না, সেইরূপ অবিদ্যার নাশ হইলে অবিদ্যাজনিত জগৎপ্রপঞ্চও কোন ক্রমেই দৃষ্টিপথে অবস্থিতি করিতে পারে না।[৬৬] যোগীর পক্ষে এই দৃশ্যমান সমুদায় পদার্থই হেয় অর্থাৎ অগ্রাহ্য; কারণ এতৎসমুদায়ই মায়াবিলসিত মাত্র। এই কারণে শরীর, ধন প্রভৃতি লৌকিক সুখাত্মক বস্তু সমুদয় কখনই যোগীর প্রীতিকর হইতে পারে না।[৬৭] এই জগৎপ্রপঞ্চ, অরি মিত্র বা উদাসীন, এই ত্রিবিধ ভাবাপন্ন। ব্যবহার দ্বারা সমুদায় বস্তুতেই এই তিন প্রকার ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে; কখনই ইহার অন্যথা হয় না। (যে বস্তু সুখদায়ক, তাহাই প্রিয়; যে বস্তু দুঃখদায়ক, তাহাই অপ্রিয়; আর যে বস্তু সুখদায়কও নহে, দুঃখদায়কও নহে, তাহা উদাসীন। প্রত্যেক বস্তুই এক ব্যক্তির পক্ষে সুখদায়ক, অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে দুঃখদায়ক, এবং কোন ব্যক্তির পক্ষে বা উদাসীন। যেরূপ এক বিজয়ী রাজা নিজ সৈন্যের পক্ষে সুখদায়ক, শত্রুসৈন্যের পক্ষে দুঃখদায়ক, ও ভিন্ন দেশীয় জনের পক্ষে উদাসীন, এই ত্রিবিধ ভাব ধারণ করেন;—যেমন এক সুন্দরী

* যস্ত ইতি পাঠান্তরম্। † স্বতো ন ইতি চ পাঠঃ

‡ অরির্মিত্র উদাসীনং ইতি বা পাঠঃ।

প্রিয়াপ্রিয়াদিভেদস্তু বস্তুষু নিয়তস্ফুটম্।
আত্মোপাধিবশাদেবং ভবেৎ পুত্রোঽপি * নান্যথা ॥৬৯॥
মায়াবিলসিতং বিশ্বং জ্ঞাত্বৈব শ্রুতিযুক্তিতঃ।
অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং লয়ং কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ ॥ ৭০ ॥

যুবতী রমণী তাহার পতির পক্ষে সুখদায়ক, সপত্নীদিগের পক্ষে দুঃখদায়ক, এবং অপর রমণীদিগের পক্ষে উদাসীন;—এইরূপ জগতের সকল বস্তুই ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সুখদায়ক, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে দুঃখদায়ক, এবং ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে।[৬৮] প্রিয় অপ্রিয় ও উদাসীন, এই তিন ভাব সকল বস্তুতেই নিয়ত অবস্থান করিতেছে। এমন কি, আত্মস্বরূপ পুত্রও উপাধিভেদে উক্ত ত্রিবিধভাব ধারণ করিয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না।[৬৯] যাহা হউক, যাঁহারা যোগী, তাঁহারা শ্রুতিযুক্তি অনুসারে অধ্যারোপ এবং অপবাদ (১) দ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা ও মায়াকল্পিত মাত্র জানিয়া পরমাত্মাতে আপনার (জীবাত্মার) লয় করেন।[৭০]

* পুত্রাদি ইতি কৈশ্চিৎ পঠ্যতে।

(১)—সত্য বস্তুতে যে মিথ্যাভূত বস্তুর আরোপ, তাহার নাম অধ্যারোপ। যেমন রজ্জুতে ভ্রান্তি-মূলক সর্পের আরোপ, অথবা শুক্তিতে ঐ রূপ রজতের আরোপ, কিম্বা সত্যস্বরূপ নির্গুণ নির্ব্বিকার ব্রহ্মে অজ্ঞানমূলক মিথ্যা স্বরূপ বিকারময় জগতের আরোপ। এইরূপ আরোপই অধ্যারোপ।

অপবাদ যথা;—

রজ্জুর বিবর্ত্ত যে সর্প, তাহার যে রজ্জুমাত্রেই পর্য্যবসান, শুক্তিবিবর্ত্ত যে রজত, তাহার যে শুক্তিমাত্রেই পর্য্যবসান, এবং ব্রহ্মবিবর্ত্ত যে জগৎ, তাহার যে ব্রহ্মমাত্রেই পর্য্যবসান, তাহার নাম অপবাদ।

যে স্থলে উপাদান কারণ রূপান্তরিত হইয়া অন্য বস্তুর উৎপাদক হয়, তাহার নাম বিকার; যেমন, স্বর্ণের বিকার কেয়ূর হার ইত্যাদি। আর যে স্থলে উপাদান কারণ রূপান্তরিত হয় না, অথচ অজ্ঞাননিবন্ধন অন্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত; যেমন, রজ্জুর বিবর্ত্ত সর্প, ব্রহ্মের বিবর্ত্ত জগৎ, ইত্যাদি।

কর্ম্মজন্যমিদং বিশ্বং মত্বা কর্ম্মাণি বেদতঃ।
নিখিলোপাধিবিজিতো যদা ভবতি পূরুষঃ।
তদা বিজয়তে*ঽখণ্ডজ্ঞানরূপী নিরঞ্জনঃ॥ ৭১॥
সোঽকাময়ত পূরুষঃ† স্বজতে চ প্রজাঃ স্বয়ম্।
অবিদ্যা ভাসতে যস্মাৎ তস্মান্মিথ্যাস্বভাবিনী॥ ৭২॥
শুদ্ধব্রহ্মত্বসম্বন্ধো বিদ্যয়া সহিতো ভবেৎ।
ব্রহ্ম তেন সতী যাতি যত আভাসতে নভঃ॥ ৭৩॥
তস্মাৎ প্রকাশতে বায়ুর্বায়োরগ্নিস্ততো জলম্।
প্রকাশতে ততঃ পৃথ্বী কল্পনেঽয়ং স্থিতা সতি॥ ৭৪॥

কর্ম্ম হইতেই সংসার হইতেছে, এবং কর্ম্ম কি, তাহা বেদ হইতে পরিজ্ঞাত হইয়া মনুষ্য যখন নিখিল উপাধি জয় করেন, অর্থাৎ যে সময় মনুষ্যের কর্ম্মত্যাগ হয় এবং ঘট পট প্রভৃতি পৃথক জ্ঞান থাকে না; তখনই তিনি অখণ্ড-জ্ঞানস্বরূপ নিরঞ্জন ব্রহ্মরূপে বিরাজমান হয়েন।[৭১] সেই পরমপুরুষ প্রথমত কামনা করেন; এবং সেই কামনা হইতেই প্রজা সৃষ্টি হইতে থাকে। সেই কামনাই নামভেদে অবিদ্যা; সুতরাং সেই কামনা যে মিথ্যাস্বরূপা, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।[৭২] যে সময় বিদ্যার (শক্তির) সহিত নির্গুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধ হয়, তৎকালে তাহাতে ব্রহ্মই প্রকৃতিরূপে পরিণত হয়েন। (কেহ কেহ এই বিদ্যা বা শক্তিকে ব্রহ্মের ইচ্ছা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।) এই প্রকৃতি হইতে পরম্পরা সম্বন্ধে আকাশের উৎপত্তি হইয়া থাকে।[৭৩] আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইতেছে। বস্তুত সৎস্বরূপ ব্রহ্মেই এই সমুদায় কল্পনা হইয়া থাকে; সৃষ্ট পদার্থ সমুদায়ের প্রকৃত সত্ত্বা নাই।[৭৪] ফলত আকাশ হইতে বায়ু, আকাশ সহকৃত বায়ু হইতে তেজ, আকাশ

* বিবক্ষতে ইত্যন্যে পঠন্তি।

† শোকাময়যুতঃ পুরুষঃ ইতি পাঠান্তরম্।

আকাশাদ্বায়ুরাকাশপবনাদগ্নিসম্ভবঃ।
খবাতাগ্নের্জলং ব্যোমবাতাগ্নিবারিতো মহী ॥ ৭৫ ॥
খং শব্দলক্ষণং বায়ুশ্চঞ্চলঃ স্পর্শলক্ষণঃ।
স্যাদ্রূপলক্ষণন্তেজঃ সলিলং রসলক্ষণম্ ॥ ৭৬ ॥
গন্ধলাক্ষণিকা পৃথ্বী নান্যথা ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৭৭ ॥
বিশেষণগুণস্ফূর্ত্তির্যতঃ শাস্ত্রাদ্বিনির্ণয়ঃ।
স্যাদেকগুণমাকাশং দ্বিগুণো বায়ুরুচ্যতে।
তথৈব ত্রিগুণং তেজো ভবন্ত্যাপশ্চতুর্গুণাঃ ॥ ৭৮ ॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ।
এতৎপঞ্চগুণা পৃথ্বী কল্পকৈঃ কল্প্যতেঽধুনা ॥ ৭৯ ॥
চক্ষুষা গৃহ্যতে রূপং গন্ধো ঘ্রাণেন গৃহ্যতে।
রসো রসনয়া স্পর্শস্ত্বচা সংগৃহ্যতে পরম্ ॥ ৮০ ॥
শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দো নিয়তং * ভাতি নান্যথা ॥ ৮১ ॥

বায়ু সহকৃত তেজ হইতে জল, এবং আকাশ বায়ু তেজ সহকৃত জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়া থাকে।[৭৫] আকাশের লক্ষণ শব্দ, চঞ্চল বায়ুর লক্ষণ স্পর্শ, তেজের লক্ষণ রূপ, জলের লক্ষণ রস,[৭৬] এবং পৃথিবীর লক্ষণ গন্ধ। এই পঞ্চভূতের যে বিশেষ পঞ্চ লক্ষণ কহিলাম, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হয় না।[৭৭] শাস্ত্রে বিনির্ণীত হইয়াছে যে, কার্য্যে কারণগুণের স্ফূর্ত্তি হয়; এজন্য, আকাশের একটি মাত্র গুণ, শব্দ; বায়ুর দুইটি গুণ, শব্দ ও স্পর্শ; তেজের তিনটি গুণ, শব্দ স্পর্শ ও রূপ; জলের চারিটি গুণ, শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস;[৭৮] এবং পৃথিবীর পাঁচটি গুণ, শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ। কল্পনাকারী পণ্ডিতগণ কারণগুণ অনুসারে এইরূপই কল্পনা করিয়া থাকেন।[৭৯] চক্ষু দ্বারা রূপ গ্রহণ, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ, রসনা দ্বারা রস গ্রহণ, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ গ্রহণ,[৮০] এবং শ্রোত্র দ্বারা শব্দ গ্রহণ হইয়া

* শব্দোঽভিমতম্ ইতি পাঠান্তরম্।

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্।
অস্তি চেৎ কল্পনেয়ং স্যান্নাস্তি চেদস্তি চিন্ময়ঃ॥ ৮২॥
পৃথ্বী শীর্ণা জলে মগ্না জলং মগ্নঞ্চ তেজসি।
লীনং বায়ৌ তথা তেজো ব্যোম্নি বাতো লয়ং যযৌ।
অবিদ্যায়াং মহাকাশো লীয়তে পরমে পদে॥ ৮৩॥
বিক্ষেপাবরণাশক্তির্দুরন্তাসুখরূপিণী।
জড়রূপা মহামায়া রজঃসত্ত্বতমোগুণা॥ ৮৪॥
সা মায়াবরণাশক্ত্যাবৃতাবিজ্ঞানরূপিণী।
দর্শয়েজ্জগদাকারং তং বিক্ষেপস্বভাবতঃ॥ ৮৫॥

থাকে; অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই পঞ্চ বিষয় প্রত্যক্ষ হয়; কখনই ইহার অন্যথা হয় না।[৮১]

যদি জগতের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে বিবেচনা করিতে হইবে যে, একমাত্র চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই এই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। পরন্তু যদি জগতের অস্তিত্ব স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে সেই একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্মই আছেন, অপর কিছুই নাই।[৮২]

প্রলয়কালে পৃথিবী বিশীর্ণা হইয়া জলে লয় প্রাপ্ত হয়, এবং জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অবিদ্যাতে, ও অবিদ্যা সেই পরমব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।[৮৩]

সত্ত্ব রজ ও তম, এই ত্রিগুণময়ী মায়া স্বরূপত জড়স্বরূপা, দুঃখরূপিণী ও দুরন্তা। এই মায়ার দুইটি শক্তি আছে; একটি বিক্ষেপ-শক্তি ও আর একটি আবরণ-শক্তি। যে শক্তি সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে দূরে নিক্ষেপ করে, তাহার নাম বিক্ষেপ-শক্তি। আর যে শক্তি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, তাহার নাম আবরণ-শক্তি।[৮৪] এই অজ্ঞানরূপিণী মায়া আবরণশক্তি দ্বারা নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্মকে আবৃত রাখিয়া বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে তাঁহাকেই জগদাকার দেখাইয়া থাকেন।[৮৫]

তমোগুণাধিকা বিদ্যা যা সা দুর্গা ভবেৎ স্বয়ম্।
ঈশ্বরস্তদুপহিতং চৈতন্যং তদভূদ্ধ্রুবম্ ॥ ৮৬ ॥
সত্ত্বাধিকা চ যা বিদ্যা লক্ষ্মীঃ সা দিব্যরূপিণী।
চৈতন্যং তদুপহিতং বিষ্ণুর্ভবতি নান্যথা ॥ ৮৭ ॥
রজোগুণাধিকা বিদ্যা জ্ঞেয়া বৈ সা সরস্বতী।
যশ্চিৎস্বরূপী ভবতি ব্রহ্মা তদুপধায়িকা ॥ ৮৮ ॥
ঈশাদ্যাঃ সকলা দেবা দৃশ্যন্তে পরমাত্মনি।
শরীরাদি জড়ং সর্ব্বং সাবিদ্যা তত্তথা তথা ॥ ৮৯ ॥
এবং রূপেণ কল্পন্তে কল্পকা বিশ্বসম্ভবম্।
তত্ত্বাতত্ত্বং ভবন্তীহ কল্পনান্যোন্যচোদিতা * ॥ ৯০ ॥

এই মায়া যখন তমোগুণাধিকা হয়েন, তখন তিনি দুর্গা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, এবং তদুপহিত চৈতন্য রুদ্র নামে অভিহিত হয়েন।[৮৬] এই মায়া যখন সত্ত্বগুণাধিকা হয়েন, তখন দিব্যরূপিণী লক্ষ্মী হইয়া থাকেন, এবং এই সত্ত্বগুণাধিকা মায়াতে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্যকে বিষ্ণু বলা যায়।[৮৭] আর এই মায়া যখন রজোগুণাধিকা হয়েন, তখন তিনি সরস্বতী নামে, বিখ্যাতা হইয়া থাকেন, এবং এই রজোগুণাধিকা মায়াতে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্য ব্রহ্মা নামে বিখ্যাত হয়েন।[৮৮]

এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে যে, মহেশ্বর প্রভৃতি সমুদায় দেবতাই পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহেন, এবং শরীর প্রভৃতি সমুদায় জড় পদার্থ অবিদ্যা ভিন্ন অপর কিছুই নহে; সুতরাং শরীর প্রভৃতি সমুদায় জগৎ আকাশ-কুসুমের ন্যায় মিথ্যা।[৮৯] যাঁহারা জগৎ কল্পনা করেন, তাঁহারা এইরূপেই জগতের সৃষ্টি কল্পনা করিয়া থাকেন, এবং ঐ কল্পনা পরস্পরাই পরস্পর পরিচালিত হইয়া তত্ত্ব ও অতত্ত্ব

* কল্পনান্যেন চোদিতা ইতি কল্পেনান্যেন চোদিতা ইতি চ পাঠঃ

প্রমেয়ত্বাদিরূপেণ সর্ব্ববস্তু প্রকাশ্যতে।
তথৈব বস্তু নাস্ত্যেব ভাসকো বর্ত্ততে পরম্‌ ॥ ৯১ ॥
স্বরূপত্বেন রূপেণ স্বরূপং বস্তু ভাস্যতে।
বিশেষশব্দোপাদানে ভেদো ভবতি নান্যথা ॥ ৯২ ॥

একঃ সত্তাপূরিতানন্দরূপঃ
পূর্ণো ব্যাপী বর্ত্ততে নাস্তি কিঞ্চিৎ।
এতজ্‌জ্ঞানং যঃ করোত্যেব নিত্যং
মুক্তঃ স স্যান্মৃত্যুসংসারদুঃখাৎ ॥ ৯৩ ॥

যস্যারোপাপবাদাভ্যাং যত্র সর্ব্বে লয়ং গতাঃ।
স একো বর্ত্ততে নান্যৎ তচ্চিত্তেনাবধার্য্যতে ॥ ৯৪ ॥
পিতুরন্নময়াৎ কোষাজ্জায়তে পূর্ব্বকর্ম্মতঃ।
তচ্ছরীরং বিদুর্দুঃখং স্বপ্রাগ্‌ভোগায় সুন্দরম্‌ ॥ ৯৫ ॥

রূপে বিচার্য্যমাণ হইয়া থাকে।[৯০] জগতের সমুদায় বস্তুই জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপে প্রকাশমান হইতেছে; ফলত জগতে বস্তুমাত্র নাই; বস্তুর ভাসক একমাত্র আত্মাই অনন্তকাল বিরাজমান আছেন।[৯১] জগতের বস্তু সমুদায় ব্রহ্মের স্বরূপ মাত্র; এবং ব্রহ্মের স্বরূপ দ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপ বস্তুও প্রকাশমান হইতেছে। এই জগতে যে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখা যাইতেছে, ঘট পট প্রভৃতি শব্দবিশেষ দ্বারাই তাহার ভেদ লক্ষিত হয় মাত্র, বস্তুত তাহার কোনরূপ ভেদ নাই।[৯২]

সৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী একমাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্মই বিরাজমান আছেন; ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন বস্তুই জগতে নাই। শ্রীগুরুপ্রসাদে যাঁহার এই জ্ঞান বদ্ধমূল হয়, তিনি জন্মমৃত্যুরূপ সাংসারিক দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।[৯৩] অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা 'তৎ ত্বং' পদার্থ শোধিত হইলে যাঁহাতে সমুদায় জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়, একমাত্র সেই পরমব্রহ্মই সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন; অপর কিছুই নাই; যোগী পুরুষ একমাত্র ইহাই হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন।[৯৪]

মাংসাস্থিস্নায়ুমজ্জাদিনির্ম্মিতং ভোগমন্দিরম্।
কেবলং দুঃখভোগায় নাড়ীসন্ততিগুম্ফিতম্॥ ৯৬॥
পারমেষ্ঠ্যমিদং গাত্রং পঞ্চভূতবিনির্ম্মিতম্।
ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞকং দুঃখ*সুখভোগায় কল্পিতম্॥ ৯৭॥
বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তিরুভয়োর্ম্মেলনাৎ স্বয়ম্।
স্বপ্রভূতানি জায়ন্তে স্বশক্ত্যা জড়রূপয়া॥ ৯৮॥
তৎপঞ্চীকরণাৎ স্থূলান্যসংখ্যানি সমাসতে †।
ব্রহ্মাণ্ডস্থানি বস্তূনি যত্র জীবোঽস্তি কর্ম্মভিঃ॥ ৯৯॥
তদ্ভূতপঞ্চকাৎ সর্ব্বং ভোগাখ্যং জীবসংজ্ঞকম্।
পূর্ব্বকর্ম্মানুরোধেন করোমি ঘটনামহম্॥ ১০০॥

পিতার অন্নময় কোষ হইতে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-নিবন্ধন যে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহা আপাতত দেখিতে রমণীয় বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে দুঃখময়। কারণ পূর্ব্বার্জ্জিত পাপপুণ্য ভোগের নিমিত্তই এই শরীর প্রাপ্ত হওয়া যায়।[৯৫] মাংস, অস্থি, স্নায়ু, মজ্জা প্রভৃতি ধাতুদ্বারা বিনির্ম্মিত, নাড়ীসমূহে গ্রথিত, ভোগমন্দির এই জীবশরীর কেবল দুঃখ ভোগেরই আধার।[৯৬]

ব্রহ্মবিনির্ম্মিত পঞ্চভূতাত্মক এই দেহ, ব্রহ্মাণ্ড নামে বিখ্যাত। পূর্ব্ব কর্ম্মানু-সারে দুঃখ ও সুখ ভোগের নিমিত্তই এই দেহ পরিকল্পিত হইয়াছে।[৯৭] বিন্দু শিবস্বরূপ; রজঃ শক্তিস্বরূপ; এতদুভয়ের মিলন হইলে স্বয়ং আত্মা জড়রূপা নিজ শক্তি দ্বারা বহুরূপে প্রকাশমান হয়েন।[৯৮] সূক্ষ্ম পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হইলে ব্রহ্মাণ্ডস্থিত অসংখ্য স্থূল বস্তুর উৎপত্তি হয়। এই বস্তুসমুদায়েই জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে অবস্থিতি করেন।[৯৯] উক্ত পঞ্চভূত হইতেই জীবের ভোগশরীর (স্থূল দেহ) সমুৎপন্ন হইয়াছে। জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ পুণ্য অনুসারে আমা

* ব্রহ্মাণ্ডসর্গকং দুঃখম্ ইতি পাঠান্তরম্।

† সমাসতঃ ইতি পাঠান্তরম্।

অজড়ঃ সর্ব্বভূতস্থো জড়স্থিত্যা ভুনক্তি তৎ।
জড়াৎ স্বকর্ম্মভির্ব্বদ্ধো জীবাখ্যো বিবিধো ভবেৎ ॥১০১॥
ভোগায়োৎপদ্যতে কর্ম্ম ব্রহ্মাণ্ডাখ্যে পুনঃপুনঃ।
জীবশ্চ লীয়তে ভোগাবসানে চ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ১০২ ॥

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগশাস্ত্রে লয়প্রকরণং নাম
প্রথমঃ পটলঃ।

হইতেই (আত্মা হইতেই) এই সমুদায় ঘটনা হইয়া থাকে।[১০০] ফলত আত্মা জড়স্বরূপ নহেন; পরন্তু তিনি সর্ব্বভূতস্থ হইয়া জড়স্বভাব অবলম্বন পূর্ব্বক জীব-রূপে জড় বস্তু ভোগ করিতেছেন। জড় পদার্থ হইতে নিজ নিজ পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ জীব এইরূপে বহুবিধ হইয়া থাকেন।[১০১] এই জগতে পাপপুণ্য-রূপ কর্ম্মই পুনঃপুন ভোগের কারণ হইয়া থাকে। যখন স্বকর্ম্ম দ্বারা জীবের ভোগাবসান হয়, তখন তিনি পরমব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হয়েন। পরন্ত যে পর্য্যন্ত পাপপুণ্যরূপ কর্ম্ম থাকিবে, সে পর্য্যন্ত কখনই ভোগের অবসান হইবে না, মুক্তিও হইতে পারিবে না।[১০২]

দ্বিতীয়পটলঃ।

দেহেঽস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ * ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ॥ ১॥
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ॥ ২॥
সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ॥ ৩॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে॥ ৪॥
জানাতি যঃ সর্ব্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫॥

এই মনুষ্যশরীরে সপ্তদ্বীপ-সমন্বিত সুমেরু পর্ব্বত, নদ-নদী সমুদায়, সাগর সমুদায়, শৈলসমূহ, ক্ষেত্রসমূহ, ক্ষেত্রপালগণ,[১] ঋষিগণ, মুনিগণ, নক্ষত্রগণ, গ্রহ-গণ, পুণ্যতীর্থ সমুদায়, পীঠস্থান সমুদায় ও পীঠদেবতাগণ অবস্থিতি করিতে-ছেন।[২] বিশেষত এই শরীরে সৃষ্টিসংহারকারী চন্দ্রসূর্য্য নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, সলিল ও পৃথিবী, এতৎসমুদায়ও এই শরীরে রহিয়াছে।[৩] ফল কথা, ত্রিলোকী মধ্যে যে সমুদায় বস্তু যে ভাবে আছে, দেহেও তৎসমুদায় বস্তু সেইরূপ মেরু আশ্রয় করিয়া অবস্থান পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।[৪] যিনি এই সমুদায় পরিজ্ঞাত আছেন, তিনিই যোগী সন্দেহ নাই।[৫]

* সরিতঃ সাগরাস্তত্র ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞকে দেহে যথাদেশং * ব্যবস্থিতঃ।
মেরুশৃঙ্গে সুধারশ্মির্ব্বহিরষ্টকলয়া যুতঃ † ॥ ৬ ॥
বর্ত্ততেঽহর্নিশং সোঽপি সুধাং বর্ষত্যধোমুখঃ।
ততোঽমৃতং দ্বিধাভূতং যাতি সূক্ষ্মং যথা চ বৈ ॥ ৭ ॥
ইড়ামার্গেণ পুষ্ট্যর্থং যাতি মন্দাকিনীজলম্।
পুষ্ণাতি সকলং দেহমিড়ামার্গেণ নিশ্চিতম্ ॥ ৮ ॥
এষ পীযূষরশ্মির্হি বামপার্শ্বে ব্যবস্থিতঃ।
অপরঃ শুদ্ধদুগ্ধাভো হর্ষঃ কর্ষিতমণ্ডলঃ ‡।
মধ্যমার্গেণ সৃষ্ট্যর্থ্যং মেরৌ সংযাতি চন্দ্রমাঃ ॥ ৯ ॥

ত্রিলোকস্থিত সমুদায় পদার্থই ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডরূপ এই শরীরে যথাস্থানে অবস্থিতি করিতেছে। মেরুর উপরিভাগে ষোড়শকলায় পূর্ণ সুধাকর[৬] নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন। এই সুধাকর নিরন্তর অধোভাগে সুধাবর্ষণ করেন। সেই পরিস্রুত অমৃত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্মরূপে দুই নাড়ীতে গমন করিয়া থাকে।[৭] এই দুই ভাগ অমৃতের মধ্যে এক ভাগ অমৃত, শরীরের পুষ্টির নিমিত্ত মন্দাকিনী স্বরূপা ইড়া নাড়ীতে প্রবেশ পূর্ব্বক তদীয় জলরূপে পরিণত হয়। ইহা দ্বারাই সমুদায় দেহের পুষ্টিবর্দ্ধন হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।[৮] এই সুধাময় রশ্মি, বামপার্শ্বে সঞ্চারিত হইতেছে; কারণ বামপার্শ্বেই ইড়া নাড়ীর অবস্থান। চন্দ্রমণ্ডল-সমুৎপন্ন দ্বিতীয় অমৃতময় রশ্মি, বিশুদ্ধ-দুগ্ধ-সদৃশ শ্বেতবর্ণ ও আহ্লাদজনক। এই অমৃতময় রশ্মি, সৃষ্টির নিমিত্ত সুষুম্নাপথ দ্বারা মেরুতে গমন করিতেছে।[৯]

* ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞিতে দেহে যথাদেশে ইতি পাঠান্তরম্
† বহিরষ্টকলাযুতঃ ইতি প্রমাদবিজৃম্ভিতঃ পাঠঃ।
‡ হর্ষকর্ষিতমণ্ডলঃ ইতি পাঠান্তরম্।

মেরুমূলে স্থিতঃ সূর্য্যঃ কলাদ্বাদশসংযুতঃ।
দক্ষিণে পথি রশ্মিভির্ব্বহত্যূর্দ্ধং প্রজাপতিঃ॥ ১০॥
পীযূষরশ্মিনির্যাসং ধাতূংশ্চ গ্রসতি ধ্রুবম্।
সমীরমণ্ডলেঃ সূর্য্যো ভ্রমতে সর্ব্ববিগ্রহে॥ ১১॥
এষা সূর্য্যাপরা মূর্ত্তির্নির্ব্বাণং দক্ষিণে পথি।
বহতে লগ্নযোগেন সৃষ্টিসংহারকারকঃ॥ ১২॥
সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্।
প্রধানভূতা নাড্যস্তু তাসু মুখ্যাশ্চতুর্দ্দশ *॥ ১৩॥
সুষুম্নেড়া পিঙ্গলা চ গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা।
কুহূঃ সরস্বতী পূষা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী॥ ১৪॥

মেরুমূলে দ্বাদশকলা-সমন্বিত প্রজাপতি সূর্য্য অবস্থান করিতেছেন। এই সূর্য্য ঊর্দ্ধরশ্মি হইয়া রশ্মি দ্বারা দক্ষিণপথে অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ীতে প্রবহমান হয়েন,[১০] এবং নিজ রশ্মি দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলের অমৃতময় রশ্মি ও শরীরস্থ ধাতু সমুদায় গ্রাস করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যমণ্ডলই আবার শরীরস্থ বায়ুমণ্ডল দ্বারা পরিচালিত হইয়া সর্ব্ব শরীরে পরিভ্রমণ করেন।[১১] ফলত এই ভ্রমণকারী সূর্য্য মেরুমণ্ডল-স্থিত সূর্য্যের অপর একটি মূর্ত্তি। ইনি লগ্ন অনুসারে দক্ষিণপথে অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ীতে সঞ্চালিত হইয়া নির্ব্বাণ-পদ-দায়িনী হয়েন; আবার লগ্ন অনুসারেই ইনি সৃষ্ট পদার্থ সমুদায় সংহারও করিয়া থাকেন।[১২]

মনুষ্যের দেহ মধ্যে তিন লক্ষ পঞ্চাশৎ সহস্র নাড়ী আছে। এই সমুদায় নাড়ীর মধ্যে যে চতুর্দ্দশ নাড়ী প্রধান, তাহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি।[১৩] যথা,—সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, কুহূ, সরস্বতী, পূষা, শঙ্খিনী,

---

* তাস্ব্যুৎপত্তি চতুর্দ্দশঃ ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে। অত্র তাসু বচ্মি চতুর্দ্দশ ইতি পাঠস্তু ভবিতুং যুক্তঃ।

বারুণ্যলম্বুষা চৈব বিশ্বোদরী যশস্বিনী।
এতাসু তিস্রো মুখ্যাঃ স্যুঃ পিঙ্গলেড়াসুষুম্নিকা ॥ ১৫ ॥
তিসৃষ্বেকা সুষুম্নৈব মুখ্যা সা যোগবল্লভা।
অন্যাস্তদাশ্রয়ং কৃত্বা নাড্যঃ সন্তি হি দেহিনাম্ ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বাশ্চাধোমুখা * নাড্যঃ পদ্মতন্তুনিভাঃ স্থিতাঃ।
পৃষ্ঠবংশং সমাশ্রিত্য সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ॥ ১৭ ॥
তাসাং মধ্যে গতা নাড়ী চিত্রা স্যাৎ † মম বল্লভা।
ব্রহ্মরন্ধ্রঞ্চ তত্রৈব সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং গতম্ ॥ ১৮ ॥
পঞ্চবর্ণোজ্জ্বলা শুদ্ধা সুষুম্নামধ্যচারিণী।
দেহস্যোপাধিরূপা সা সুষুম্নামধ্যরূপিণী ॥ ১৯ ॥

পয়স্বিনী,[১৪] বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী ও যশস্বিনী। এই চতুর্দ্দশ নাড়ীর মধ্যে আবার ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না, এই তিনটি নাড়ী প্রধান।[১৫] এই তিনটি নাড়ীর মধ্যেও আবার সুষুম্না নাড়ীই সর্ব্বপ্রধানা ও যোগসাধনের উপযোগিনী। মানবগণের অন্যান্য নাড়ী সমুদায় এই সুষুম্না নাড়ীকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করিতেছে।[১৬] সোম সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপা ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী, মেরুদণ্ড আশ্রয় পূর্ব্বক অধোমুখে অবস্থান করিতেছে। এই নাড়ীত্রয় মৃণাল-তন্তু সদৃশ সূক্ষ্ম।[১৭] এই নাড়ীত্রয়ের মধ্যে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যবর্ত্তিনী চিত্রানাম্নী নাড়ী আমার অতীব প্রিয়। এই চিত্রা নাড়ীর মধ্যে সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর ব্রহ্মবিবর রহিয়াছে। (এই ব্রহ্মবিবর দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী, মূলাধার হইতে সহস্রারে গমন পূর্ব্বক পরমব্রহ্মে মিলিত হইয়া থাকেন। এই জন্যই ইহা ব্রহ্মবিবর, ব্রহ্মরন্ধ্র বা ব্রহ্মপথ বলিয়া বিখ্যাত)।[১৮] সুষুম্না-মধ্যবর্ত্তিনী এই চিত্রা নাড়ী পঞ্চবর্ণে সমুজ্জ্বলা ও বিশুদ্ধা। ফলত সুষুম্নার মধ্য অংশকেই চিত্রা নাড়ী

* তাসু নাড্যধোবদনাঃ ইতি চ পাঠঃ।

† চিত্রা সা ইতি পাঠান্তরম্।

দিব্যমার্গমিদং প্রোক্তমমৃতানন্দকারকম্।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো দুরিতৌঘং বিনাশয়েৎ ॥ ২০ ॥
গুদাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদূৰ্দ্ধং মেঢ্রাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদধঃ।
চতুরঙ্গুলবিস্তারমাধারং বৰ্ত্ততে সমম্ ॥ ২১ ॥
তস্মিন্নাধারপাথোজে কর্ণিকায়াং সুশোভনা।
ত্রিকোণা বৰ্ত্ততে যোনিঃ সৰ্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ২২ ॥
তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা।
সাৰ্দ্ধত্রিকারা কুটিলা সুষুম্নামার্গসংস্থিতা * ॥ ২৩ ॥
জগৎসংসৃষ্টিরূপা সা নিৰ্ম্মাণে সততোদ্যতা।
বাচামবাচ্যা বাগ্‌দেবী সদা দেবৈর্নমস্কৃতা ॥ ২৪ ॥

বলা হইয়া থাকে। এই নাড়ী দেহের মূলস্বরূপা।[১৯] চিত্রা নাড়ীর অন্তর্গত এই ব্রহ্মবিবরই দিব্যমার্গ বলিয়া বিখ্যাত। ইহা অমৃত ও আনন্দ কারক। যোগীরা ইহার ধ্যান করিবামাত্র পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হয়েন।[২০]

গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে, মেঢ্রস্থানের দুই অঙ্গুলি নিম্নে, চারি অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ চতুৰ্দ্দল মূলাধার পদ্ম আছে।[২১] এই মূলাধার পদ্মের কর্ণিকামধ্যে অতীব সুশোভন একটি ত্রিকোণমণ্ডল বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ত্রিকোণ-মণ্ডলকে যোনিমণ্ডল বলা যায়। ইহা সমুদায় তন্ত্রেরই গোপনীয়।[২২] এই যোনিমণ্ডলের মধ্যস্থলে বিদ্যুল্লতার ন্যায় আকার বিশিষ্টা সাৰ্দ্ধত্রিবলয়াকারা কুটিলা পরম-দেবতা কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মপথ রোধপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন।[২৩] জগৎসংসৃষ্টি-স্বরূপা এই কুলকুণ্ডলিনী সৰ্ব্বদা বিবিধ সৃষ্টিকরণে সমুদ্যতা; ইনি বাগ্দেবী (২), সৰ্ব্ব দেবের পূজ্যা ও বাক্যের অগোচরা।[২৪]

* সাৰ্দ্ধত্রিকারা ইত্যত্র সাষ্টপ্রকারা, সংস্থিতা ইত্যত্র সন্নিভা-ইতি পাঠান্তরম্।

(২)—মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী, সাবিত্রী ও ব্রহ্মা আছেন। সাবিত্রী কুলকুণ্ডলিনীর মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র; কারণ, কুলকুণ্ডলিনী বর্ণময়ী, সাবিত্রীও বর্ণময়ী। কুলকুণ্ডলিনী হইতেই বাক্যের

ইড়ানাম্নী তু যা নাড়ী বামমার্গে ব্যবস্থিতা।
সুষুম্নাং সা সমাশ্লিষ্য * দক্ষনাসাপুটং গতা ॥ ২৫ ॥
পিঙ্গলা নাম যা নাড়ী দক্ষমার্গে ব্যবস্থিতা।
মধ্যনাড়ীং সমাশ্লিষ্য † বামনাসাপুটং গতা ॥ ২৬ ॥
ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না যা ভবেৎ খলু।
ষট্স্থানেষু চ ষট্শক্তি ‡ ষট্পদ্মং যোগিনো বিদুঃ ॥ ২৭ ॥

ইড়ানাম্নী যে নাড়ী বামভাগে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা সুষুম্না নাড়ীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চক্রে চক্রে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ-নাসাপুট দিয়া আজ্ঞাচক্রে মিলিত হইয়াছে।[২৫] শরীরের দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলা নামে যে নাড়ী অবস্থিতি করিতেছে, ঐ নাড়ীও ঐরূপে সুষুম্না নাড়ীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চক্রে চক্রে বেষ্টন করিয়া বাম নাসাপুট দিয়া আজ্ঞাচক্রে ত্রিবেণীস্থানে (৩) মিলিত হইয়াছে।[২৬] ইড়া ও পিঙ্গলা এই উভয় নাড়ীর মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ীতে ছয় স্থানে ছয়টি

* সুষুম্নায়াং সমাশ্লিষ্টা ইতি পুস্তকান্তরসম্মতঃ পাঠঃ।

† মধ্যনাড়ীং সমাশ্লিষ্টা ইতি পাঠান্তরম্। ‡ ষট্শক্তিম্ ইতি চ পাঠান্তরম্।

উৎপত্তি হয়; এজন্য তিনি বাগ্দেবতা শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকেন। বাক্যের উৎপত্তি সময়ে কুণ্ডলিনী হইতে প্রথমত একটি শক্তির উৎপত্তি হয়। এই শক্তি সত্ত্বপ্রধানা। পরে এই সত্ত্ব-প্রধানা শক্তি যখন রজোগুণে অনুবিদ্ধা হয়, তখন তাহা 'ধ্বনি' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। পরে ঐ ধ্বনি তমোগুণে অনুবিদ্ধ হইলেই 'নাদ' রূপে পরিণত হয়। পরে ঐ নাদে তমোগুণের প্রাচুর্য্য হইলেই 'নিরোধিকা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরে উহাতে রজোগুণ ও তমোগুণ উভয়ের প্রাচুর্য্য হইলেই অর্দ্ধেন্দু এবং তাহার পরিণাম বিন্দুর উৎপত্তি হয়। পরে ঐ বিন্দু মূলাধারে প্রচলিত ও পরিপুষ্ট হইলে 'পরা', স্বাধিষ্ঠানে উত্থিত হইলে 'পশ্যন্তী', অনাহত চক্রে উত্থিত হইলে 'মধ্যমা' এবং কণ্ঠে উত্থিত হইলে 'বৈখরী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই বৈখরী আবার কণ্ঠ তালু দন্ত ওষ্ঠ মূর্দ্ধা ও রসনার সাহায্যে নানাবিধ বর্ণ ও তৎসমূহরূপ বাক্য রূপে আবির্ভূত হয়; সুতরাং কুলকুণ্ডলিনীই প্রকৃতপ্রস্তাবে বাক্যের দেবতা।

(৩)—ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না, এই তিন নাড়ী, গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আজ্ঞাচক্র হইতে এই তিন নাড়ী পৃথক্ প্রবাহিত হইয়া মূলাধারে গিয়া পুনর্ব্বার

পঞ্চস্থানসুষুম্নায়া নামানি স্যুর্ব্বহূনি চ।
প্রয়োজনবশাত্তানি জ্ঞাতব্যানীহ শাস্ত্রকে॥ ২৮॥
অন্যা যাস্ত্যপরা নাড়ী মূলাধারাৎ সমুত্থিতা।
রসনামেঢ্রবৃষণপাদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ নাসিকাম্ *॥ ২৯॥
কক্ষনেত্রাঙ্গুষ্ঠকর্ণং সর্ব্বাঙ্গং পায়ুকুক্ষিকম্।
লব্ধ্বা নিবর্ত্ততে সা বৈ যথাদেশসমুদ্ভবা॥ ৩০॥
এতাভ্য এব নাড়ীভ্যঃ শাখোপশাখতঃ ক্রমাৎ।
সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং জাতং যথাভাগব্যবস্থিতম্॥ ৩১॥
এতা ভোগবহা নাড্যো বায়ুসঞ্চাররক্ষকাঃ।
ওতপ্রোতাভিসংব্যাপ্য তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্ কলেবরে॥ ৩২॥

পদ্ম ও ছয়টি শক্তি আছে (৪); তাহা কেবল যোগীদিগেরই জ্ঞেয়।[২৭] সুষুম্নার মধ্যে যে পঞ্চ স্থান, পঞ্চ শূন্য বা পঞ্চ চক্র আছে, তাহার অনেক নাম। তৎসমুদায় এ স্থলে বক্তব্য নহে। প্রয়োজন অনুসারে (রুদ্রজামল প্রভৃতি) অন্যান্য তন্ত্রে তাহা জ্ঞাত হইতে পারা যাইবে।[২৮]

মূলাধার হইতে অপর যে সকল নাড়ী সমুত্থিতা হইয়াছে; তৎসমুদায় রসনা, মেঢ্র, বৃষণ, পাদাঙ্গুষ্ঠ, নাসিকা,[২৯] কক্ষ, নেত্র, অঙ্গুষ্ঠ, কর্ণ, পায়ু, কুক্ষি প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে গমন করিয়া স্ব স্ব কার্য্য সমাধা সহকারে পুনর্ব্বার নিজ নিজ উৎপত্তিস্থানে আসিয়াছে।[৩০] এই সমুদায় নাড়ী হইতেই শাখা ও প্রশাখা রূপে ক্রমে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী হইয়াছে। ঐ সমুদায় নাড়ী যথাস্থানে যথাভাগে অবস্থিতি করিতেছে।[৩১] এই সমুদায় নাড়ীকে ভোগ-

* শ্রোত্রকম্ ইত্যেবং পাঠো দৃশ্যতে।

মিলিত হইয়াছে। এজন্য আজ্ঞাচক্রকে মুক্তত্রিবেণী এবং মূলাধারচক্রকে যুক্তত্রিবেণী বলা যায়। এই উভয় চক্রই সাধারণত ত্রিবেণী শব্দেই উল্লিখিত হইয়া থাকে।

(৪)—ছয়টি পদ্মের নাম যথা;—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা-চক্র। এবং ছয় শক্তির নাম যথা;—ডাকিনী, রাকিণী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী ও হাকিনী।

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থকলাদ্বাদশসংযুতঃ।
বস্তিদেশে জ্বলদ্বহ্নির্বর্ত্ততে চান্নপাচকঃ॥ ৩৩॥
বৈশ্বানরাগ্নির্বিজ্ঞেয়ো মম তেজোঽংশসম্ভবঃ।
করোতি বিবিধং পাকং প্রাণিনাং দেহমাস্থিতঃ॥ ৩৪॥
আয়ুঃপ্রদায়কো বহ্নিঃ বলং পুষ্টিং দদাতি চ।
শরীরপাটবঞ্চাপি ধ্বস্তরোগসমুদ্ভবঃ॥ ৩৫॥
তস্মাদ্বৈশ্বানরাগ্নিঞ্চ প্রজ্বাল্য বিধিবৎ সুধীঃ।
তস্মিন্নন্নং হুনেৎ যোগী প্রত্যহং গুরুশিক্ষয়া॥ ৩৬॥
ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞকে দেহে স্থানানি স্যুর্ব্বহূনি চ।
ময়োক্তানি প্রধানানি জ্ঞাতব্যানীহ শাস্ত্রকে॥ ৩৭॥

বহা নাড়ী বলা যায়। এই নাড়ীসমূহ দ্বারা সর্ব্ব শরীরে বায়ুসঞ্চার (ও জ্ঞান সঞ্চার) হইয়া থাকে। এই সমুদায় নাড়ী (আলোকলতার ন্যায়) ওতপ্রোত ভাবে সর্ব্ব-শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে।[৩২]

সূর্য্যমণ্ডলে যে দ্বাদশ কলা আছে, সেই দ্বাদশকলার সহিত সংযুক্ত অন্ন-পাচক প্রজ্বলিত বহ্নি বস্তিদেশে অবস্থিতি করিতেছে।[৩৩] ইহার নাম বৈশ্বা-নরাগ্নি। আমার (রুদ্রের) তেজ হইতেই ঐ অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে। এই অগ্নি জীবগণের দেহে অবস্থান পূর্ব্বক অন্ন পাক ও বিবিধ ধাতুর পরিপাক করিয়া থাকে।[৩৪] এই অগ্নি পরমায়ুঃপ্রদায়ক, বলকর ও পুষ্টিকর; ইহা দ্বারাই শরীরের পটুতা রক্ষা হয়; এবং এই অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিলে কোন রোগেরই উৎপত্তি হইতে পারে না।[৩৫] অতএব জ্ঞানবান যোগীর কর্ত্তব্য এই যে, গুরূপদেশ অনুসারে যথাবিধানে এই বৈশ্বনরাগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়া প্রতিদিন তাহাতে আহুতি প্রদান করেন।[৩৬]

ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ এই শরীরে জ্ঞাতব্য অনেক স্থান আছে, তন্মধ্যে আমি প্রধান প্রধান কএকটি স্থান নির্দ্দেশ করিলাম। অন্যান্য স্থান সমুদায় তন্ত্রান্তর হইতে পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে।[৩৭] কারণ, শরীর মধ্যে যে সমুদায় স্থান আছে,

নানাপ্রকারনামানি স্থানানি বিবিধানি চ।
বর্ত্তন্তে বিগ্রহে তানি কথিতুং নৈব শক্যতে॥ ৩৮॥
ইত্থং প্রকল্পিতে দেহে জীবো বসতি সর্ব্বগঃ।
অনাদিবাসনামালালঙ্কৃতঃ কর্ম্মশৃঙ্খলঃ॥ ৩৯॥
নানাবিধগুণোপেতঃ সর্ব্বব্যাপারকারকঃ।
পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি ভুনক্তি বিবিধানি চ॥ ৪০॥
যদ্‌যৎ সংদৃশ্যতে লোকে সর্ব্বং তৎ কর্ম্মসম্ভবম্।
সর্ব্বান্ কর্ম্মানুসারেণ * জন্তুর্ভোগান্ ভুনক্তি বৈ॥ ৪১॥
যে যে কামাদয়ো দোষাঃ সুখদুঃখপ্রদায়কাঃ।
তে তে সর্ব্বে প্রবর্ত্তন্তে জীবকর্ম্মানুসারতঃ॥ ৪২॥

তাহা নানা প্রকার ও বহুসংখ্য, সুতরাং এস্থলে তৎসমুদায় বর্ণনা করা যাইতে পারে না।[৩৮]

ঈদৃশ-পরিকল্পিত শরীরে সর্ব্বগত জীব অবস্থিতি করিতেছেন। এই জীব কর্ম্মশৃঙ্খলায় বদ্ধ ও অনাদি বাসনামালায় অলঙ্কৃত।[৩৯] কর্ম্মশৃঙ্খলায় বন্ধন নিবন্ধন এই জীব নানাবিধ গুণসম্পন্ন হইয়া সমুদায় ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন; এবং পূর্ব্বার্জ্জিত পাপপুণ্য অনুসারে বহুবিধ সুখদুঃখও ভোগ করিয়া আসিতেছেন।[৪০]

এই জগতে যাহা যাহা দেখা যাইতেছে, তৎসমুদায়ই জীবের পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে উৎপন্ন; এবং ঐ পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই জীব নানাবিধ সুখদুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন।[৪১] কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, প্রভৃতি যে সমুদায় দোষ, সুখ বা দুঃখ প্রদান করিতেছে, তৎসমুদায়ই জীবের পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।[৪২] পুণ্যোপরক্ত চৈতন্য স্বয়ংই বাহ্যে পুণ্যময় ও সুখময় ভোগ্য বস্তু

---

* সর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ ইতি চ পাঠঃ।

পুণ্যোপরক্তচৈতন্যৈঃ * প্রাণান্ প্রীণাতি কেবলম্।
বাহ্যে পুণ্যময়ং প্রাপ্য ভোজ্যবস্তু স্বয়ম্ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥
ততঃ কর্ম্মবলাৎ পুংসঃ সুখং বা দুঃখমেব বা।
পাপোপরক্তচৈতন্যং † নৈব তিষ্ঠতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৪ ॥
ন তদ্ভিন্নো ভবেৎ সোঽপি ন তদ্ভিন্নস্তু কিঞ্চন ॥ ৪৫ ॥

হইয়া প্রাণকে প্রীত করে (৫)।[৪৩] তদনন্তর জীবের কর্ম্মানুসারেই সুখভোগ বা দুঃখভোগ হয়; অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মের বলেই সুখ এবং পাপকর্ম্মের বলেই দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। কেবল সুখভোগ অথবা কেবল দুঃখভোগ হইতেই পারে না (৬)।[৪৪] বস্তুত আত্মা সেই সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক বস্তু হইতে পৃথক নহেন। কারণ, আত্মা ভিন্ন জগতে কিছুই নাই।[৪৫] যথাকালে জীবগণের উপভোগের

* পুণ্যোপরক্তচৈতন্যে ইতি পাঠান্তরম্।

† পাপোপরক্তচৈতন্যে ইতি পাঠান্তরম্।

(৫)—পুণ্যোপরক্ত চৈতন্যের অর্থ এই যে,—

পুণ্যের আভাস পড়িয়াছে বলিয়া যে আত্মা আপনাকে পুণ্যবান বলিয়া অভিমান করিতেছেন, তিনিই পুণ্যোপরক্ত চৈতন্য। ফলত আত্মা নির্লিপ্ত; তাঁহাতে পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ প্রভৃতি কিছুই নাই; পাপ পুণ্য প্রভৃতি মনেরই ধর্ম্ম। যেরূপ স্ফটিকের নিকট জবাপুষ্প রাখিলে ঐ স্ফটিক রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং ঐ জবাপুষ্পের বর্ণ সেই স্ফটিকে আরোপিত হইয়া থাকে; সেইরূপ সান্নিধ্য বশত মনের ধর্ম্ম পাপ পুণ্য প্রভৃতি নির্ম্মল আত্মাতে আরোপিত হয়। স্ফটিক যেরূপ সমীপস্থিত জবাপুষ্পের বর্ণে উপরক্ত হয়, আত্মাও সেইরূপ মনের ধর্ম্ম পাপ পুণ্যে উপরক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং পুণ্যে উপরক্ত চৈতন্যকেই পুণ্যোপরক্ত চৈতন্য বলা হয়। এইরূপ পাপে উপরক্ত চৈতন্যকেও পাপোপরক্ত চৈতন্য বলা যায়।

(৬)—আমাদের অনুমান হইতেছে যে, বহুকাল পূর্ব্বে লেখকপ্রমাদে এই স্থানে দুই চরণ পতিত, অথবা কোনরূপ পাঠব্যতিক্রম হইয়াছে। আমরা যে তিনখানি পুস্তক মিলাইয়া মুদ্রিত করিতেছি, সেই তিনখানি পুস্তকেই প্রায় একরূপ পাঠ। ভবিষ্যতে আমরা যদি কোন প্রাচীন গ্রন্থ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে এ স্থলের প্রকৃত পাঠ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইলেও হইতে পারিব। ফলত, আমাদের অনুভব হয়, এ স্থলে এইরূপ একপ্রকার পাঠ হইতে পারে। যথা,—

মায়োপহিতচৈতন্যাৎ সর্ব্ববস্তু প্রজায়তে।
যথাকালোপভোগায় জন্তূনাং বিবিধোদ্ভবঃ ॥ ৪৬ ॥
যথা দোষবশাচ্ছুক্তৌ রজতারোপণং ভবেৎ।
তথা স্বকর্ম্মদোষাদ্বৈ ব্রহ্মণ্যারোপ্যতে জগৎ ॥ ৪৭ ॥
সবাসনাভ্রমোৎপন্নোন্মূলনাতিসমর্থনম্।
উৎপন্নশ্চেদীদৃশং স্যাৎ জ্ঞানং মোক্ষপ্রসাধনম্ ॥ ৪৮ ॥
সাক্ষাদ্বিশেষদৃষ্টিস্তু সাক্ষাৎকারিণি বিভ্রমে।
কারণং নান্যথা যুক্ত্যা সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ॥ ৪৯ ॥

নিমিত্ত যে বিবিধ বস্তুর উৎপত্তি হয়, তৎসমস্তই একমাত্র মায়োপহিত চৈতন্য হইতেই হইতেছে।[৪৬] যেরূপ ভ্রান্তিরূপ দোষ নিবন্ধন শুক্তিতে রজতের আরোপ হয়, নিজকৃত কর্ম্মরূপ দোষনিবন্ধনই সেইরূপ ব্রহ্মে জগতের আরোপ হইতেছে।[৪৭] এই জগৎ পূর্ব্ব বাসনা ও ভ্রম দ্বারাই উৎপন্ন। এই জগতের উন্মূলনে সম্পূর্ণ সমর্থ জ্ঞান যদি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাই মোক্ষের সাধন হইয়া থাকে।[৪৮] যিনি ঘট পট প্রভৃতি বিষয় প্রত্যক্ষ করেন, তিনি সেই সাক্ষাৎকার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি করিলে তাঁহার ভ্রমাত্মক জ্ঞান বিদূরিত হয়। যেমন যে সময় রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, সেই সময় সেই সাক্ষাৎকর্ত্তা যদি বিশেষরূপে দৃষ্টি ও অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে তাদৃশ সর্পভ্রম কখনই থাকিতে পারে না। সেইরূপ যিনি জগতের ঘট পট প্রভৃতি বিষয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তিনি যদি একটু বিশেষ দৃষ্টি ও অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে সেই ভ্রমজ্ঞান কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, বিশেষদর্শন ব্যতীত যুক্তি দ্বারা

পুণ্যোপরক্তচৈতন্যং নৈব তিষ্ঠতি কেবলম্।
পাপোপরক্তচৈতন্যং নৈব তিষ্ঠতি নিশ্চিতম্ ॥

যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপ পাঠ প্রাপ্ত হইতেছি, তদনুরূপ অনুবাদ করিলাম; ভবিষ্যতে যদি প্রকৃত পাঠ পাওয়া যায়, তদনুরূপ অনুবাদ করা যাইবে।

সাক্ষাৎকারভ্রমং সাক্ষাৎ সাক্ষাৎকারিণি নাশয়েৎ।
স হি নাস্তীতি * সংসারে ভ্রমো নৈব নিবর্ত্ততে ॥ ৫০ ॥
মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিস্তু বিশেষদর্শনাদ্ভবেৎ।
অন্যথা ন নিবৃত্তিঃ স্যাদ্‌দৃশ্যতে রজতভ্রমঃ ॥ ৫১ ॥
যাবন্নোৎপদ্যতে জ্ঞানং সাক্ষাৎকারং † নিরঞ্জনে।
তাবৎ সর্ব্বাণি ভূতানি দৃশ্যন্তে বিবিধানি চ ॥ ৫২ ॥
যদা কর্ম্মার্জ্জিতং দেহং নির্ব্বাণসাধনং ভবেৎ।
তদা শরীরবহনং সফলং স্যান্ন চান্যথা ॥ ৫৩ ॥

কখনই এই ভ্রম বিদূরিত হইতে পারে না।[৫০] এই বিশেষদৃষ্টিই প্রত্যক্ষকর্ত্তার প্রত্যক্ষ-করণ-বিষয়ক ভ্রম বিদূরিত করিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত এরূপ ভ্রান্তি-জ্ঞান থাকে যে, এই জগৎ সত্য, ইহা ভ্রমমূলক নহে, সে পর্য্যন্ত বিশেষদৃষ্টি হয় না, ভ্রমও বিদূরিত হইতে পারে না। যে সময় রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, সে সময় দর্শকের যদি এরূপ ধারণা থাকে যে, ইহা প্রকৃত সর্প, তাহা হইলে তাহার বিশেষদৃষ্টি বিষয়ে (মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণে) প্রবৃত্তিই হয় না; সুতরাং সর্পভ্রমও বিদূরিত হইতে পারে না।[৫০] যাহা হউক, কেবল বিশেষ দর্শন দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হয়। বিশেষ দর্শন ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই সেই মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হইতে পারে না। যে স্থলে শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, সে স্থলে বিশেষরূপ নিরীক্ষণ (দ্বারা শুক্তিজ্ঞান) ব্যতিরেকে কি রজতভ্রম নিবৃত্তি হইতে পারে?[৫১]

যে পর্য্যন্ত আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা সত্যজ্ঞান উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত ভ্রম নিবন্ধন বহুবিধ ভূত সমুদায় দৃশ্যমান হইয়া থাকে।[৫২] জীবের এই কর্ম্মার্জ্জিত দেহ যৎকালে মুক্তির সাধন হয়, তখনই বলা যাইতে পারে যে, এই

* সোঽহর্নাস্তীতি ইতি পুস্তকান্তরধৃতঃ পাঠঃ।

† সাক্ষাৎকারে ইতি পাঠান্তরম্‌।

যাদৃশী বাসনা মূলা বর্ত্ততে জীবসঙ্গিনী।
তাদৃশং বহতে * জন্তুঃ কৃত্যাকৃত্যবিধৌ ভ্রমম্ ॥ ৫৪ ॥
সংসারসাগরং তর্ত্তুং যদীচ্ছেদ্‌যোগসাধকঃ।
কৃত্বা বর্ণাশ্রমং কর্ম্ম ফলবর্জ্জনমাচরেৎ ॥ ৫৫ ॥
বিষয়াসক্তপুরুষা বিষয়েষু সুখেপ্সবঃ।
বাচাভিরুদ্ধনির্ব্বাণাদ্বর্ত্তন্তে পাপকর্ম্মণি ॥ ৫৬ ॥
আত্মানমাত্মনা পশ্যন্ন কিঞ্চিদিহ পশ্যতি।
তদা কর্ম্মপরিত্যাগে ন দোষোঽস্তি মতং মম ॥ ৫৭ ॥

শরীর বহন করা সার্থক। পরন্তু এই শরীর মুক্তির সাধক না হইলে তাহা বহন করা নিরর্থক।[৫৩] জীবের নিত্যসহচরী মূলবাসনা যেরূপ থাকে, জীবও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে তদনুরূপ ভ্রম ধারণ করে।[৫৪] ফল কথা, যোগসাধক মহাত্মা যদি সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে, তিনি স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা রাখিবেন না।[৫৫] যে সমুদায় পুরুষ বিষয়াসক্ত ও বৈষয়িক সুখে একান্ত অভিলাষী, তাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষা নিবন্ধন ফলশ্রুতি দ্বারা রুদ্ধনির্ব্বাণ হইয়া অর্থাৎ মুক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পাপময় কর্ম্মেই লিপ্ত থাকেন।[৫৬] যিনি আপনি আপনাকে দর্শন করেন, তিনি জগতের কোন বস্তুই সত্য বলিয়া দেখিতে পান না। আমার মতে ঈদৃশ অবস্থাতে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কোন দোষ নাই। (নতুবা যিনি ঘট পট প্রভৃতি সমুদায় পদার্থের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতেছেন, অর্থাৎ যাঁহার দ্বৈতজ্ঞান বিদূরিত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম পরিত্যাগ করা মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইবার সোপান। ঈদৃশ ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে, যে পর্য্যন্ত অদ্বৈত জ্ঞান না হয়, সে পর্য্যন্ত ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথোচিত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।)[৫৭]

---

* ধরতে ইতি পাঠান্তরম্।

কামাদয়ো বিলীয়ন্তে জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
অভাবে সর্ব্বতত্ত্বানাং সমং তত্ত্বং * প্রকাশতে ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগপ্রকথনে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশো নাম
দ্বিতীয়ঃ পটলঃ।

জ্ঞানের উদয় হইলেই কাম ক্রোধ প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তি বিলয় প্রাপ্ত হয়; তদ্ব্যতীত কোন ক্রমেই তাহা হইতে পারে না। ফলত, যে সময় সমুদায় বাহ্য-তত্ত্বের অভাব হয়, সেই সময়ই আত্মতত্ত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে।৫৮

তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ নামক দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত।

* মম তত্ত্বম্ ইতি পাঠান্তরম্।

তৃতীয়পটলঃ।

হৃদ্যস্তি পঙ্কজং দিব্যং দিব্যলিঙ্গেন ভূষিতম্।
কাদিঠান্তাক্ষরোপেতং দ্বাদশারং সুশোভিতম্ * ॥ ১ ॥
প্রাণো বসতি তত্রৈব বাসনাভিরলঙ্কৃতঃ।
অনাদিকর্ম্মসংশ্লিষ্টঃ † প্রাপ্যাহঙ্কারসংযুতঃ ॥ ২ ॥
প্রাণস্য বৃত্তিভেদেন নামানি বিবিধানি চ।
বর্ত্তন্তে তানি সর্ব্বাণি কথিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৩ ॥
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানো ব্যানশ্চ পঞ্চমঃ।
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪ ॥
দশ নামানি মুখ্যানি ময়োক্তানীহ শাস্ত্রকে।
কুর্ব্বন্তি তেঽত্র কার্য্যাণি প্রেরিতানি স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৫ ॥

জীবগণের হৃদয় মধ্যে দিব্যলিঙ্গ-বিভূষিত একটি মনোহর দিব্য দ্বাদশদল কমল রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেক দলে ক অবধি ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণের এক একটি বর্ণ শোভা পাইতেছে।[১] এই দ্বাদশদল-কমল মধ্যে অনাদি কর্ম্মপরম্পরায় সংশ্লিষ্ট, পূর্ব্বপূর্ব্ব-বাসনা-সমলঙ্কৃত, আত্মাভিমানী প্রাণবায়ু বাস করিতেছেন।[২] বৃত্তিভেদে এই প্রাণবায়ু নানাপ্রকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এস্থলে সেই সমুদায় বিবিধ নাম বলা যাইতে পারে না।[৩] পরন্তু তন্মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পাঁচটি, এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়, এই পাঁচটি,[৪] সমুদায়ে এই দশটি প্রাণবায়ুই প্রধান। মদুক্ত এই দশ প্রাণ স্ব স্ব কর্ম্মে পরিচালিত হইয়া শারীরিক কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতেছে।[৫]

---

* দ্বাদশার্ণবিভূষিতম্ ইতি পাঠান্তরম্।

† অনাদিকর্ম্মসংস্পৃষ্টঃ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

অত্রাপি বায়বঃ পঞ্চ মুখ্যাঃ স্যুর্দ্দশতঃ পুনঃ।
তত্রাপি শ্রেষ্ঠকর্ত্তারৌ প্রাণাপানৌ ময়োদিতৌ ॥ ৬ ॥
হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥ ৭ ॥
নাগাদিবায়বঃ পঞ্চ কুর্ব্বন্তি তে চ বিগ্রহে।
উদ্গারোন্মীলনং ক্ষুত্তৃট্ জৃম্ভা হিক্কা চ পঞ্চ বৈ ॥ ৮ ॥
অনেন বিধিনা যো বৈ ব্রহ্মাণ্ডং বেত্তি বিগ্রহম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৯ ॥
অধুনা কথয়িষ্যামি ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নাবসীদন্তি যোগিনো যোগসাধনে ॥ ১০ ॥
ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্রসমুদ্ভবা।
অন্যথা ফলহীনা স্যান্নির্ব্বীর্য্যা চাতিদুঃখদা ॥ ১১ ॥

এই দশ বায়ুর মধ্যে আবার প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পাঁচটি বায়ুই প্রধান। এই পঞ্চ বায়ুর মধ্যেও আবার মৎকথিত প্রাণ ও অপান, এই দুই বায়ুই শ্রেষ্ঠতম; কারণ এই দুইটিই শরীরের প্রধান কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।[৬] প্রাণ হৃদয়ে, অপান গুহ্যদেশে, সমান নাভিমণ্ডলে, উদান কণ্ঠদেশে এবং ব্যান সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।[৭] নাগ প্রভৃতি শরীরস্থ পঞ্চ বায়ুর মধ্যে নাগের কার্য্য উদ্গার, কূর্ম্মের কার্য্য উন্মীলন (প্রসারণ ও সঙ্কোচ), কৃকরের কার্য্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, দেবদত্তের কার্য্য জৃম্ভণ এবং ধনঞ্জয়ের কার্য্য হিক্কা।[৮] যিনি এই বিধান অনুসারে এই শরীররূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিজ্ঞাত হয়েন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিতে পারেন।[৯]

অধুনা কি উপায়ে শীঘ্র যোগসিদ্ধি হয়, তাহা বলিতেছি। ইহা পরিজ্ঞাত হইলে যোগীরা যোগসাধন বিষয়ে অবসন্ন হয়েন না।[১০] এই যোগবিদ্যা গুরুমুখ

গুরুং সন্তোষ্য যত্নেন যো বৈ বিদ্যামুপাসতে।
অবিলম্বেন বিদ্যায়াস্তস্যাঃ ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১২ ॥
গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো ন সংশয়ঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তস্মাৎ শিষ্যৈঃ * প্রসেব্যতে॥ ১৩ ॥
গুরুপ্রসাদতঃ সর্ব্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমন্যথা ন শুভং ভবেৎ ॥ ১৪ ॥
প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা স্পৃষ্ট্বা সব্যেন পাণিনা।
প্রদক্ষিণং নমস্কুর্য্যাৎ গুরোঃ পাদসরোরুহম্ ॥ ১৫ ॥
শ্রদ্ধয়াত্মবতাং পুংসাং সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতা।
অন্যেষাঞ্চ ন সিদ্ধিঃ স্যাত্তস্মাদযত্নেন সাধয়েৎ ॥ ১৬ ॥

হইতে প্রাপ্ত হইলে বীর্য্যবতী হয়; গুরূপদেশ ব্যতিরেকে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলে তাহা বীর্য্যহীনা ও দুঃখদায়িনী হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাতে কোন ফলই হয় না।[১১] যিনি প্রযত্ন সহকারে গুরুকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে যোগ সাধন করেন, তিনি অল্পকাল মধ্যেই সেই সাধনার ফল প্রাপ্ত হয়েন।[১২] গুরুই পিতা স্বরূপ, গুরুই মাতা স্বরূপ এবং গুরুই দেবতা স্বরূপ। এই নিমিত্তই সাধকগণ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে গুরুসেবা করিয়া থাকেন।[১৩] গুরু যদি প্রসন্ন হয়েন, তাহা হইলেই সমুদায় শুভফল লাভ করিতে পারা যায়; অতএব নিয়তই গুরুসেবা করা কর্ত্তব্য। গুরুসেবা ব্যতিরেকে কখনই শুভফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।[১৪]

পরাৎপর পরম দেবতাস্বরূপ গুরুর নিকট গমন করিয়া, প্রথমত তিনবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিবে। পরে পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণ করিয়া গুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে হইবে।[১৫] আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্, তিনি নিশ্চয়ই

* সর্ব্বৈঃ ইতি বা পঠনীয়ম্

ন ভবেৎ সঙ্গযুক্তানাং তথাবিশ্বাসিনামপি।
গুরুপূজাবিহীনানাং তথা চ বহুসঙ্গিনাম্ ॥ ১৭ ॥
মিথ্যাবাদরতানাঞ্চ তথা নিষ্ঠুরভাষিণাম্।
গুরুসন্তোষহীনানাং ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচন ॥ ১৮ ॥
ফলিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথমলক্ষণম্।
দ্বিতীয়ং শ্রদ্ধয়া যুক্তং তৃতীয়ং গুরুপূজনম্ ॥ ১৯ ॥
চতুর্থং সমতাভাবং পঞ্চমেন্দ্রিয়নিগ্রহম্।
ষষ্ঠঞ্চ প্রমিতাহারং সপ্তমং নৈব বিদ্যতে ॥ ২০ ॥
যোগোপদেশং সংপ্রাপ্য লব্ধা যোগবিদং গুরুম্।
গুরূপদিষ্টবিধিনা ধিয়া নিশ্চিত্য সাধয়েৎ ॥ ২১ ॥

যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। অপর ব্যক্তি কোন ক্রমেই সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব প্রযত্ন সহকারে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগসাধন করা কর্ত্তব্য।[১৬]

যিনি বিষয়ে আসক্ত, যিনি অবিশ্বাসী, যিনি গুরুপূজা-বিহীন, যিনি সর্ব্বদা বহু লোকের সহিত সহবাস করেন,[১৭] যিনি মিথ্যা বাক্য ও মিথ্যা ব্যবহারে নিরত, যিনি নিষ্ঠুর বাক্য কহেন, অথবা যিনি গুরুকে সন্তুষ্ট না করেন, তাঁহার কোন ক্রমেই যোগসিদ্ধি হয় না।[১৮]

অবশ্যই সিদ্ধি হইবে, এরূপ বিশ্বাস থাকিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি হয়; সুতরাং বিশ্বাসই সিদ্ধির প্রথম লক্ষণ। এইরূপ সিদ্ধির দ্বিতীয় লক্ষণ শ্রদ্ধা, তৃতীয় লক্ষণ গুরুপূজা,[১৯] চতুর্থ লক্ষণ সমতাভাব (সর্ব্বত্র সমদর্শন), পঞ্চম লক্ষণ ইন্দ্রিয়সংযম, ষষ্ঠ লক্ষণ পরিমিত আহার। এতদ্ব্যতীত যোগসিদ্ধির সপ্তম লক্ষণ আর কিছুই নাই।[২০]

সাধক প্রথমত যোগজ্ঞ গুরুর নিকট গমন করিয়া যোগের উপদেশ গ্রহণ করিবে; পরে তাহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট বিধি অনুসারে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইবে।[২১] যোগাভ্যাসকালে সাধক প্রথমত সুলক্ষণাক্রান্ত

স্থশোভনে মঠে যোগী পদ্মাসনসমন্বিতঃ।
আসনোপরি সংবিশ্য পবনাভ্যাসমাচরেৎ ॥ ২২ ॥
সমকায়ঃ প্রাঞ্জলিশ্চ প্রণম্য চ গুরূন্ স্থধীঃ।
দক্ষে বামে চ বিঘ্নেশক্ষেত্রপালাম্বিকাং পুনঃ ॥ ২৩ ॥
ততশ্চ * দক্ষাঙ্গুষ্ঠেন নিরুদ্ধ্য পিঙ্গলাং স্থধীঃ।
ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ ॥ ২৪ ॥
ততস্ত্যক্ত্বা পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ।
পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য্য যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ ॥ ২৫ ॥
ইড়য়া রেচয়েদ্বায়ুং ন বেগেন শনৈঃ শনৈঃ।
এবং যোগবিধানেন কুর্য্যাদ্বিংশতিকুম্ভকান্ ॥ ২৬ ॥

স্থশোভন মঠে যথোক্ত আসনোপরি পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক বায়ুসাধন অভ্যাস করিবে।[২২] এইরূপে উপবেশন পূর্ব্বক ঋজুকায় হইয়া অর্থাৎ শরীর সরলভাবে রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বামকর্ণে গুরুচতুষ্টয়কে, দক্ষিণ কর্ণে গণেশ ও ক্ষেত্রপালকে এবং (ললাটে) অম্বিকাকে (ইষ্টদেবতাকে) প্রণাম করিবে।[২৩] অনন্তর সাধক দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা রোধ পূর্ব্বক ইড়া অর্থাৎ বাম নাসিকা দ্বারা শনৈঃশনৈ বায়ু-আকর্ষণ পূর্ব্বক উদর পূর্ণ করিয়া (গুরু-উপদেশ মত উভয় নাসিকা রোধ সহকারে) যতক্ষণ সাধ্য কুম্ভক করিবে।[২৪] পরে (অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসিকা রুদ্ধ রাখিয়াই) পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণ-নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে ঐ বায়ু পরিত্যাগ করিতে হইবে। অনন্তর এই রীতিক্রমে পুনর্ব্বার ঐ পিঙ্গলা দ্বারাই বায়ু আকর্ষণ করিয়া যথাশক্তি কুম্ভক করিবে।[২৫] পরে বাম নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে ঐ বায়ু বিরেচন করিতে হইবে; কোন ক্রমেই বেগে বায়ু পরিত্যাগ করিবে না।(৭)

---

* ততঃ স ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

(৭)—এ স্থলে নির্বীজ প্রাণায়াম কথিত হইল; পরন্তু প্রথম যোগসাধনকালে সবীজ প্রাণায়াম করাই সাধকসম্প্রদায়ে প্রচলিত। সবীজ প্রাণায়ামের নিয়ম এই যে, প্রথমত দক্ষিণ

সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তঃ প্রত্যহং বিগতালসঃ।
প্রাতঃকালে চ মধ্যাহ্নে সূর্য্যাস্তে চার্দ্ধরাত্রকে।
কুর্য্যাদেবং চতুর্ব্বারং কালেষ্বেতেষু কুম্ভকান্ ॥ ২৭ ॥

এইরূপে যোগবিধান অনুসারে (একাসনে একাদিক্রমে অনুলোম-বিলোমে) বিংশতিসংখ্য কুম্ভক করিতে হইবে।[২৬] প্রতিদিন আলস্যশূন্য ও শীতাতপ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া প্রাতঃকালে একবার, মধ্যাহ্নকালে একবার, সায়ংকালে একবার ও অর্দ্ধরাত্রি সময়ে একবার, এই চারি বার এইরূপ বিংশতি কুম্ভক করিবে।[২৭]

অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা রোধ পূর্ব্বক ষোড়শ বার প্রণব বা অন্য কোন বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক গুরূপদেশ মত উভয় নাসিকা রোধ সহকারে চতুঃষষ্টি বার উহা জপ করিতে হইবে। পরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসিকা রুদ্ধ রাখিয়াই দ্বাত্রিংশৎ বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে ঐ বায়ু পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর পুনর্ব্বার ষোড়শ বার জপ করিতে করিতে ঐ রূপে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারাই বায়ু আকর্ষণ করিয়া উভয় নাসিকা রোধ সহকারে কুম্ভক পূর্ব্বক চতুঃষষ্টি বার জপ করিবে; এবং দ্বাত্রিংশৎ বার জপ করিতে করিতে বাম নাসিকা দ্বারা ঐ বায়ু ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে অনুলোম ও বিলোমে বিংশতি প্রাণায়াম করিতে হইবে। পরন্তু মন্ত্রমার্গে প্রাণায়াম করিবার সময় এইরূপ কেবল তিনবার মাত্র প্রাণায়াম করাই রীতি; অর্থাৎ প্রথমত অনুলোমে বাম নাসিকায় পূরক পূর্ব্বক দক্ষিণ নাসিকায় রেচক, পরে বিলোমে দক্ষিণ নাসিকায় পূরক পূর্ব্বক বাম নাসিকায় রেচক এবং তৎপরে পুনর্ব্বার অনুলোমে বাম নাসিকায় পূরক পূর্ব্বক দক্ষিণ নাসিকায় রেচক। ফলত প্রত্যেক প্রাণায়ামের অন্তর্গত তিনটি করিয়া প্রাণায়াম আছে।—অর্থাৎ শরীর হইতে যে বায়ু বহির্গত হয়, তাহার নাম প্রাণ; এবং যে বায়ু শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাহার নাম অপান।—সুতরাং পূরকের দ্বারা প্রাণবায়ু পরাজয় করাই প্রাণসংযম বা প্রথম প্রাণায়াম; রেচক দ্বারা অপানকে পরাজয় করাই অপানসংযম বা তৃতীয় প্রাণায়াম; এবং কুম্ভক দ্বারা এককালে প্রাণ ও অপান উভয়কে সংযত করাই প্রাণাপান-সংযম বা দ্বিতীয় প্রাণায়াম। বিষ্ণুপুরাণের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ স্বামী প্রভৃতিরও এই মত।

প্রাণায়ামের অন্তর্গত পূরকরূপ রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টি, কুম্ভকরূপ সত্ত্বগুণ দ্বারা স্থিতি এবং রেচকরূপ তমোগুণ দ্বারা সংহার হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথম প্রাণায়ামে ব্রহ্মগ্রন্থিতে (নাভিতে)

ইত্থং মাসত্রয়ং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
ততো নাড়ীবিশুদ্ধিঃ স্যাদবিলম্বেন নিশ্চিতম্‌ ॥ ২৮ ॥

আলস্যশূন্য হইয়া তিন মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন এইরূপ প্রাণায়াম করিলে শীঘ্রই নাড়ীশুদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই।[২৮] যে সময় তত্ত্বদর্শী যোগীর নাড়ীশুদ্ধি হয়,

রজোগুণময় ব্রহ্মার ধ্যান, দ্বিতীয় প্রাণায়ামে বিষ্ণুগ্রন্থিতে (হৃদয়ে) সত্ত্বগুণময় বিষ্ণুর ধ্যান, এবং তৃতীয় প্রাণায়ামে রুদ্রগ্রন্থিতে (ললাটে) তমোগুণময় রুদ্রের ধ্যান করিতে হয়। এইরূপ ধ্যান বৈদিক সন্ধ্যার অন্তর্গত প্রাণায়ামেও আছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ মাত্রেরই এই প্রাণায়াম সহকৃত ধ্যানবিষয়ে জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

আমাদের বৈদিক সন্ধ্যার মধ্যে প্রতিদিন তিনসন্ধ্যার প্রত্যেক সন্ধ্যায় ব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও গায়ত্রীর শিরোভাগ দ্বারা প্রাণায়াম সহকারে যোগ অভ্যাস করিবার সম্পূর্ণ উপায় রহিয়াছে। যদি কোন ব্রাহ্মণকুমার উপনয়নের পর প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা করেন এবং সাপের মন্ত্রের মত কেবল মন্ত্রগুলি মাত্র আবৃত্তি না করিয়া সন্ধ্যার সারাংশ (গায়ত্রী ও তাহার অঙ্গ দ্বারা) প্রাণায়াম যোগ করেন; এবং তৎকালে যথাক্রমে নাভিমণ্ডলে ব্রহ্মগ্রন্থিতে, হৃদয়ে বিষ্ণুগ্রন্থিতে এবং ললাটে রুদ্রগ্রন্থিতে যথারীতি মন সন্নিবিষ্ট রাখিয়া দেন; তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, ছয় মাসের মধ্যে তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া অনেক অলৌকিক প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। বহুদিন যথানিয়মে এই নিত্যকর্ম্ম সাধন করিলে দ্বাপর যুগের মুনিঋষিদের সমান অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন হইতেও পারা যায়। পরন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেক ব্রাহ্মণ এক্ষণে শাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইয়াও নিত্য সন্ধ্যার অকরণ জন্য অথবা মহর্ষিগণের অভিপ্রায় মত যথারীতি সন্ধ্যার অকরণ জন্য কলুষিত এবং ব্রহ্মণ্য-রহিত ও দৈবশক্তি-বিহীন হইয়া পড়িয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই—এমন কি প্রায় সকলেই—উপনয়ন কালে প্রাপ্ত নিজায়ত্ত প্রকৃত যোগের মর্ম্ম জ্ঞাত নহেন। আবার নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, কেহ কেহ বা করস্থ কৌস্তুভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাচ প্রাপ্তির আশয়ে যোগশিক্ষাভিলাষে কাচবিক্রেতার নিকটেও গমন করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, গায়ত্রী দ্বারা প্রাণায়াম যে সন্ধ্যার সারাংশ, ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা যোগসাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাঁহারা প্রতিদিন চারিবার সন্ধ্যা করেন। প্রাতঃকালে ব্রহ্মগ্রন্থিতে, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুগ্রন্থিতে, সায়াহ্নে রুদ্রগ্রন্থিতে এবং নিশাকালে সহস্রারে চিত্ত সংযোগ করিয়া কুম্ভক সহযোগে ধ্যান করাই তাঁহাদের সন্ধ্যা। এই

যদা তু নাড়ীশুদ্ধিঃ স্যাদ্যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
তদা বিধ্বস্তদোষশ্চ ভবেদারম্ভকুম্ভকঃ * ॥ ২৯ ॥
চিহ্নানি যোগিনো দেহে দৃশ্যন্তে নাড়িশুদ্ধিতঃ।
কথ্যন্তে তু সমস্তান্যঙ্গানি সংক্ষেপতো ময়া ॥ ৩০ ॥
সমকায়ঃ সুগন্ধিশ্চ সুকান্তিঃ স্বরসাধকঃ।
প্রৌঢ়বহ্নিঃ সুভোগী চ সুখী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ ॥ ৩১ ॥
সংপূর্ণহৃদয়ো যোগী সর্ব্বোৎসাহবলান্বিতঃ।
জায়ন্তে যোগিনোঽবশ্যমেতে সর্ব্বকলেবরে ॥ ৩২ ॥

তখন তাঁহার শারীরিক দোষসমূহ বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। ইহাকেই আরম্ভাবস্থা বলা যায়।[২৯] এইরূপে নাড়ীশুদ্ধি হইলে যোগীর দেহে যে সমুদায় চিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।[৩০] এই আরম্ভাবস্থায় যোগী সমকায়, সুগন্ধশরীর, দিব্যলাবণ্যসম্পন্ন ও স্বরসাধনে সমর্থ হয়েন; অর্থাৎ এই অবস্থায় সাধকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত অংশই যথোপযুক্ত রূপে সমান হয়, তাঁহার শরীর কমনীয় কান্তিবিশিষ্ট হয় ও তাহাতে একপ্রকার সুগন্ধ অনুভূত হইতে থাকে এবং তাঁহার স্বর অতি সুমধুর ও সুসাধিত হয়। এই সময় যোগীর অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়, এবং তিনি উত্তম ভোগসমর্থ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সুখী,[৩১] সম্পূর্ণহৃদয়, বলশালী ও সর্ব্বোৎসাহ-সমন্বিত হইয়া থাকেন। এই আরম্ভাবস্থায় বায়ু-সাধক যোগীর শরীরে অবশ্যই এই সমুদায় চিহ্ন লক্ষিত হইবে।[৩২]

---

* আরম্ভসম্ভবঃ ইতি কেষাঞ্চিৎ পাঠঃ।

সময় বৈদিক সন্ধ্যার অন্যান্য অঙ্গ, এমন কি, গায়ত্রী পাঠ পর্য্যন্ত তাঁহারা পরিত্যাগ করেন। এইরূপ যোগসন্ধ্যা আয়ত্ত করিবার নিমিত্তই বৈদিক সন্ধ্যার আবশ্যকতা। ফলত সিদ্ধ হইলে ঐ সমুদায় মন্ত্র পাঠের আর আবশ্যকতা থাকে না। এই নিমিত্তই আমরা বলিতেছি, বৈদিক সন্ধ্যার অন্তর্গত গায়ত্রী দ্বারা প্রাণায়াম করাই সন্ধ্যার সারাংশ।

আরম্ভশ্চ ঘটশ্চৈব তথা পরিচয়স্তদা।
নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বযোগেষু যোগাবস্থা ভবন্তি তাঃ ॥ ৩৩ ॥
আরম্ভঃ কথিতোঽস্মাভিরধুনা বায়ুসিদ্ধয়ে।
অপরং কথ্যতে পশ্চাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশকম্ ॥ ৩৪ ॥
অথ বর্জ্জ্যং প্রবক্ষ্যামি যোগবিঘ্নকরং পরম্।
যেন সংসারদুঃখাব্ধিং তীর্ত্ত্বা যাস্যন্তি যোগিনঃ ॥ ৩৫ ॥
অম্লং রুক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং সার্ষপং কটুম্।
বহুলং ভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলবিদাহকম্ ॥ ৩৬ ॥
স্তেয়ং হিংসাং জনদ্বেষঞ্চাহঙ্কারমনার্জ্জবম্।
উপবাসমসত্যঞ্চ মোহঞ্চ * প্রাণিপীড়নম্ ॥ ৩৭ ॥

যোগের চারিটি অবস্থা; আরম্ভাবস্থা, ঘটাবস্থা, পরিচয়াবস্থা ও নিষ্পত্তি-অবস্থা। সমুদায় যোগসাধনেই এই চারিটি অবস্থা ঘটিয়া থাকে।[৩৩] বায়ুসাধন বিষয়ে আরম্ভাবস্থা কথিত হইল। ঘটাবস্থা প্রভৃতি অবস্থাত্রয় পশ্চাৎ কথিত হইবে। এই অবস্থাত্রয়ে সর্ব্বপ্রকার দুঃখসমূহই বিধ্বস্ত হয়।[৩৪]

এক্ষণে, যাহা যোগের বিঘ্নকর, যাহা পরিত্যাগ করা যোগীদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, যাহা পরিত্যাগ করিয়া যোগসাধন করিলে যোগী সংসাররূপ দুঃখ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহা বলিতেছি।[৩৫] অম্লদ্রব্য, রুক্ষদ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য, লবণ, সর্ষপ বা সার্ষপ তৈল এবং কটুদ্রব্য, এতৎসমুদায় সেবন করা যোগীদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। বহুপথ ভ্রমণ, প্রাতঃস্নান, তৈল ব্যবহার, বিদাহক দ্রব্য (৮) ব্যবহার, এতৎসমুদায়ও যোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ।[৩৬] পরদ্রব্য অপহরণ, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, কুটিলতা, উপবাস, মিথ্যা কথা, মিথ্যা ব্যবহার, মোহ (সংসারে অত্যাসক্তি), প্রাণিপীড়ন,[৩৭] স্ত্রীসঙ্গম, অগ্নিসেবা, বাচালতা বা

* উপবাসমসত্যঞ্চামোক্ষঞ্চ ইত্যপি পাঠঃ।

(৮)—যে সকল দ্রব্য সেবন করিলে অম্ল হয় ও বুক জ্বলে, তাহার নাম বিদাহক দ্রব্য।

স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়াপ্রিয়ম্।
অতীব ভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি নিশ্চিতম্ * ॥৩৮॥
উপায়ঞ্চ প্রবক্ষ্যামি ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
গোপনীয়ং সাধকানাং † যেন সিদ্ধির্ভবেৎ খলু ॥ ৩৯ ॥
ঘৃতং ক্ষীরঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বূলং চূর্ণবর্জ্জিতম্।
কর্পূরং নিস্তুষং ‡ মিষ্টং সুমঠং সূক্ষ্মবস্ত্রকম্ ¶ ॥ ৪০ ॥
সিদ্ধান্তশ্রবণং নিত্যং বৈরাগ্যগৃহসেবনম্ §।
নামসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ সুনাদশ্রবণং পরম্ ॥ ৪১ ॥

বহুবাক্য প্রয়োগ, প্রিয় ও অপ্রিয় বিচার, অতীব ভোজন, এতৎসমুদায় পরিত্যাগ করাও যোগীর অবশ্যকর্ত্তব্য।[৩৮]

এক্ষণে কি উপায়ে শীঘ্র যোগসিদ্ধি হয়, তাহা বলিতেছি; ইহা সাধকদিগের অত্যন্ত গোপনীয়। ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।[৩৯] ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, (শম্বূকাদি হইতে প্রস্তুত)-চূর্ণ-বর্জ্জিত তাম্বূল, কর্পূর, নিস্তুষ দ্রব্য (খোষারহিত মুদ্গ চণক প্রভৃতি), মিষ্ট দ্রব্য, সুলক্ষণাক্রান্ত উত্তম মঠ ও সূক্ষ্ম বস্ত্র, এতৎ সমুদায় সেবন করা যোগীর কর্ত্তব্য।[৪০] সিদ্ধান্ত বাক্য শ্রবণ, নিয়ত নির্লিপ্তভাবে সংসারে অবস্থান, বিষ্ণুর নাম সঙ্কীর্ত্তন (৯), শ্রবণমধুর নাদ শ্রবণ,[৪১]

* লক্ষণম্ ইতি পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।

† সুসিদ্ধানাম্ ইতি কৈশ্চিৎ পঠ্যতে।

‡ নিষ্ঠুরমিতি বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে।

¶ সূক্ষ্মরন্ধ্রকম্ ইত্যন্যে পঠন্তি।

§ বৈরাগ্যং গৃহসেবনম্ ইতি পুস্তকান্তরে লিখিতম্।

(৯)—এ স্থলে বিষ্ণুশব্দে স্ব স্ব অভীষ্টদেবতা। "অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতং।" বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া অন্ন ভোজন করিলে তাহা বিষ্ঠা ভক্ষণ এবং জল পান করিলে তাহা মূত্র পান করা হয়। এ স্থলে তন্ত্রসার ও স্মৃতিসংগ্রহ প্রভৃতিতে কথিত হইয়াছে যে, বিষ্ণুশব্দের অর্থ স্ব স্ব অভীষ্টদেবতা। ফলত বিষ্ণু শব্দের যৌগিক অর্থ যখন সর্ব্বব্যাপী

ধৃতিঃ ক্ষমা তপঃ শৌচং হ্রীর্মতির্গুরুসেবনম্।
সদৈতানি পরং যোগী নিয়মানি সমাচরেৎ॥ ৪২॥
অনিলেঽর্কপ্রবিষ্টে চ ভোক্তব্যং যোগিভিঃ সদা।
বায়ৌ প্রবিষ্টে শশিনি শীয়তে সাধকোত্তমৈঃ॥ ৪৩॥
সদ্যোভুক্তেঽতিক্ষুধিতে নাভ্যাসঃ ক্রিয়তে বুধৈঃ।
অভ্যাসকালে প্রথমং কুর্য্যাৎ ক্ষীরাজ্যভোজনম্॥ ৪৪॥
ততোঽভ্যাসে স্থিরীভূতে ন তাদৃঙ্নিয়মগ্রহঃ॥ ৪৫॥
অভ্যাসিনা বিভোক্তব্যং স্তোকং স্তোকমনেকধা।
পূর্ব্বোক্তকালে কুর্য্যাচ্চ কুম্ভকান্ প্রতিবাসরে॥ ৪৬॥

ক্ষমা, তপস্যা, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভাব, হ্রী (নীচসংসর্গে বা কুকর্ম্মে লজ্জা), মতি (সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি), এবং গুরুসেবা, এই সমুদায় নিয়ম সর্ব্বদা পালন করাও যোগীর অবশ্য কর্ত্তব্য।[৪২]

যে সময় বায়ু সূর্য্যে প্রবেশ করিবে, অর্থাৎ যে সময় পিঙ্গলা নাড়ীতে (দক্ষিণ নাসিকায়) বায়ু প্রবাহিত হইবে, সেই সময় ভোজন করা যোগীর কর্ত্তব্য। আর যে সময় বায়ু চন্দ্রনাড়ীতে প্রবেশ করিবে, অর্থাৎ যে সময় ইড়া নাড়ীতে (বাম নাসিকায়) বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিবে, যোগীরা সেই সময়েই শয়ন করিয়া থাকেন।[৪৩]

আহার করিবার অব্যবহিত পরে এবং অত্যন্ত ক্ষুধার সময়ে যোগাভ্যাস করা কর্ত্তব্য নহে। প্রথম প্রথম যোগাভ্যাসকালে দুগ্ধ ও ঘৃত ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।[৪৪] অনন্তর যখন অভ্যাস দৃঢ়ীভূত হইবে, তখন আর তাদৃশ নিয়ম পালনের আবশ্যকতা নাই।[৪৫] পরন্তু যোগাভ্যাস-প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে অল্প অল্প করিয়া অনেকবার আহার করা কর্ত্তব্য। পরন্তু এই প্রথম অভ্যাসকালে প্রতিদিবস

ও ব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্য বা সকলের লয়স্থান, তখন ঐ শব্দ দ্বারা যে সকলের অভীষ্ট-দেবতাই বুঝাইতেছে, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

ততো যথেষ্টা শক্তিঃ স্যাদ্‌যোগিনো বায়ুধারণে *।
যথেষ্টং ধারণাদ্বায়োঃ কুম্ভকঃ সিধ্যতি ধ্রুবম্‌ ॥ ৪৭ ॥
কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে কিং ন স্যাদিহ যোগিনঃ ॥ ৪৮ ॥

যথানিয়মে যথাকালে কুম্ভক করা বিধেয়।[৪৬] এরূপ করিলে যোগী বায়ুসাধন বিষয়ে যথেষ্ট শক্তিলাভ করিতে পারেন। যে সময় ইচ্ছামত বায়ু ধারণ করিবার শক্তি জন্মে, তৎকালে কেবল-কুম্ভক সিদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই।[৪৭] কেবল-কুম্ভক সিদ্ধ হইলে যোগীর পক্ষে কি না সিদ্ধ হইল (১০)।[৪৮]

---

* বায়ুসাধনে ইতি মুদ্রিতঃ পাঠঃ।

(১০)—কেবলকুম্ভক যথা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা :—

"রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্‌।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ স বৈ কেবলকুম্ভকঃ।
যাবৎ কেবলসিদ্ধিঃ স্যাৎ তাবৎ সহিতমভ্যসেৎ ॥
কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে রেচপূরকবর্জ্জিতে।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥"

রেচক ও পূরক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনায়াসে যে বায়ুধারণ, তাহা কেবলকুম্ভক নামক প্রাণায়াম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত কেবলকুম্ভক সিদ্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত সহিতকুম্ভক অর্থাৎ পূরক-রেচক-সহকৃত কুম্ভক অভ্যাস করিবে। রেচক-পূরক-বিবর্জ্জিত কেবলকুম্ভক সিদ্ধ হইলে ত্রিলোকে কিছুই দুর্লভ থাকে না। (কেবলকুম্ভক-বলে অনায়াসে শূন্যমার্গেও গমন করিতে পারা যায়।)

যোগতারাবলীতে কথিত হইয়াছে :—

সহস্রশঃ সন্তি হঠেষু কুম্ভাঃ সম্ভাব্যতে কেবলকুম্ভ এব।
কুম্ভোত্তমে যত্র তু রেচপূরৈঃ প্রাণস্য ন প্রাকৃতবৈকৃতাখ্যেঃ ॥

*　*　*　*　*　*

নিরঙ্কুশানাং শ্বসনোদ্গমানাং নিরোধনৈঃ কেবলকুম্ভকাখ্যৈঃ।
উদেতি সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিশূন্যো মরুল্লয়ঃ কাপি মহামতীনাম্‌ ॥

হঠযোগের মধ্যে সহস্র সহস্র প্রকার কুম্ভক কথিত হইয়াছে; কিন্তু তন্মধ্যে কেবলকুম্ভকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্ভাবিত হইতেছে। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুম্ভকে প্রাণের প্রাকৃত অবস্থা স্বরূপ

স্বেদঃ সংজায়তে দেহে যোগিনঃ প্রথমোদ্যমে।
যদা সংজায়তে স্বেদো মর্দ্দনং কারয়েৎ সুধীঃ।
অন্যথা বিগ্রহে ধাতুর্নষ্টো ভবতি যোগিনঃ॥ ৪৯॥
দ্বিতীয়ে হি ভবেৎ কম্পো দার্দ্দুরো * মধ্যমে মতঃ।
ততোঽধিকতরাভ্যাসাদ্গগনেচরসাধকঃ † ॥ ৫০॥
যোগী পদ্মাসনস্থোঽপি ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে।
বায়ুসিদ্ধিস্তদা জ্ঞেয়া সংসারধ্বান্তনাশিনী॥ ৫১॥
তাবৎ কালং প্রকুর্ব্বীত যোগোক্তনিয়মগ্রহম্॥ ৫২॥

এই প্রাণায়াম-সাধনকালে যোগপ্রবৃত্ত যোগীর দেহে প্রথম প্রথম স্বেদজল নিঃসৃত হইতে থাকে। পরন্তু যখন ঐ স্বেদজল নিঃসৃত হইবে, তখন বুদ্ধিমান্ যোগী নিজ শরীরেই উহা মর্দ্দন করিবেন। এরূপ না করিলে যোগীর শরীরস্থিত ধাতু বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।[৪৯] এইরূপ কিছু দিন সাধন করিলে যোগীর শরীরে প্রথমত কম্পন, এবং তৎপরে আরো কিছু দিন সাধন করিলে দার্দ্দুরী গতি, অর্থাৎ ভেকের ন্যায় গতি হইতে থাকিবে। পরে সাধক অধিকতর অভ্যাস করিলে আকাশচারী হইতে পারিবেন।[৫০] এই সময় যোগী পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়াও ভূতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূন্যে অবস্থান করিবেন; সুতরাং তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, তাঁহার বায়ুসিদ্ধি হইয়াছে। এই বায়ুসিদ্ধি দ্বারা সংসাররূপ ঘোর অন্ধকার বিধ্বস্ত হয়।[৫১] যে পর্য্যন্ত বায়ুসিদ্ধি না হয়, তাবৎ-

---

* দ্বিতীয়ে হি ইত্যত্র দ্বিতীয়েঽহ্নি ইতি, দার্দ্দুরঃ ইত্যত্র দার্দ্দুরী ইতি চ পাঠান্তরম্।

† গগনে সাধকাধিকঃ ইতি পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে।

রেচক ও বৈকৃত অবস্থা স্বরূপ পূরক কিছুমাত্র থাকে না। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বভাবতই নিরঙ্কুশ অর্থাৎ অপ্রতিহত (অনিবার্য্য); পরন্তু কেবলকুম্ভক দ্বারা এই শ্বাসপ্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইলে মহামতি যোগীদিগের প্রাণবায়ু কোন অনির্ব্বচনীয় স্থানে (পরম পদে) লয়প্রাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য যে, তৎকালে যোগীর কোন ইন্দ্রিয়ের কোন বৃত্তিই থাকে না।

অল্পনিদ্রা পুরীষঞ্চ স্তোকং মূত্রঞ্চ জায়তে।
অরোগিত্বমদীনত্বং যোগিনস্তত্ত্বদর্শনম্ *॥ ৫৩॥
স্বেদো লালা কৃমিশ্চৈব সর্ব্বথৈব ন জায়তে।
কফপিত্তানিলাশ্চৈব সাধকস্য কলেবরে॥ ৫৪॥
তস্মিন্ কালে সাধকস্য ভোজ্যেষ্বনিয়মগ্রহঃ †।
অত্যল্পং বহুধা ভুক্ত্বা যোগী ন ব্যথতে হি সঃ॥ ৫৫॥
অথাভ্যাসবশাদ্‌যোগী ভূচরীং সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
যেন দুর্দ্ধর্ষজন্তূনাং মৃতিঃ স্যাৎ পাণিতাড়নাৎ ‡॥ ৫৬॥

কাল পর্য্যন্ত যোগশাস্ত্র-বিহিত নিয়ম পালন করিতে হইবে; বায়ুসিদ্ধি হইলে কোনরূপ নিয়ম পালনের আর আবশ্যকতা নাই।[৫২]

যে সময়ে সাধকের বায়ুসিদ্ধি হয়, তৎকালে যোগীর অল্পনিদ্রা, অল্পপুরীষ, অল্পমূত্র, অরোগিতা, অকাতরতা ও তত্ত্বদর্শন হইয়া থাকে।[৫৩] এই সময় সাধকের শরীরে স্বেদ, লালা ও কৃমি কোন ক্রমেই উৎপন্ন হয় না। বিশেষত শরীরস্থ কফ, পিত্ত ও বায়ু কোন ক্রমেই দূষিত হইতে পারে না।[৫৪] এই সময় সাধকের ভোজনাদি বিষয়েও কোনরূপ নিয়ম পালন করিবার আবশ্যক হয় না। কারণ এ অবস্থায় তিনি অল্পই ভোজন করুন, অথবা পুনঃপুন বহু ভোজনই করুন, কিছুতেই ব্যথিত হইবেন না।[৫৫]

অনন্তর যোগী অভ্যাস দ্বারা ক্রমে ভূচরীসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। এই ভূচরী সিদ্ধির এইরূপ মাহাত্ম্য যে, সাধক হস্ত দ্বারা প্রহার করিলে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ জন্তুগণও মৃত্যুমুখে পতিত হয় (১১)।[৫৬] এই যোগসাধন কালে

---

* যোগিনস্তত্ত্বদর্শিন ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† ভোজ্যেষু নিয়মগ্রহঃ ইত্যন্যৈঃ পঠ্যতে।

‡ যথা দর্দ্দুরজন্তূনাং গতিঃ ইতি পাঠো মুদ্রিত পুস্তকে দৃশ্যতে।

(১১)—কোন কোন পুস্তকে পাঠ আছে—"যথা দর্দ্দুরজন্তূনাং গতিঃ স্যাৎ পাণিতাড়নাৎ।" কোন কোন পুস্তকে পাঠ আছে, "যেন দুর্দ্ধর্ষজন্তূনাং মৃতিঃ স্যাৎ পাণিতাড়নাৎ।" আমরা

সন্ত্যত্র বহবো বিঘ্না দারুণা দুর্নিবারণাঃ।
তথাপি সাধয়েদ্যোগী প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥ ৫৭ ॥
ততো রহস্যুপাবিষ্টঃ সাধকঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রণবং প্রজপেদ্দীর্ঘং বিঘ্নানাং নাশহেতবে ॥ ৫৮ ॥

দুর্নিবার্য্য দারুণ বিঘ্নসমুদায় উপস্থিত হইয়া থাকে। পরন্তু সাধকের কর্ত্তব্য এই যে, যদিও দুর্নিবার বিঘ্নসমুদায় উপস্থিত হয়, এবং যদিও তদ্দ্বারা কণ্ঠাগত-প্রাণ হয়, তথাপি তৎসাধনে বিরত হইবেন না।[৫৭] ঈদৃশ অবস্থায় সাধকের কর্ত্তব্য এই যে, তিনি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নির্জ্জনে উপবেশন পূর্ব্বক বিঘ্নবিনাশের উদ্দেশে দীর্ঘ মাত্রায় প্রণব জপ করেন।[৫৮]

শেষোক্ত পাঠই গ্রহণ করিলাম; কারণ, প্রথমোক্ত পাঠের অর্থ এস্থলে কোনক্রমেই সংলগ্ন হয় না। ফলত আমাদের বিবেচনায় আমাদের গৃহীত পাঠও কোন প্রাচীন মহাত্মার গড়া পাঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। "যথা দর্দ্দুরজন্তুনাং গতিঃ স্যাৎ" ইহার অর্থ সংলগ্ন হয় না বলিয়া অতীব প্রাচীন কালে হয় ত কোন মহাত্মা উহার পরিবর্ত্তে "যেন দুর্দ্ধর্ষজন্তুনাং মৃতিঃ স্যাৎ" এই-রূপ সংশোধন করিয়া থাকিবেন। ফলত, পাণিতাড়নে দুর্দ্ধর্ষ জন্তুর মৃত্যু হওয়া ভূচরী সিদ্ধি নহে। পর্ব্বত বৃক্ষ প্রভৃতি ভেদ করিয়া গমন করা, অবাধে ভূতলমধ্যে প্রবেশ করা ও রুদ্ধ গৃহ হইতে অনায়াসে বহির্গমন করা, ইত্যাদি অদ্ভুত কার্য্যই ভূচরী সিদ্ধির ফল। বোধ হয়, প্রাচীনতম পুস্তকে ৫০ শ্লোকে "দ্বিতীয়ে হি ভবেৎ কম্পো দার্দ্দুরো মধ্যমে মতঃ।" ইহার পর "যথা দর্দ্দুরজন্তুনাং গতিঃ স্যাৎ পাণিতাড়নাৎ।" এই দুই চরণ পতিত হইয়াছে। পরে উপরিভাগে লিখিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে যে লেখক ঐ পুস্তক আদর্শ করিয়া লিখিয়াছিলেন; বোধ করি, তিনি কোথা হইতে ঐ দুই চরণ তোলা হইয়াছে বুঝিতে না পারিয়া এই স্থানে বসাইয়া দিয়া থাকিবেন। সুতরাং তদবধি এই স্থানে ঐ পাঠ চলিয়া আসিতেছে। বোধ হয়, তৎপরবর্ত্তী কোন কোন পণ্ডিত কোন কোন পুস্তকে "যেন দুর্দ্ধর্ষজন্তুনাং মৃতিঃ স্যাৎ" ঈদৃশ সংশোধন করিয়া এক প্রকার অর্থ সংলগ্ন করিয়াছেন। আমরা কোন পুস্তকে প্রমাণ না পাওয়াতে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঐ দুই চরণ যথাস্থানে দিতে পারিলাম না। বর্ত্তমান কালীন পুস্তকে আমরা যে দুই প্রকার পাঠ দেখিতেছি, তাহার মধ্যেই যে পাঠ অপেক্ষাকৃত সংলগ্ন, অগত্যা তাহাই গ্রহণ করিলাম। ফলত, প্রাচীনতম কালের কোন পুস্তক না পাইলে এক্ষণে এ বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা কোন ক্রমেই হইতে পারে না।

পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণি প্রাণায়ামেন নিশ্চিতম্।
নাশয়েৎ সাধকো ধীমানিহলোকোদ্ভবানি চ ॥ ৫৯ ॥
পূর্ব্বার্জ্জিতানি পাপানি পুণ্যানি বিবিধানি চ।
নাশয়েৎ ষোড়শপ্রাণায়ামেন যোগপুঙ্গবঃ ॥ ৬০ ॥
পাপতূলচয়ানাহো প্রদহেৎ প্রলয়াগ্নিনা।
ততঃ পাপবিনির্ম্মুক্তঃ পশ্চাৎ * পুণ্যানি নাশয়েৎ ॥ ৬১ ॥
প্রাণায়ামেন যোগীন্দ্রো লব্ধ্বৈশ্বর্য্যাষ্টকানি বৈ।
পাপপুণ্যোদধিং তীর্ত্ত্বা ত্রৈলোক্যচরতামিয়াৎ ॥ ৬২ ॥
ততোঽভ্যাসক্রমেণৈব ঘটাদিত্রিতয়ং † ভবেৎ।
যেন স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্যোগিনস্ত্বেপ্সিতা ধ্রুবম্ ॥ ৬৩ ॥

প্রাণায়ামের এত দূর মাহাত্ম্য যে, বুদ্ধিমান্ সাধক তদ্দ্বারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত এবং বর্ত্তমান-জন্মার্জ্জিত সমুদায় পাপপুণ্য ধ্বংস করিতে পারেন।[৫৯] এমন কি, যাঁহারা যোগিপ্রধান, তাঁহারা যদি ষোড়শ বার প্রাণায়াম করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা পূর্ব্বার্জ্জিত বিবিধ পাপপুণ্য সমুদায়ই বিধ্বস্ত করিতে পারেন।[৬০] যোগীর কর্ত্তব্য এই যে, প্রাণায়াম রূপ প্রলয়াগ্নি দ্বারা অগ্রে পাপরূপ তূলারাশি দগ্ধ করিয়া পাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পশ্চাৎ পুণ্যসমুদায়ও বিধ্বস্ত করেন।[৬১] যোগসিদ্ধ মহাত্মা প্রাণায়াম দ্বারা অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ পূর্ব্বক পাপপুণ্যরূপ মহোদধি উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিলোকবিহারী হয়েন।[৬২] অনন্তর অভ্যাসক্রমে সাধক ক্রমশ ঘটাবস্থা, পরিচয়াবস্থা ও নিষ্পত্ত্যবস্থা, এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হয়েন। এই সময় যোগী যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই।[৬৩] এই অবস্থাত্রয়ে যোগীর বাক্যসিদ্ধি, কামচারিতা, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ,

---

* যোগী ইত্যপি পাঠঃ।

† ঘটিকাত্রিতয়ম্ ইতি বা পাঠঃ।

বাক্‌সিদ্ধিঃ কামচারিত্বং দূরদৃষ্টিস্তথৈব চ।
দূরশ্রুতিঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ পরকায়প্রবেশনম্ ॥ ৬৪ ॥
বিণ্মূত্রলেপনে স্বর্ণমদৃশ্যকরণং তথা।
ভবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি * খেচরত্বঞ্চ যোগিনাম্ ॥ ৬৫ ॥
যদা ভবেদ্ঘটাবস্থা পবনাভ্যাসিনঃ পরা।
তদা সংসারচক্রেঽস্মিন্ তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ ॥ ৬৬ ॥
প্রাণাপানৌ নাদবিন্দূ জীবাত্মপরমাত্মনৌ †।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে ॥ ৬৭ ॥
যামমাত্রং যদা ধর্ত্তুং সমর্থঃ স্যাত্তদাদ্ভুতঃ।
প্রত্যাহারস্তদেব স্যান্নান্তরো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৬৮ ॥

মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সূক্ষ্মবস্তু দর্শন, পরকায়প্রবেশ[৬৪] বিষ্ঠা বা মূত্র দ্বারা মৃত্তিকাদি পদার্থের সুবর্ণকরণ, নিজ শরীর বা কোন দ্রব্য অদৃশ্যকরণ এবং শূন্যপথে বিচরণ, এই সমুদায় বিভূতি উপস্থিত হইয়া থাকে।[৬৫]

পবনাভ্যাসী যোগীর যে সময় ঘটাবস্থা সিদ্ধ হয়, তখন তাঁহার এতদূর ক্ষমতা হইয়া থাকে যে, তিনি সংসারের মধ্যে যাহা সম্পাদন করিতে না পারেন, এরূপ কার্য্যই নাই।[৬৬] প্রাণ ও অপান, নাদ ও বিন্দু, এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা, পরস্পর মিলিত হইয়া একীভাব সংঘটনের মূলীভূত হয় বলিয়া, ইহাকে ঘটাবস্থা বলা হইয়া থাকে।[৬৭]

যে সময়ে সাধক একপ্রহর মাত্র বায়ুধারণে সমর্থ হইবেন, তৎকালে তাঁহার ঐ একপ্রহরকাল নিরচ্ছিন্ন প্রত্যাহার (১২) দৃঢ়ীভূত থাকিবে, সন্দেহ

---

* মহতাম্ ইতি পুস্তকান্তরধৃতঃ পাঠঃ।

† প্রাণাপাননাদবিন্দুজীবাত্মপরমাত্মনঃ ইতি পাঠো মুদ্রিত পুস্তকে দৃশ্যতে।

(১২)—ভোগ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সমুদায় প্রত্যানয়নকে প্রত্যাহার বলা যায়।

যং যং জানাতি যোগীন্দ্রস্তং তমাত্মেতি ভাবয়েৎ।
যৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিধানজ্ঞস্তদিন্দ্রিয়জয়ো ভবেৎ ॥ ৬৯ ॥
যামমাত্রং যদা পূর্ণং ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
একবারং প্রকুর্ব্বীত তদা যোগী চ কুম্ভকম্ ॥ ৭০ ॥
দণ্ডাষ্টকং যদা বায়ুর্নিশ্চলো যোগিনো ভবেৎ।
স্বসামর্থ্যাত্তদাঙ্গুষ্ঠে তিষ্ঠেদ্বা তূলবৎ সুধীঃ * ॥ ৭১ ॥
ততঃ পরিচয়াবস্থা যোগিনোঽভ্যাসতো ভবেৎ।
যদা বায়ুশ্চন্দ্রসূর্য্যং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠতি নিশ্চলম্ ॥ ৭২ ॥

নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধক যদি একপ্রহর কাল বায়ু ধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তৎকালে তাঁহার মন একমাত্র আত্মাতেই লীন থাকিবে; নিমেষমাত্রও কোন বিষয়ে গমন করিবে না।[৬৮] প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে হইলে যোগীর কর্ত্তব্য এই যে, তিনি যখন যে যে বিষয় প্রত্যক্ষ করিবেন, তখন সেই সেই বিষয়ই আত্মস্বরূপ ভাবনা করিবেন। এরূপ করিলে যে যে ইন্দ্রিয়ের যে যে বৃত্তি আছে, সেই সেই বৃত্তির সহিত সেই সেই ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারা যাইবে।[৬৯]

প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা যখন সম্পূর্ণ একপ্রহর কাল বায়ু ধারণ করিবার সামর্থ্য হইবে, তখন যোগী প্রতিদিন একবার মাত্র কুম্ভক করিবেন।[৭০] যোগীর যে সময় অষ্টদণ্ড কাল বায়ু নিশ্চল থাকিবে, তখন তিনি নিজ সামর্থ্য দ্বারা অঙ্গুষ্ঠমাত্রে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিবেন, অথবা তূলার ন্যায় শূন্যেও, যথা ইচ্ছা, অবস্থান করিতে পারিবেন।[৭১]

অনন্তর এইরূপে অভ্যাস দ্বারা যোগীর পরিচয়াবস্থা উপস্থিত হইবে। এই সময়ে তাঁহার প্রাণবায়ু চন্দ্র সূর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী পরিত্যাগ করিয়া মধ্যস্থলে স্থির হইয়া থাকিবে।[৭২] ঈদৃশ অবস্থাপন্ন বায়ুকে

---

* তিষ্ঠেদ্বাতুলবৎ সুধীঃ ইতি মুদ্রিতঃ পাঠঃ।

বায়ুঃ পরিচিতো বায়ুঃ সুষুম্নাব্যোম্নি সঞ্চরেৎ।
ক্রিয়াশক্তিং গৃহীত্বৈব চক্রান্ ভিত্ত্বা সুনিশ্চিতম্॥ ৭৩॥
যদা পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
ত্রিকূটং কর্ম্মণাং যোগী তদা পশ্যতিনিশ্চিতম্॥ ৭৪॥
ততশ্চ কর্ম্মকূটানি প্রণবেন বিনাশয়েৎ।
স যোগী কর্ম্মভোগায় কায়ব্যূহং সমাচরেৎ॥ ৭৫॥
অস্মিন্ কালে মহাযোগী পঞ্চধা ধারণাঞ্চরেৎ।
যেন ভূরাদিসিদ্ধিঃ স্যাৎ ততদ্ভূতভয়াপহা॥ ৭৬॥

পরিচিত বায়ু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই পরিচিত বায়ু সুষুম্না নাড়ীতে শূন্যপথে (১৩) সঞ্চারিত হয়; এবং ক্রিয়া শক্তি অর্থাৎ শারীরিক স্পন্দনাদি ক্রিয়া গ্রহণ করিয়া সমুদায় চক্র ভেদ পূর্ব্বক (ব্রহ্মস্থানে) গমন করিতে থাকে।[৭৩] এই-রূপ প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা সাধকের যৎকালে পরিচয়াবস্থা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তৎকালে তিনি কর্ম্মের কূটত্রয় অর্থাৎ সংসার-বন্ধনের কারণ সত্ত্ব রজঃ ও তমো-গুণরূপ বাগুরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।[৭৪] এই সময়ে যোগী প্রণবজপ দ্বারা ঐ কর্ম্মকূটত্রয় বিনষ্ট করিতে থাকিবেন এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগের নিমিত্ত কায়-ব্যূহ (১৪) ধারণ করিবেন।[৭৫] এই পরিচয়াবস্থায় অবস্থিত মহাযোগী (পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত পরাজয়ের নিমিত্ত পঞ্চস্থানে) পাঁচপ্রকার ধারণা করিবেন। এই পঞ্চ ধারণা দ্বারা পঞ্চভূত সিদ্ধি হইবে এবং কোন ভূত দ্বারা কোনরূপ বাধা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। (সুতরাং আকাশে, বায়ুমণ্ডলে, সমুদ্রমধ্যে অগ্নিমধ্যে, ভূগর্ভে, সর্ব্বত্রই তিনি অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারিবেন)।[৭৬]

---

(১৩)—সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত ব্রহ্মমার্গকে শূন্যপথ বলা যায়।

(১৪)—ভোগ ব্যতিরেকে প্রারব্ধ পাপপুণ্য কখনই ক্ষয় হয় না; এবং যে পর্য্যন্ত পাপপুণ্য থাকে, সে পর্য্যন্ত কোনক্রমে মুক্তিলাভ হইতে পারে না; সুতরাং পুনঃপুন জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। এ জন্য যোগিগণ ত্বরায় মুক্তিলাভ প্রত্যাশায় যুগপৎ নানা শরীর ধারণ করিয়া ভোগ দ্বারা এককালে সমুদায় পাপপুণ্য ক্ষয় করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

আধারে ঘটিকাঃ পঞ্চ লিঙ্গস্থানে তথৈব চ।
তদূৰ্দ্ধং ঘটিকাঃ পঞ্চ নাভৌ হৃন্মধ্যকে * তথা ॥ ৭৭ ॥
ভ্রূমধ্যোর্দ্ধে তথা পঞ্চ ঘটিকা ধারয়েৎ সুধীঃ।
তথা ভূরাদিনা নষ্টো যোগীন্দ্রো ন ভবেৎ খলু ॥ ৭৮ ॥
মেধাবী পঞ্চভূতানাং ধারণাং যঃ সমভ্যসেৎ।
শতব্রহ্মগতেনাপি † মৃত্যুস্তস্য ন বিদ্যতে ॥ ৭৯ ॥
ততোঽভ্যাসক্রমেণৈব নিষ্পত্তির্যোগিনো ভবেৎ।
অনাদিকর্ম্মবীজানি যেন তীর্ত্ত্বামৃতং পিবেৎ ॥ ৮০ ॥
যদা নিষ্পত্তির্ভবতি সমাধেঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবন্মুক্তস্য শান্তস্য ভবেদ্ধীরস্য যোগিনঃ ॥ ৮১ ॥

পৃথিবী-জয়ের নিমিত্ত মূলাধারে পাঁচদণ্ড, জল-পরাজয়ের নিমিত্ত স্বাধিষ্ঠানে পাঁচদণ্ড, তেজঃপরাজয়ের নিমিত্ত মণিপূরে পাঁচদণ্ড, বায়ুপরাজয়ের নিমিত্ত হৃদয়ে অনাহতচক্রে পাঁচদণ্ড,[৭৭] এবং আকাশ-পরাজয়ের নিমিত্ত কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ-চক্রে পাঁচদণ্ড, প্রাণ ও মন ধারণা করিতে হইবে। এই পঞ্চ ধারণা করিলে বুদ্ধিমান যোগী পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত দ্বারা কোন ক্রমেই ব্যাহত বা নষ্ট হইবেন না।[৭৮]

যে মেধাবী যোগী এইরূপ পঞ্চভূত ধারণা অভ্যাস করেন, শত ব্রহ্মার পতন হইলেও তাঁহার মৃত্যু হয় না।[৭৯]

অনন্তর যোগী অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে নিষ্পত্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। এই অবস্থা দ্বারা যোগী অনাদি কর্ম্মপরম্পরা ও কর্ম্মের বীজস্বরূপ অনাদি অবিদ্যা উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মামৃত পান করিতে থাকেন।[৮০] ধীর, প্রশান্ত, জীবন্মুক্ত যোগী যখন এইরূপে নিজ কর্ম্ম দ্বারা সমাধিসম্পন্ন হয়েন,[৮১] তখন সেই নিষ্পন্নসমাধি

---

* নাভিহৃন্মধ্যকে ইতি পাঠান্তরম্।

† শতব্রহ্মাগতেনাপি, শতব্রহ্মমৃতেনাপি ইতি বা পঠ্যতাম্।

যদা নিষ্পত্তিসম্পন্নঃ সমাধিঃ স্বেচ্ছয়া ভবেৎ।
গৃহীত্বা চেতনাং বায়ুঃ ক্রিয়াশক্তিঞ্চ বেগবান্॥ ৮২॥
সর্ব্বান্ চক্রান্ বিজিত্যাশু জ্ঞানশক্তৌ বিলীয়তে॥ ৮৩॥
ইদানীং ক্লেশহান্যর্থং বক্তব্যং বায়ুসাধনম্।
যেন সংসারচক্রেঽস্মিন্ রোগহানির্ভবেৎ * ধ্রুবম্॥ ৮৪॥
রসনাং তালুমূলে যঃ স্থাপয়িত্বা বিচক্ষণঃ।
পিবেৎ প্রাণানিলং তস্য রোগাণাং † সংক্ষয়ো ভবেৎ॥ ৮৫॥
কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং শীতলং বা বিচক্ষণঃ।
প্রাণাপানবিধানজ্ঞঃ স ভবেন্মুক্তিভাজনঃ॥ ৮৬॥

যোগী যে সময়ে ইচ্ছা করেন, সেই সময়েই সমাধি অবলম্বন করিতে পারেন এবং তাঁহার বেগবান্ প্রাণবায়ু শরীরস্থ ক্রিয়াশক্তি ও চেতনা লইয়া[৮২] সমুদায় চক্র ভেদ পূর্ব্বক জ্ঞানশক্তিতে লয়প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ এই সমাধিকালে যোগীর শরীর-স্পন্দন ও বাহ্য-চৈতন্য কিছুই থাকে না; কেবল নির্ব্বিষয় নির্ব্বিকল্প জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে।[৮৩]

এক্ষণে সাধকের ক্লেশ দূর করিবার নিমিত্ত বায়ুসাধন বলিতেছি। এই বায়ুসাধন দ্বারা এই সংসারে শারীরিক সমুদায় রোগ শান্তি হয়, সন্দেহ নাই।[৮৪]

যে বিচক্ষণ সাধক তালুমূলে রসনা স্থাপন করিয়া প্রাণানিল পান করিবেন (মুখ দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু আকর্ষণ করিয়া নাসিকা দ্বারা পরিত্যাগ করিবেন), তাঁহার উৎপন্ন বা উপস্থিতপ্রায় রোগ সমস্ত সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।[৮৫]

প্রাণাপান-বিধানজ্ঞ অর্থাৎ যিনি প্রাণ ও অপানের যোগ বিধানে সমর্থ, তাদৃশ বিচক্ষণ যোগী যদি কাকচঞ্চু দ্বারা অর্থাৎ জিহ্বা ও ওষ্ঠাধর কাকচঞ্চুর

* ভোগহানির্ভবেৎ ইতি পুস্তকান্তরধৃতঃ পাঠঃ।
† যোগানাম্ ইতি পাঠস্তু প্রামাদিকঃ।

সরসং যঃ পিবেদ্বায়ুং প্রত্যহং বিধিনা সুধীঃ।
নশ্যন্তি যোগিনস্তস্য শ্রমদাহজ্বরাময়াঃ ॥ ৮৭ ॥
রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা যশ্চান্দ্রসলিলং * পিবেৎ।
মাসমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতম্ ॥ ৮৮ ॥
রাজদন্তবিলং গাঢ়ং সংপীড্য বিধিনা পিবেৎ।
ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং দেবীং ষণ্মাসেন কবির্ভবেৎ ॥ ৮৯ ॥
কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
কুণ্ডলিন্যা মুখে ধ্যাত্বা ক্ষয়রোগস্য শান্তয়ে ॥ ৯০ ॥

ন্যায় করিয়া তদ্দ্বারা শীতল বিশুদ্ধ বায়ু পান করেন, তাহা হইলে তিনি উপস্থিত রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।[৮৬]

যে সুবুদ্ধি যোগী উক্ত বিধান অনুসারে প্রতিদিন বিশুদ্ধ সরস (জলীয়বাষ্প-মিশ্রিত) বায়ু পান করিবেন, তাঁহার শ্রমজ্বর, দাহজ্বর ও অন্যান্য পীড়া বিদূরিত হইবে।[৮৭]

যে যোগী রসনা ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া ললাটস্থিত চন্দ্রমণ্ডল-বিগলিত অমৃত পান করিবেন, তিনি একমাস মাত্র সাধন দ্বারাই মৃত্যুকে জয় করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।[৮৮]

যিনি জিহ্বা ব্যাবর্ত্তিত করিয়া রাজদন্তের (১৫) সন্নিহিত বিবর দৃঢ়রূপে নিপীড়ন পূর্ব্বক দেবী কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান সহকারে যথাবিধি বিশুদ্ধ বায়ু পান করিবেন, তিনি ছয় মাস সাধন দ্বারা কবিত্বশক্তি লাভ করিতে পারিবেন।[৮৯]

যদি কোন যোগীর ক্ষয়রোগ হয়, তাহা হইলে তিনি তৎশান্তির নিমিত্ত কুণ্ডলিনীর মুখে আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, এইরূপ ধ্যান করিয়া প্রাতঃকালে

* যশ্চন্দ্রে সলিলম্ ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে।

(১৫)—রাজদন্ত অর্থাৎ কসের দাঁত; যাহা 'আক্কেল দাঁত' শব্দে কথিত হইয়া থাকে।

অহর্নিশং পিবেদ্যোগী কাকচঞ্চ্বা বিচক্ষণঃ।
দূরশ্রুতির্দ্দূরদৃষ্টিস্তথাস্যাদর্শনং * খলু॥ ৯১॥
দন্তৈর্দন্তান্ † সমাপীড্য পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ।
ঊর্দ্ধজিহ্বঃ সুমেধাবী মৃত্যুং জয়তি সোঽচিরাৎ॥ ৯২॥
ষণ্মাসমাত্রমভ্যাসং যঃ করোতি দিনে দিনে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রোগান্নাশয়তে হি সঃ॥ ৯৩॥
সম্বৎসরকৃতাভ্যাসাৎ ভৈরবো ভবতি ধ্রুবম্।
অণিমাদিগুণান্ লব্ধ্বা জিতভূতগণঃ স্বয়ম্॥ ৯৪॥

ও সায়ংকালে কাকচঞ্চু দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু পান করিবেন; তাহা হইলেই তিনি রোগমুক্ত হইতে পারিবেন।[৯০]

যে বিচক্ষণ যোগী দিবারাত্র কাকচঞ্চু দ্বারা বায়ু পান করিবেন; তাঁহার দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, এবং অদৃশ্যীকরণ সিদ্ধি হইবে।[৯১]

যে সুমেধাবী যোগী দন্ত দ্বারা দন্ত নিপীড়িত করিয়া ঊর্দ্ধজিহ্ব হইয়া শনৈঃশনৈ বায়ু পান করিবেন, তিনি অল্পকাল মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারিবেন।[৯২]

যে যোগী ছয় মাস মাত্র প্রতিদিন এইরূপ সাধনা করিবেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবেন, এবং তাঁহার শরীরে কোন রোগ থাকিবে না।[৯৩]

যদি কোন যোগী এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন এইরূপ বায়ুসাধন করেন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ ভৈরবস্বরূপ হইয়া পঞ্চভূত পরাজয় পূর্ব্বক অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টৈশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েন, সন্দেহ নাই।[৯৪]

---

* স্যাদ্দর্শনম্ ইতি পাঠস্তু প্রমাদবিজৃম্ভিতঃ।

† দন্তে দন্তান্ ইতি পাঠান্তরম্।

রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
ক্ষণেন মুচ্যতে যোগী ব্যাধিমৃত্যুজরাদিভিঃ ॥ ৯৫ ॥
রসনাং প্রাণসংযুক্তাং পীড্যমানাং বিচিন্তয়েৎ।
ন তস্য জায়তে মৃত্যুঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ॥ ৯৬ ॥
এবমভ্যাসযোগেন কামদেবো দ্বিতীয়কঃ।
ন ক্ষুধা ন তৃষা নিদ্রা নৈব মূর্চ্ছা প্রজায়তে ॥ ৯৭ ॥
অনেনৈব বিধানেন যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
ভবেৎ স্বচ্ছন্দচারী চ সর্ব্বাপৎপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৯৮ ॥
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্মোদতে স সুরৈরপি।
পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যেত হ্যেতদাচরণেন সঃ ॥ ৯৯ ॥
চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ।
তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় ময়োক্তানি ব্রবীম্যহম্ ॥ ১০০ ॥
সিদ্ধাসনং তথা পদ্মাসনঞ্চোগ্রঞ্চ স্বস্তিকম্ ॥ ১০১ ॥

যদি যোগী ক্ষণার্দ্ধমাত্র রসনা ঊর্দ্ধগামিনী করিয়া (বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক) অবস্থান করেন, তাহা হইলে তিনি ক্ষণকাল মধ্যেই ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু হইতে মুক্ত হইতে পারেন।[৯৫]

যিনি রসনাগ্র কণ্ঠে প্রদান পূর্ব্বক তাহাতে প্রাণ সংযুক্ত করিয়া নিপীড়িত করিবেন, তাঁহার কথনই মৃত্যু হইবে না। ইহা সম্পূর্ণ সত্য।[৯৬] এইরূপ অভ্যাস করিলে দ্বিতীয় কামদেব স্বরূপ রূপলাবণ্য-সম্পন্ন হইতে পারা যায়; এবং ইহা দ্বারা শরীরের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা বা মূর্চ্ছা উপস্থিত হইতে পারে না।[৯৭] এই বিধান দ্বারা যোগানুষ্ঠান করিলে যোগী এই ধরণীতলে স্বচ্ছন্দচারী (কামচারী) ও সর্ব্বাপৎপরিবর্জ্জিত হয়েন; তিনি[৯৮] দেবগণের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন, পুণ্যপাপে লিপ্ত হয়েন না এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার আর সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না।[৯৯]

যোনিং সংপীড্য যত্নেন পাদমূলেন সাধকঃ।
মেঢ্রোপরি পাদমূলং বিন্যসেৎ যোগবিৎ সদা॥ ১০২॥
দৃষ্ট্যা নিরীক্ষ্য ভ্রূমধ্যং নিশ্চলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
বিশেদবক্রকায়শ্চ * রহস্যুদ্বেগবর্জ্জিতঃ॥ ১০৩॥
এতৎ সিদ্ধাসনং জ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কম্।
যেনাভ্যাসবশাৎ শীঘ্রং যোগনিষ্পত্তিমাপ্নুয়াৎ॥ ১০৪॥
সিদ্ধাসনং সদা সেব্যং পবনাভ্যাসিভিঃ পরম্।
যেন সংসারমুৎসৃজ্য লভ্যতে পরমা গতিঃ॥ ১০৫॥

আমি অন্যান্য তন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ চতুরশীতি প্রকার আসন বলিয়াছি, এস্থলে তন্মধ্যে কেবল প্রধান চারিটিমাত্র আসন বলিতেছি।[১০০] যথা—সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, উগ্রাসন ও স্বস্তিকাসন।[১০১]

সিদ্ধাসন যথা:—

যোগবিৎ সাধক বাম পাদের মূলদেশ দ্বারা প্রযত্ন সহকারে যোনি (লিঙ্গ ও গুহ্যদেশের মধ্যস্থল) নিপীড়িত করিয়া, দক্ষিণ পদের গুল্ফ (যাহাতে লিঙ্গদ্বার রুদ্ধ হয়, এরূপ ভাবে) উপস্থের উপরি সংস্থাপন করিবেন,[১০২] এবং সংযতেন্দ্রিয় ও নিশ্চলদেহ হইয়া ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিবেন। বিশেষত নির্জ্জনে উদ্বেগ রহিত হইয়া এরূপ ভাবে উপবেশন করিতে হইবে যে, শরীরের কোন অংশ যেন বক্রভাবাপন্ন না হয়।[১০৩] এইরূপ উপবেশনের নাম সিদ্ধাসন। অনেক সিদ্ধ পুরুষ এই আসন দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এই সিদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিলে সত্বরই যোগের নিষ্পত্তি-অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।[১০৪] যাঁহারা বায়ুসাধন করেন, তাঁহাদের পক্ষে সিদ্ধাসন অবলম্বন করা সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য। এই সিদ্ধাসন দ্বারা যোগাভ্যাস করিলে সংসারসাগর উত্তীর্ণ

---

* দৃষ্ট্যা ইত্যত্র উর্দ্ধে, সংযতেন্দ্রিয়ঃ ইত্যত্র সংজিতেন্দ্রিয়ঃ, বিশেদবক্রকায়শ্চ ইত্যত্র বিশেষোঽবক্রকায়শ্চ ইতি পাঠান্তরম্।

নাতঃ পরতরং গুহ্যমাসনং বিদ্যতে ভুবি।
যেনানুধ্যানমাত্রেণ যোগী পাপাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১০৬ ॥
উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা ঊরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
ঊরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বা তু তাদৃশৌ ॥ ১০৭ ॥
নাসাগ্রে বিন্যসেদ্দৃষ্টিং, দন্তমূলঞ্চ * জিহ্বয়া।
উত্তভ্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য † পবনং শনৈঃ ॥ ১০৮ ॥
যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যা ততঃ পশ্চাৎ রেচয়েদবিরোধতঃ ॥ ১০৯ ॥
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
দুর্লভং যেন কেনাপি ধীমতা লভ্যতে পরম্ ॥ ১১০ ॥

হইয়া পরমগতি লাভ করিতে পারা যায়।[১০৫] এই সিদ্ধাসন অপেক্ষা গুহ্য ও শ্রেষ্ঠতম আসন পৃথিবীতে আর নাই। যোগী পুরুষ ইহার অনুধ্যান মাত্রই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন।[১০৬]

পদ্মাসন যথা:—

বাম পদতল দক্ষিণ উরূপরি এবং দক্ষিণ পদতল বাম উরূপরি প্রযত্ন সহকারে উত্তানভাবে স্থাপন পূর্ব্বক গুরূপদেশ অনুসারে করতলদ্বয়ও উরুদ্বয় মধ্যে ঐ রূপ উত্তান ভাবে স্থাপন করিবে;[১০৭] এবং দন্তমূলে জিহ্বা বিন্যাস পূর্ব্বক নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিতে হইবে। এই সময় বক্ষঃস্থল কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া তাহাতে চিবুক স্থাপন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বায়ু[১০৮] আকর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা যথাশক্তি উদর পূর্ণ করিবে। পরে শরীরের অবিরোধে যথাশক্তি কুম্ভক করিয়া পশ্চাৎ ধীরে ধীরে ঐ বায়ু পরিত্যাগ করিবে।[১০৯] যোগীরা ইহাকেই পদ্মাসন বলিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা সমুদায় শারীরিক ব্যাধি বিদূরিত হয়।

* নাসাগ্রে বিন্যসেৎ রাজদন্তমূলঞ্চ ইতি পাঠান্তরম্।

† উত্তোল্য চিবুকং বক্ষস্থ্যথাপ্য ইতি পাঠস্ত ভ্রমবিজৃম্ভিতঃ।

অনুষ্ঠানে কৃতে প্রাণঃ সমশ্চলতি তৎক্ষণাৎ।
ভবেদভ্যাসনে সম্যক্ সাধকস্য ন সংশয়ঃ॥ ১১১॥
পদ্মাসনে স্থিতো যোগী প্রাণাপানবিধানতঃ।
পূরয়েৎ স বিমুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥ ১১২॥
প্রসার্য্য চরণদ্বন্দ্বং পরস্পরমসংযুতম্।
স্বপাণিভ্যাং দৃঢ়ং ধৃত্বা জানূপরি শিরো ন্যসেৎ॥ ১১৩॥
আসনোগ্রমিদং প্রোক্তং ভবেদনিলদীপনম্।
দেহাবসাদহরণং পশ্চিমোত্তানসংজ্ঞকম্॥ ১১৪॥

এই পদ্মাসন সর্ব্বসাধারণের পক্ষে দুর্লভ। যিনি বিচক্ষণ, কেবল তিনিই গুরুর নিকট ইহা লাভ করিয়া থাকেন।[১১০] এই পদ্মাসনের অভ্যাস করিলে প্রাণ-বায়ু তৎক্ষণাৎ সরলভাবে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং ইহার অভ্যাস করিলে ঐ প্রাণবায়ু নিয়তই সমীচীন রূপে সরল পথে (সুষুম্নাপথে) গমন করিতে থাকে, সন্দেহ নাই।[১১১] যোগী পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণ ও অপানের বিধান অনুসারে যদি উদর পূরণ করেন; অর্থাৎ যদি তিনি প্রাণকে অধো-গামী এবং অপানকে উর্দ্ধগামী করিয়া নাভিমণ্ডলে সমানের সহিত যোগ করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে তিনি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।[১১২]

উগ্রাসন যথা:—

সাধক উপবেশন পূর্ব্বক চরণদ্বয় এরূপ ভাবে প্রসারিত করিবেন যে, ঐ চরণদ্বয় যেন পরস্পর সংলগ্ন না হয়; পরে গুরূপদেশ ক্রমে বাম পদতলে বাম-হস্তের অঙ্গুলিচতুষ্টয় এবং দক্ষিণ পদতলে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিচতুষ্টয় স্থাপন পূর্ব্বক বাম করতল দ্বারা বাম পদের অঙ্গুলি সমুদায় এবং দক্ষিণ করতল দ্বারা দক্ষিণ পদের অঙ্গুলি সমুদায় দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্ব্বক জানুদ্বয়ের মধ্যস্থলে মস্তক বিন্যস্ত করিবে।[১১৩] (পরন্তু সাবধান হইতে হইবে, যেন এ সময় মেরুদণ্ড বক্র না হয়।) ইহার নাম উগ্রাসন। অনেকে ইহাকে পশ্চিমোত্তান আসনও

য এতদাসনং শ্রেষ্ঠং প্রত্যহং সাধয়েৎ সুধীঃ।
বায়ুঃ পশ্চিমমার্গেণ তস্য সঞ্চরতি ধ্রুবম্ ॥ ১১৫ ॥
এতদভ্যাসশীলানাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
তস্মাদ্যোগী প্রযত্নেন সাধয়েৎ সিদ্ধিসাধকঃ ॥ ১১৬ ॥
গোপ্তব্যং সুপ্রযত্নেন ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
যেন শীঘ্রং মরুৎসিদ্ধির্ভবেদ্দুঃখৌঘনাশিনী ॥ ১১৭ ॥
জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ ধৃত্বা পাদতলে উভে।
সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে ॥ ১১৮ ॥
অনেন বিধিনা যোগী মারুতং সাধয়েৎ সুধীঃ।
দেহে ন ক্রমতে ব্যাধিস্তস্য বায়ুশ্চ সিদ্ধ্যতি ॥ ১১৯ ॥

বলিয়া থাকেন। এই উগ্রাসন দ্বারা জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত হয়, এবং দেহের অবসন্নতাও বিদূরিত হইয়া থাকে।[১১৪] যে বুদ্ধিমান্ সাধক প্রতিদিন এই উৎকৃষ্ট আসনের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার বায়ু পশ্চিম মার্গে অর্থাৎ সুষুম্নাপথে সঞ্চারিত হয়, সন্দেহ নাই।[১১৫] যে যোগী প্রতিদিন ইহা অভ্যাস করেন, তাঁহার সমুদায় সিদ্ধি হয়, অতএব সিদ্ধিপ্রার্থী সাধক প্রতিদিন প্রযত্ন সহকারে এই উগ্রাসন সাধন করিবেন।[১১৬] এই আসন প্রযত্ন সহকারে গোপন করা কর্ত্তব্য; ইহা যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। এই আসন দ্বারা শীঘ্র বায়ুসিদ্ধি হয়, সুতরাং দুঃখসমূহও বিধ্বস্ত হইয়া থাকে।[১১৭]

স্বস্তিকাসন যথা :—

সাধক উভয় জানুদেশ ও উভয় ঊরুদেশের মধ্যস্থলে উভয় পদতল স্থাপন পূর্ব্বক সরল শরীর হইয়া সুখে উপবেশন করিবেন। যোগীরা ইহাকে স্বস্তিকাসন বলিয়া থাকেন।[১১৮] যে বুদ্ধিমান্ যোগী এই আসনে উপবেশন পূর্ব্বক যথাবিধানে বায়ুসাধন করেন, তাঁহার শরীরে কোন পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় না এবং অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার বায়ুসিদ্ধি হয়।[১১৯] এই স্বস্তিকাসন সুখাসন শব্দেও অভিহিত

সুখাসনমিদং প্রোক্তং সর্ব্বদুঃখপ্রণাশনম্।
স্বস্তিকং যোগিভির্গোপ্যং স্বস্থীকরণমুত্তমম্ * ॥ ১২০ ॥

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগানুষ্ঠানপদ্ধতৌ যোগাভ্যাসতত্ত্ব কথনে
তৃতীয়ঃ পটলঃ।

হইয়া থাকে। এই আসন দ্বারা সমুদায় দুঃখ বিদূরিত হয়। ইহা দ্বারা শরীর প্রকৃতিস্থ ও মন আত্মস্থ হইয়া থাকে। এই আসন গোপন করা যোগীদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।[১২০]

যোগাভ্যাসতত্ত্ব কথন নামক তৃতীয় পটল সমাপ্ত।

* সুস্থীকরণমুত্তমম্ ইতি পাঠান্তরম্।

চতুর্থপটলঃ।

আদৌ পূরকযোগেন স্বাধারে পূরয়েন্মনঃ।
গুদমেঢ্রান্তরে যোনিস্তমাকুঞ্চ্য প্রবর্ত্ততে ॥ ১ ॥
ব্রহ্মযোনিগতং ধ্যাত্বা কামং বন্ধূকসন্নিভম্ *।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্ ॥ ২ ॥
তস্যোর্দ্ধে তু শিখা সূক্ষ্মা চিদ্রূপা পরমা কলা।
তয়া পিহিতমাত্মানম্ † একীভূতং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩ ॥

এক্ষণে যোনিমুদ্রা-সাধন কথিত হইতেছে; যথা—

প্রথমত পূরক দ্বারা মনকে মূলাধারে স্থাপন করিতে হইবে। পরে গুহ্যদ্বার ও উপস্থের মধ্যস্থলে যে যোনিমণ্ডল আছে, (কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত) তাহা আকুঞ্চিত করিয়া যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইবে (১৬)।১ এই যোনি-মণ্ডলকে ব্রহ্মযোনিও বলা যায়। বন্ধূককুসুম সদৃশ কন্দর্পবায়ু এই যোনি-মণ্ডলে নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে; এই কন্দর্পবায়ু কোটি কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন ও কোটি কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল; এই কন্দর্পবায়ুর ঊর্দ্ধ-ভাগে [মধ্যস্থলে] সূক্ষ্মা শিখাস্বরূপা চৈতন্যরূপিণী পরমা কলা (কুণ্ডলিনী) আছেন; সাধক এইরূপ ধ্যান করিয়া ভাবনা করিবেন যে, আত্মা সেই পরমা কলা কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত ও একীভূত হইয়াছেন;২।৩ এবং মন, প্রাণ ও আত্মার সহিত

---

* কন্দুকসন্নিভম্ ইতি পাঠান্তরম্।

† তথা পিহিতমাত্মানম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

(১৬)—এখানে মূলে আছে, "তমাকুঞ্চ্য প্রবর্ত্ততে।" পরন্তু কোন কোন প্রামাণিক যোগগ্রন্থে "তমাকুঞ্চ্য প্রবন্ধয়েৎ।" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অর্থ এই যে; মূলাধার আকুঞ্চিত করিয়া পশ্চাদুক্ত মূলবন্ধ করিবে। ফলত, এস্থলেও মূলবন্ধ অবলম্বন করিয়াই অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধগামী করা আবশ্যক।

গচ্ছন্তী ব্রহ্মমার্গেণ * লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ।
অমৃতং তদ্বিসর্গস্থং পরমানন্দলক্ষণম্ ॥ ৪ ॥
শ্বেতরক্তং তেজসাঢ্যং সুধাধারাপ্রবর্ষিণম্ † ।
পীত্বা কুলামৃতং দিব্যং পুনরেব বিশেৎ কুলম্ ॥ ৫ ॥
পুনরেবাকুলং ‡ গচ্ছেন্মাত্রাযোগেন নান্যথা।
সা চ প্রাণসমা খ্যাতা হ্যস্মিংস্তন্ত্রে ময়োদিতে ॥ ৬ ॥

একীভূত ঐ কুণ্ডলিনী, ক্রমে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও ইতরলিঙ্গ এই লিঙ্গত্রয় ভেদ পূর্ব্বক অর্থাৎ ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া সুষুম্নার অন্তর্গত ব্রহ্মমার্গে গমন করিতেছেন। এইরূপে যখন কুলকুণ্ডলিনী অকুলস্থানে (সহস্রারে) উপনীত হইবেন, তখন তিনি বিসর্গস্থিত (১৭) দিব্য কুলামৃত পান করিতে থাকিবেন। এই কুলামৃত পরমানন্দময়, শ্বেতরক্তবর্ণ (সত্ত্বরজোময়) ও তেজঃসম্পন্ন; ইহা হইতে সুধাধারা বর্ষণ হইতেছে। কুলকুণ্ডলিনী এইরূপে দিব্য কুলামৃত পান করিয়া পুনর্ব্বার কুলস্থানে অর্থাৎ মূলাধারে প্রতিগমন করিবেন।[৪।৫]

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী পুনর্ব্বার পূর্ব্বের সমান মাত্রানুসারে পূরক দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় অকুলস্থানে (সহস্রারে) গমন করিবেন (১৮)। মদুক্ত [শিবোক্ত] তন্ত্র

* ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ইতি বা পঠ্যতাম্।

† সুধাপতেঃ প্রবর্ষণম্ ইত্যপি পাঠঃ।

‡ পুনরেব কুলম্ ইতি বহুপুস্তকেষু দৃশ্যতে।

(১৭)—সহস্রারে বিসর্গস্থান ও সেখানে সুধাস্রাবিণী অমাকলা অর্থাৎ চন্দ্রের ষোড়শী কলা আছে। এই অমাকলা অক্ষয়া ও অমৃতধারিণী। কুলকুণ্ডলিনী সেই বিসর্গস্থানে অমাকলা হইতে অমৃতধারা পান করেন।

(১৮)—এই যোগই রূপক ভাবে মেরুতন্ত্রে—"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"—এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু অনেকে, ভ্রমবশত, এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ মনে করেন যে, পুনঃপুন অপরিমিত সুরাপান করিয়া অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িবে, পরে চৈতন্য হইলেই পুনর্ব্বার উঠিয়া পান করিবে। ক্রমাগত এইরূপ

পুনঃ প্রলীয়তে তস্যাং কালাগ্ন্যাদিশিবাত্মকম্ ॥ ৭ ॥
যোনিমুদ্রা পরা হ্যেষা বন্ধস্তস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্যাস্তু বন্ধমাত্রেণ তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ ॥ ৮ ॥

সমুদায়ে উল্লিখিত এই কুলকুণ্ডলিনীই আমার প্রাণসদৃশ প্রিয়তমা বলিয়া বিখ্যাত।[৬] কুণ্ডলিনী যখন সহস্রারে গমন করিবেন, তখন কালাগ্নি প্রভৃতি শিবগণ পুনর্ব্বার তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইবেন (১৯)।[৭] এই যোনিমুদ্রাসাধন কথিত হইল। এই যোনিমুদ্রা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই যোনিমুদ্রা-বন্ধ দ্বারা যাহা সিদ্ধ করিতে না পারা যায়, এরূপ কার্য্যই নাই।[৮]

করিলে পুনর্ব্বার আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। ফলত ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই যোনিমুদ্রা দ্বারা কুণ্ডলিনী সহস্রারে উত্থিত হইয়া পুনঃপুন সুধাপান পূর্ব্বক মূলাধারে পৃথিবী-মণ্ডলে পতিত হইবেন। পরে পুনর্ব্বার সহস্রারে উত্থিত হইয়া সুধাপান করিবেন। এইরূপে যোনিমুদ্রা সাধন করিলে পুনর্ব্বার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না।

(১৯)—ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্ শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

মূলাধারে ব্রহ্মা, স্বাধিষ্ঠানে বিষ্ণু, মণিপূরে রুদ্র বা কালাগ্নি, অনাহতচক্রে ঈশ্বর বা নারায়ণ, বিশুদ্ধচক্রে সদাশিব, এবং আজ্ঞাচক্রে পরশিব, এই ছয় দেবতা শিবশব্দ-বাচ্য। কুলকুণ্ডলিনী যখন মূলাধার পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হয়েন, তখন মূলাধারস্থিত ব্রহ্মা তাঁহার শরীরে লয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ, কুণ্ডলিনী যখন স্বাধিষ্ঠানে গমন করেন, তখন তত্রত্য মহাবিষ্ণু; যখন মণিপূরে গমন করেন, তখন তত্রত্য কালাগ্নি; যখন অনাহতচক্রে গমন করেন, তখন তৎস্থানস্থিত নারায়ণ; যখন বিশুদ্ধচক্রে গমন করেন, তখন তৎস্থানস্থিত সদাশিব; এবং যখন আজ্ঞাচক্রে গমন করেন, তখন তৎস্থানস্থিত পরশিব; কুলকুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হয়েন। এস্থলে যদিও বিস্তারিত রূপে উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি "আদি" শব্দ দ্বারা অবগত হইতে হইবে যে, কুণ্ডলিনী যখন অকুলস্থানে অর্থাৎ সহস্রারে গমন করিতে থাকিবেন, তখন সাবিত্রী প্রভৃতি সমুদায় চক্রস্থিত সমুদায় দেবতা ও ডাকিনী প্রভৃতি সমুদায় শক্তি তাঁহার শরীরে যথাক্রমে লয়প্রাপ্ত হইবেন। পরে আবার যখন তিনি কুলস্থানে অর্থাৎ মূলাধারে প্রতিগমন করিবেন, তখন ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীর হইতে প্রতিচক্রের দেবতা ও শক্তি আবির্ভূত হইতে থাকিবেন। যিনি ইহা বিশেষরূপে অবগত হইতে অভিলাষী হয়েন, তিনি আমাদের সম্পাদিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ১৫৬ পৃষ্ঠায় ৮৭ সংখ্যা টিপ্পনী দেখিবেন।

ছিন্নরূপাস্তু যে মন্ত্রাঃ কীলিতাঃ স্তম্ভিতাশ্চ যে।
দগ্ধমন্ত্রাঃ শিখাহীনা * মলিনাস্তু তিরস্কৃতাঃ ॥ ৯ ॥
মন্দা বালাস্তথা বৃদ্ধাঃ প্রৌঢ়া যৌবনগর্ব্বিতাঃ।
অরিপক্ষে স্থিতা যে চ নির্ব্বীর্য্যাঃ সত্ত্ববর্জ্জিতাঃ ॥ ১০ ॥
তথা সত্ত্বেন † হীনা যে খণ্ডিতাঃ শতধা কৃতাঃ।
বিধানেন তু সংযুক্তাঃ প্রভবন্তি চিরেণ তু ॥ ১১ ॥
সিদ্ধিমোক্ষপ্রদাঃ সর্ব্বে গুরুণা বিনিযোজিতাঃ ॥ ১২ ॥
দীক্ষয়িত্বা বিধানেন অভিষিচ্য সহস্রধা।
ততো মন্ত্রাধিকারার্থমেষা মুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি ত্রৈলোক্যমপি ঘাতয়েৎ ‡।
নাসৌ লিপ্যতি পাপেন যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ ॥ ১৪ ॥

যে সমুদায় মন্ত্র ছিন্ন, কীলিত, স্তম্ভিত, দগ্ধ, শিখাহীন, মলিন, তিরস্কৃত,[৯] মন্দ, বাল, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যৌবনগর্ব্বিত, অরিপক্ষস্থিত, নির্ব্বীর্য্য, সত্ত্বহীন,[১০] বলহীন, খণ্ডিত, শতধাকৃত, এবং সাধ্যসাধ্য, অর্থাৎ যথা বিধানে জপ করিলে যাহা বহুকালে সিদ্ধ হয় (২০)।[১১] সেই সমুদায় মন্ত্র সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত গুরু এই যোনিমুদ্রার উপদেশ দিয়া থাকেন। এই যোনিমুদ্রা সাধন দ্বারা উক্ত সমুদায় মন্ত্রেও সিদ্ধি ও মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়।[১২] গুরু যথাবিধানে দীক্ষা করিয়া ইষ্ট দেবতার সহস্র নাম দ্বারা সহস্র অভিষেক পূর্ব্বক শিষ্যকে মন্ত্রাধিকারী করিবার নিমিত্ত এই যোনিমুদ্রা প্রদান করিয়া থাকেন।[১৩] যিনি যোনিমুদ্রা

---

* শিখালীনা ইতি, শিখাসীনা ইতি চ পাঠান্তরম্।

† তয়া সত্ত্বেন ইতি, ত্বয়া সত্ত্বেন ইতি চ পাঠঃ।

‡ ত্রৈলোক্যস্যাপি ঘাতনম্ ইতি পাঠভেদঃ।

(২০)—এই সকল দূষিত মন্ত্রের লক্ষণাদি জানিতে ইচ্ছা হইলে প্রাণতোষিণী (৩য় সংস্করণ ৪৯ পৃষ্ঠা) এবং তন্ত্রসার ও আগমতত্ত্ববিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিবেন।

গুরুহা চ সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
এতৈঃ পাপৈর্ন বধ্যেত যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ ॥ ১৫ ॥
তস্মাদভ্যাসনং নিত্যং কর্ত্তব্যং মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।
অভ্যাসাজ্জায়তে সিদ্ধিরভ্যাসান্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬ ॥
সম্বিদং লভতেঽভ্যাসাৎ যোগোঽভ্যাসাৎ প্রবর্ত্ততে।
মুদ্রাণাং সিদ্ধিরভ্যাসাদভ্যাসাদ্বায়ুসাধনম্ ॥ ১৭ ॥
কালবঞ্চনমভ্যাসাৎ তথা মৃত্যুঞ্জয়ো ভবেৎ।
বাক্‌সিদ্ধিঃ কামচারিত্বং ভবেদভ্যাসযোগতঃ ॥ ১৮ ॥
যোনিমুদ্রা পরং গোপ্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ।
সর্ব্বথা নৈব দাতব্যা প্রাণৈঃ কণ্ঠাগতৈরপি * ॥ ১৯ ॥

বন্ধন করিয়া থাকেন, তিনি যদি সহস্র সহস্র ব্রহ্মহত্যা করেন, অথবা ত্রৈলোক্য বিধ্বস্ত করেন, তথাপি পাপে লিপ্ত হয়েন না।[১৪] যিনি যোনিমুদ্রা বন্ধনে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন, তিনি যদি পরদ্রব্য অপহরণ করেন, সুরাপান করেন, গুরুতল্প-গামী হয়েন, অথবা গুরুহত্যাও করেন, তথাপি তত্তৎপাপে লিপ্ত হয়েন না।[১৫]

অতএব যাঁহারা মোক্ষ বাসনা করেন, তাঁহাদের যোনিমুদ্রা বন্ধন নিয়ত অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। কারণ অভ্যাস দ্বারাই সিদ্ধি হয়, অভ্যাস দ্বারাই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়,[১৬] অভ্যাস দ্বারাই জ্ঞানলাভ হয়, অভ্যাস দ্বারাই যোগসিদ্ধি হয়, অভ্যাস দ্বারাই মুদ্রাসিদ্ধি হয়, অভ্যাস দ্বারাই বায়ুসিদ্ধি হয়,[১৭] অভ্যাস দ্বারাই কালও বঞ্চিত হয়, অভ্যাস দ্বারাই মৃত্যুঞ্জয় হইতেও পারা যায়, এবং অভ্যাস দ্বারাই বাক্‌সিদ্ধ ও কামচারীও হওয়া যাইতে পারে।[১৮] এই যোনিমুদ্রা সম্পূর্ণরূপে গোপন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য ; অনধিকারী ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। এমন কি কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও যে কোন ব্যক্তিকে ইহা দান করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।[১৯]

---

* কণ্ঠগতৈরপি ইতি বা পঠনীয়ম্।

অধুনা কথয়িষ্যামি যোগসিদ্ধিকরং পরম্।
গোপনীয়ং সুসিদ্ধানাং যোগং পরমদুর্ল্লভম্ ॥ ২০ ॥
সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী।
তদা সর্ব্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োঽপি চ ॥ ২১ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রবোধয়িতুমীশ্বরীম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে সুপ্তাং মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেৎ ॥ ২২ ॥
মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী।
জালন্ধরো মূলবন্ধো বিপরীতকৃতিস্তথা ॥ ২৩ ॥
উড্ডানশ্চৈব বজ্রোলী দশমং শক্তিচালনম্।
ইদং হি মুদ্রাদশকং মুদ্রাণামুত্তমোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
মহামুদ্রাং প্রবক্ষ্যামি তন্ত্রেঽস্মিন্ মম বল্লভে।
যাং প্রাপ্য সিদ্ধাঃ সংসিদ্ধিং কপিলাদ্যাঃ পুরা গতাঃ ॥ ২৫ ॥

এক্ষণে পরম দুর্লভ যোগসিদ্ধির প্রধান উপায় বলিতেছি। ইহা যোগসিদ্ধ মহাত্মাদিগের অত্যন্ত গোপনীয়।[২০]

মূলাধার চক্রে কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মদ্বার রোধ পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছেন; শ্রীগুরুর প্রসাদে যখন সেই কুলকুণ্ডলিনী জাগরিত হয়েন, তখন শরীরস্থ সমুদায় পদ্মই প্রস্ফুটিত হয়, এবং সমুদায় গ্রন্থিভেদও হইয়া থাকে।[২১] অতএব ব্রহ্মদ্বারে প্রসুপ্তা জগদীশ্বরী কুণ্ডলিনীকে প্রবুদ্ধা করিবার নিমিত্ত মুদ্রা অভ্যাস করা সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য।[২২]

মুদ্রা যথা :—

মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, জালন্ধর, মূলবন্ধ, বিপরীতকরণী[২৩] উড্ডান, বজ্রোলী, ও শক্তিচালন, এই দশটি মুদ্রা সমুদায় মুদ্রার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[২৪] প্রাণবল্লভে! এক্ষণে এই তন্ত্রে মহামুদ্রা বর্ণন করিতেছি; কপিল প্রভৃতি সিদ্ধ মহর্ষিগণ এই মহামুদ্রা সেবন দ্বারা পূর্ব্বকালে সমীচীন সিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন।[২৫]

অপসব্যেন সংপীড্য পাদমূলেন সাদরম্।
গুরূপদেশতো যোনিং গুদমেঢ্রান্তরালগাম্ ॥ ২৬ ॥
সব্যং প্রসারিতং পাদং ধৃত্বা পাণিযুগেন বৈ।
নবদ্বারাণি সংযম্য চিবুকং হৃদয়োপরি ॥ ২৭ ॥
চিত্তং চিত্তপথে দত্ত্বা প্রারভেদ্বায়ুসাধনম্ *।
মহামুদ্রা ভবেদেষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ২৮ ॥
বামাঙ্গেন সমভ্যস্য দক্ষাঙ্গেনাভ্যসেৎ পুনঃ।
প্রাণায়ামং সমং † কৃত্বা যোগী নিয়তমানসঃ ॥ ২৯ ॥

মহামুদ্রা যথা:—

গুরূপদেশ অনুসারে প্রযত্ন সহকারে বামপাদের গুল্ফ দ্বারা গুহ্যদেশ ও উপস্থের মধ্যবর্ত্তী যোনিমণ্ডল নিপীড়িত করিয়া[২৬] দক্ষিণ পদ প্রসারণ পূর্ব্বক করতলযুগল দ্বারা তাহার অঙ্গুলি সমুদায়ের অগ্রভাগ ধারণ করিবে (২১)। এই সময় নবদ্বার সংযত করিয়া চিবুক হৃদয়ের উপরি রাখিতে হইবে।[২৭] এইরূপ অবস্থায় চিত্ত ব্রহ্মপথে স্থাপন পূর্ব্বক বায়ু সাধন করিতে আরম্ভ করিবে। ইহার নাম মহামুদ্রা। এই মহামুদ্রা সমুদায় তন্ত্রেই গুপ্ত রহিয়াছে।[২৮] এই মহামুদ্রা সাধনকালে প্রথমত, বামাঙ্গে যেরূপ করা হইবে, পশ্চাৎ সংযতচিত্তে দক্ষিণাঙ্গেও সেইরূপ করিতে হইবে। ফলত দক্ষিণ পদ প্রসারিত করিয়া যতবার প্রাণায়াম করা হয়, বামপাদ প্রসারিত করিয়াও ততবার প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য। (পরন্তু পূরক ও রেচকের সময় গুরূপদেশ মত পদতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া কার্য্য করিতে হইবে।)[২৯]

---

* প্রভবেদ্বায়ুসাধনম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

† প্রাণায়ামসমম্ ইতি পাঠান্তরম্।

(২১)—কোন কোন সাধক সমুদায় অঙ্গুলির পরিবর্ত্তে কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলি ধারণ করিয়া থাকেন।

মুদ্রামেতান্তু সংপ্রাপ্য গুরুবক্ত্রাৎ সুশোভিতাম্।
অনেন বিধিনা যোগী মন্দভাগ্যোঽপি সিদ্ধ্যতি ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বেষামেব নাড়ীনাং চালনং বিন্দুমারণম্ *।
জারণন্তু কষায়স্য † পাতকানাং বিনাশনম্ ॥ ৩১ ॥
কুণ্ডলীতাপনং বায়োর্ব্রহ্মরন্ধ্রপ্রবেশনম্।
সর্ব্বরোগোপশমনং জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩২ ॥
বপুষঃ কান্তিমমলাং জরামৃত্যুবিনাশনম্।
বাঞ্ছিতার্থফলং সৌখ্যমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ মারণম্ ॥ ৩৩ ॥

গুরুমুখে এই অপূর্ব্ব মুদ্রার উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। যোগসাধন-প্রবৃত্ত ব্যক্তি যদিও নিতান্ত হতভাগ্য হয়, তথাপি উক্ত বিধান অনুসারে সাধন করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।[৩০] বিশেষত ইহা দ্বারা সমুদায় নাড়ীর চালন ও বিন্দুমারণ (২২) হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা কষায় অর্থাৎ শরীরস্থ কলুষীভাব বিদূরিত হয় এবং সমুদায় পাতক বিধ্বস্ত হইয়া থাকে।[৩১] ইহা দ্বারা কুণ্ডলিনী উত্তপ্ত (ও জাগরিত) হইয়া বায়ুর সহিত ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করেন। ইহা দ্বারা সমুদায় শারীরিক রোগ শান্তি, জঠরাগ্নি বৃদ্ধি,[৩২] শরীরের সুনির্ম্মল কান্তি, মৃত্যুজয় ও বার্দ্ধক্যভাব অপনয়ন হয়। বিশেষত ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ সুখ, অভিপ্রেত সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দমন হইয়া থাকে।[৩৩] আমি যে সমুদায় ফল নির্দ্দেশ করিলাম, অভ্যাস দ্বারা

---

* বিন্দুধারণম্ ইতি বা পঠনীয়ম্।

† জীবনন্তু কষায়স্য ইতি জীবস্য কর্ষণঞ্চাপি ইতি চ পাণ্ডিত্যবলসম্পাদিত-ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতঃ পাঠঃ।

(২২)—সাধন দ্বারা শুক্র বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। সেই বাষ্প সহস্রারে উত্থিত হইলে, স্ত্রীসম্ভোগকালে শুক্রত্যাগের সময় যেরূপ আনন্দোদয় হয়, তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব হইতে থাকে। এ সময় কোনরূপ বাহ্যজ্ঞান থাকে না। ইহার নাম বিন্দুমারণ বা বিন্দুজারণ। বিন্দু শব্দের অর্থ শুক্র। সাধন দ্বারা যাঁহার শুক্র এরূপ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, তাঁহাকেই সকলে ঊর্দ্ধরেতা বলিয়া থাকে।

এতদুক্তানি সর্ব্বাণি যোগারূঢ়স্য যোগিনঃ।
ভবেদভ্যাসতোঽবশ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৪ ॥
গোপনীয়া প্রযত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে।
যান্তু প্রাপ্য ভবাম্ভোধেঃ পারং গচ্ছন্তি যোগিনঃ ॥ ৩৫ ॥
মুদ্রা কামদুঘা হ্যেষা সাধকানাং ময়োদিতা।
গুপ্তাচারেণ কর্ত্তব্যা ন দেয়া যস্য কস্যচিৎ ॥ ৩৬ ॥
ততঃ প্রসারিতঃ পাদো বিন্যস্য তমূরূপরি।
গুদযোনিং সমাকুঞ্চ্য কৃত্বা চাপানমূর্দ্ধগম্ ॥ ৩৭ ॥
যোজয়িত্বা সমানেন কৃত্বা প্রাণমধোমুখম্।
বন্ধয়েদুদরেঽত্যর্থং প্রাণাপানৌ চ * যঃ সুধীঃ ॥ ৩৮ ॥

যোগারূঢ় ব্যক্তির এতৎসমুদায় অবশ্যই হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।[৩৪] সুর-পূজিতে! প্রযত্ন সহকারে এই মহামুদ্রা গোপন করিবে। যোগীরা ইহা প্রাপ্ত হইয়া সংসার সাগরের পরপারে গমন করেন।[৩৫] আমি যে এই মহামুদ্রার উপদেশ প্রদান করিলাম, ইহা সাধকদিগের পক্ষে কামধেনু স্বরূপ হইয়া সমুদায় অভীষ্ট ফল প্রদান করে। ফলত অতীব গোপনে ইহা সাধন করিতে হইবে। যে কোন ব্যক্তিকে ইহার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।[৩৬]

মহাবন্ধ যথা:—

(এইরূপে মহামুদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিয়া) তৎপরেই সেই প্রসারিত চরণ উরুদেশে স্থাপন পূর্ব্বক মূলাধার আকুঞ্চন দ্বারা অপান বায়ুকে উর্দ্ধগামী করিয়া[৩৭] নাভিমণ্ডলে সমান বায়ুর সহিত সংযুক্ত করিবে এবং এই সময় প্রাণবায়ুকেও অধোমুখ করিয়া ঐ নাভিমণ্ডলে আনয়ন পূর্ব্বক ঐ প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাভিদেশে সমানের সহিত বদ্ধ ও রুদ্ধ করিবে; (ইহার নাম মহাবন্ধ)।[৩৮]

---

* প্রাণাপানাখ্য ইতি চ পাঠো দৃশ্যতে।

কথিতোঽয়ং মহাবন্ধঃ সিদ্ধমার্গপ্রদায়কঃ।
নাড়ীজালাদ্রসব্যূহো মূর্দ্ধানং যাতি যোগিনঃ * ॥ ৩৯ ॥
উভাভ্যাং সাধয়েৎ পদ্ভ্যামেকৈকং সুপ্রযত্নতঃ ॥ ৪০ ॥
ভবেদভ্যাসতো বায়ুঃ সুষুম্নামধ্যসঙ্গতঃ।
অনেন বপুষঃ পুষ্টির্দৃঢ়বন্ধোঽস্থিপিঞ্জরে ॥ ৪১ ॥
সংপূর্ণহৃদয়ো যোগী † ভবন্ত্যেতানি যোগিনঃ।
বন্ধেনানেন যোগীন্দ্রঃ সাধয়েৎ সর্ব্বমীপ্সিতম্ ॥ ৪২ ॥

এই যে মহাবন্ধ কহিলাম, ইহা সিদ্ধপথ-প্রদায়ক। এতৎসাধন দ্বারা যোগীদিগের নাড়ী সমুদায় হইতে রসসমূহ উর্দ্ধগামী হয়, সুতরাং নাড়ীর মলসমূহ বিদূরিত হইয়া থাকে।[৩৯] পরন্তু যোগীর কর্ত্তব্য এই যে, এক এক চরণে এক এক বার (মহামুদ্রা করিয়া তৎপরেই প্রসারিত চরণ উরূপরি স্থাপন পূর্ব্বক) প্রযত্ন সহকারে এই মহাবন্ধ সাধন করিবে, (কারণ মহাবন্ধ ব্যতিরেকে কেবল মহামুদ্রায় কোন ফল হয় না)।[৪০]

এইরূপ অভ্যাস দ্বারা বায়ু সুষুম্নার মধ্যে গমন করে। ইহা দ্বারা শরীরের পুষ্টি ও অস্থিপঞ্জর দৃঢ়বদ্ধ হয়।[৪১] এই মহাবন্ধ দ্বারা যোগী সম্পূর্ণহৃদয় হইয়া সমুদায় অভিপ্রেত সাধন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।[৪২]

(এই স্থলের একটি উপদেশ মূলে ব্যক্ত নাই, গুরুমুখে আছে। সেই গূঢ় উপদেশটি ব্যক্ত না করিলে মহাবেধ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারিব না। যে সময় প্রসারিত চরণ উরূপরি স্থাপন করিবে। সেই সময় ধ্যানমুদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রোড়ে উত্তান করতলদ্বয় স্থাপন করিতে হইবে এবং ঐ করতলদ্বয় দ্বারা অল্প পরিমাণে মূলাধার চাপিয়া রাখিবে। তাহা করিলে অপান বায়ু পুনর্ব্বার অধোগমন করিতে পারিবে না, মহাবেধ করিতেও সমর্থ হইবে।)

* নাড়ীজালাদ্রসব্যূহমূর্দ্ধং নয়তি যোগিনঃ ইতি পাঠান্তরম্

† সম্পূর্ণো হৃদয়ো যোগী ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ইতি চ পাঠঃ

অপানপ্রাণয়োরৈক্যং কৃত্বা ত্রিভুবনেশ্বরি।
মহাবেধস্থিতো যোগী কুক্ষিমাপূর্য্য বায়ুনা।
স্ফিচৌ সংতাড়য়েৎ ধীমান্ বেধোঽয়ং কীর্ত্তিতো ময়া॥৪৩॥
বেধেনানেন সংবিধ্য বায়ুনা যোগিপুঙ্গবঃ।
গ্রন্থিং সুষুম্নামার্গেণ ব্রহ্মগ্রন্থিং * ভিনত্ত্যসৌ ॥ ৪৪ ॥
যঃ করোতি সদাভ্যাসং মহাবেধং সুগোপিতম্।
বায়ুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জরামরণনাশিনী ॥ ৪৫ ॥
চক্রমধ্যে স্থিতা দেবাঃ কম্পন্তে বায়ুতাড়নাৎ।
কুণ্ডল্যপি মহামায়া কৈলাসে সা বিলীয়তে ॥ ৪৬ ॥

মহাবেধ যথা :—

ত্রিভুবনেশ্বরি! ধীমান যোগী এইরূপে প্রাণ ও অপানের যোগপূর্ব্বক ঐ বায়ু-ত্রয় দ্বারা উদর পূরণ করিয়া মহাবেধ অবলম্বন পূর্ব্বক (উদরের পার্শ্বদ্বয়ে যে করদ্বয়ের মধ্যদেশ সংস্থাপিত আছে, তদ্দ্বারা সেই) পার্শ্বদ্বয় অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে সন্তাড়িত করিবে, (অথবা উদর পার্শ্বে ঐ করমধ্য দ্বারা অল্পে অল্পে চাপ দিতে থাকিবে।) ইহার নাম মহাবেধ।[৪৩]

যোগিরাজ এই মহাবেধ সহকারে বায়ুদ্বারা সুষুম্না-গ্রন্থি বিদ্ধ করিয়া দুর্ভেদ্য ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিতে পারেন। (পশ্চাৎ ইহা দ্বারাই বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হইলে অনায়াসে সহস্রারে কুণ্ডলিনীর গমনাগমন হইতে থাকে)।[৪৪]

যিনি প্রতিদিন (তিন সন্ধ্যা, দুই সন্ধ্যা বা এক সন্ধ্যা) অতি গোপনভাবে এই মহাবেধ সাধন করিবেন, তাঁহার বায়ুসিদ্ধি হইবে এবং জরা ও মৃত্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।[৪৫] মহাবেধস্থিত যোগীর মূলাধার স্বাধিষ্ঠান প্রভৃতি চক্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি যে সমুদায় দেবতা আছেন, তাঁহারা বায়ুদ্বারা সন্তাড়িত হইয়া কম্পিত হইতে থাকেন। মহামায়া কুল-কুণ্ডলিনীও পরমশিবে বিলয় প্রাপ্ত হয়েন।[৪৬]

* ব্রহ্মরন্ধ্রম্ ইত্যপি পাঠঃ।

মহামুদ্রামহাবন্ধৌ নিষ্ফলৌ বেধবর্জ্জিতৌ।
তস্মাদ্যোগী প্রযত্নেন করোতি ত্রিতয়ং ক্রমাৎ ॥ ৪৭ ॥
এতত্ত্রয়ং প্রযত্নেন চতুর্ব্বারং করোতি যঃ।
ষণ্মাসাভ্যন্তরে মৃত্যুং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥
এতত্ত্রয়স্য মাহাত্ম্যং সিদ্ধো জানাতি নেতরঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা সাধকাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং সম্যক্ লভন্তি চ ॥ ৪৯ ॥
গোপনীয়া প্রযত্নেন সাধকৈঃ সিদ্ধিমীপ্সুভিঃ।
অন্যথা চ ন সিদ্ধিঃ স্যান্মুদ্রাণামেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ৫০ ॥
ভ্রুবোরন্তর্গতাং দৃষ্টিং বিধায় * সুদৃঢ়াং সুধীঃ।
উপবিশ্যাসনে বজ্রে নানোপদ্রববর্জ্জিতঃ ॥ ৫১ ॥

মহাবেধ ব্যতিরেকে কেবল মহামুদ্রা ও মহাবন্ধ নিষ্ফল; এজন্য যোগী প্রযত্ন-সহকারে যথাক্রমে এই ত্রিতয়ই সাধন করেন। (এই জন্য ইহার নাম বন্ধত্রয় যোগ। ইহা যথানিয়মে সাধন করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও যুবা হইতে পারে এবং এই বন্ধত্রয় যোগ দ্বারা মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারা যায় ও শরীরে কোন পীড়া থাকে না।)[৪৭]

যিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে ও নিশাকালে, এই চারি সময়, এই বন্ধত্রয় যোগসাধন করিবেন, তিনি ছয় মাসের মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।[৪৮] এই বন্ধত্রয়ের মাহাত্ম্য সিদ্ধ ব্যক্তিই জানেন, অপর কেহ জানে না। সাধকগণ ইহা জ্ঞাত হইলে উত্তম সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।[৪৯] যে সমুদায় সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, প্রযত্ন-সহকারে এই বন্ধত্রয় যোগ গোপন করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি গোপন না করিবেন, তাঁহার এই বন্ধত্রয়-সিদ্ধির হানি হইবে, সন্দেহ নাই।[৫০]

খেচরী যথা :—

---

* নিধায় ইতি চ পাঠঃ।

লম্বিকোর্দ্ধস্থিতে গর্ত্তে রসনাং বিপরীতগাম্।
সংযোজয়েৎ * প্রযত্নেন সুধাকূপে বিচক্ষণঃ ॥ ৫২ ॥
মুদ্রৈষা খেচরী প্রোক্তা ভক্তানামনুরোধতঃ।
সিদ্ধীনাং জননী হ্যেষা মম প্রাণাধিকাধিকে † ॥ ৫৩ ॥
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ পীযূষং প্রত্যহং পিবেৎ।
তেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্যাৎ মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী ॥ ৫৪ ॥

বিচক্ষণ যোগী নিরুপদ্রব স্থানে বজ্রাসনে (২৩) উপবিষ্ট হইয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃঢ়রূপে দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক[৫১] জিহ্বা বিপরীতগামিনী করিয়া গলশুণ্ডিকার (অলিজিহ্বার) উপরিস্থিত গর্ত্তে পরিচালন দ্বারা প্রযত্ন-সহকারে (ভ্রূমধ্যস্থিত) সুধাকূপে সংযোজিত করিবে (২৪)।[৫২] ইহার নাম খেচরীমুদ্রা। ভক্তগণের অনুরোধে ইহা আমি প্রকাশ করিলাম।[৫৩]

প্রাণাধিকে! এই খেচরী মুদ্রাই পরম সিদ্ধির কারণ। নিরন্তর খেচরী মুদ্রা অভ্যাস করিলে প্রতিদিন অমৃত পান করিতে পারা যায়; তাহা

---

* স যোজয়েৎ ইত্যপি পাঠঃ।

† প্রাণাধিকারিকে ইতি পাঠান্তরম্।

(২৩)—দুই জঙ্ঘা বজ্রাকৃতি করিয়া পদদ্বয় গুহ্যদেশের উভয়পার্শ্বে স্থাপন করিতে হইবে। ইহার নাম বজ্রাসন। ইহা দ্বারা যোগিদিগের যোগসিদ্ধি হয়। যথা, জঙ্ঘাভ্যাং বজ্রবৎ কৃত্বা গুদপার্শ্বে পদাবুভৌ। বজ্রাসনং ভবেদেতৎ যোগিনাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ইতি ঘেরণ্ডসংহিতা।

(২৪)—জিহ্বা সুদীর্ঘ না হইলে ভ্রূমধ্যস্থিত সুধাকূপ স্পর্শ করিতে পারে না। এ জন্য খেচরী মুদ্রা সাধকগণ ক্রমে ক্রমে রসনার নিম্নস্থিত শিরা ছেদন করিয়া থাকেন এবং নবনীত সহযোগে ঐ রসনা দোহন করেন; মধ্যে মধ্যে লৌহযন্ত্র (চিম্‌টা বা শাঁড়াশি) দ্বারা আকর্ষণ করিয়াও থাকেন। প্রতিদিন এইরূপ প্রক্রিয়া সহকারে জিহ্বা কপালকুহরে প্রবেশিত করিতে করিতে জিহ্বা সুদীর্ঘ হইয়া খেচরীমুদ্রা সাধনের উপযুক্ত হইয়া থাকে। ঘেরণ্ড সংহিতায় কথিত আছে,—জিহ্বাধোনাড়ীং সংছিন্নাং রসনাং চালয়েৎ সদা। দোহয়েন্নবনীতেন লৌহযন্ত্রেণ কর্ষয়েৎ ॥ এবং নিত্যসমভ্যাসাৎ লম্বিকা দীর্ঘতাং ব্রজেৎ। যাবদ্ গচ্ছেদ্ ভ্রুবোর্মধ্যে তাবদ্ ভবতি খেচরী ॥ ইতি।

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
খেচরী যস্য শুদ্ধা তু স শুদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৫

দ্বারা শরীর সম্পূর্ণ সিদ্ধ অর্থাৎ জরা-মরণ-রহিত হয় (২৫)। এই মুদ্রা মৃত্যু রূপ মাতঙ্গের পক্ষে সিংহস্বরূপ।[৫৪] সাধক পবিত্র হউন বা অপবিত্র হউন, অথবা যে কোন অবস্থায় থাকুন, রীতিমত খেচরীমুদ্রা সাধন করিলে বিশুদ্ধ হইবেন,

(২৫)—কথিত আছে,—খেচরীমুদ্রা অভ্যাস করিলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, আলস্য, রোগ, জরা-জীর্ণতা বা মৃত্যু কিছুই হয় না। এই শরীর দেবদেহ সদৃশ হয়। সুতরাং ইহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয় না, বায়ু দ্বারা শুষ্ক হয় না, জলে ক্লিন্ন হয় না ও সর্প কর্তৃক দষ্টও হয় না। শরীরে অপূর্ব্ব লাবণ্য হয়। এই মুদ্রা সাধন দ্বারা নিশ্চয়ই সমাধি হয়, সন্দেহ নাই। এতৎসাধনে দিন দিন রসনা দ্বারা নানা রস আস্বাদিত হইতে থাকে। প্রথমত লবণরস, পরে তিক্তরস, তৎপরে যথাক্রমে কষায়-রস, নবনীত-রস, ঘৃতরস, ক্ষীররস, দধিরস, তক্ররস, মধুরস, দ্রাক্ষারস এবং পরিশেষে অমৃত-রসেরও আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঘেরণ্ডসংহিতাতে কথিত আছে,—ন চ মূর্চ্ছা ক্ষুধা তৃষ্ণা নৈবালস্যং প্রজায়তে। ন চ রোগজরামৃত্যুর্দ্দেবদেহঃ প্রজায়তে॥ নাগ্নিনা দহ্যতে গাত্রং ন শোষয়তি মারুতঃ। ন দেহং ক্লেদয়ন্ত্যাপো দংশয়েন্ন ভুজঙ্গমঃ॥ লাবণ্যঞ্চ ভবেদ্‌গাত্রে সমাধির্জায়তে ধ্রুবং॥ কপালবক্ত্রসংযোগে রসনা রসমাপ্নুয়াৎ। নানারসসমুদ্ভূতমানন্দঞ্চ দিনে দিনে॥ আদৌ লবণক্ষারঞ্চ ততস্তিক্তকষায়ণং। নবনীতং ঘৃতং ক্ষীরং দধিতক্রমধূনি চ। দ্রাক্ষারসঞ্চ পীযূষং জায়তে রসনোদকম্॥

যোগবাশিষ্ঠে কথিত আছে,—জিহ্বা বিপরীত-গামিনী করিয়া অলিজিহ্বা নিপীড়ন সহকারে নিশ্বাস বায়ু রোধ করিলেই বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করে ও সমাধি হয়। তথাহি—তালুমূলগতাং যত্নাৎ জিহ্বয়াক্রম্য ঘণ্টিকাং। উর্দ্ধরন্ধ্রগতে প্রাণে প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥ ইতি।

মানসোল্লাসে ও যোগচিন্তামণিতে কথিত আছে,—অপান বায়ুর আকুঞ্চন, প্রাণবায়ুর রোধ ও অলিজিহ্বার উপরি জিহ্বা স্থাপনই প্রধান যোগসাধন। তথাচ—আকুঞ্চনমপানস্য প্রাণস্য চ নিরোধনম্। লম্বিকোপরি জিহ্বায়াঃ স্থাপনং যোগসাধনম্॥ ইতি।

হঠপ্রদীপিকাতে কথিত আছে,—রসনার নিম্নস্থিত শিরা ছেদন, নবনীত সহযোগে দোহন ও অলিজিহ্বার উপরিস্থিত গর্ত্তে রসনা সঞ্চালন ইত্যাদি প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া রসনা পরিবর্দ্ধিত করিবে। যে সময় রসনা সুদীর্ঘ হইয়া ভ্রূমধ্য স্পর্শ করিতে পারিবে, তখন খেচরীমুদ্রা সিদ্ধি হইবে। মনসাসীজের পাতার আকার একখানি সুতীক্ষ্ণ নির্ম্মল অস্ত্র দ্বারা রসনার অধোবর্ত্তিনী শিরা প্রথমত এক লোম পরিমাণে ছেদন করিতে হইবে।

ক্ষণার্দ্ধং কুরুতে যস্তু তীর্ণঃ পাপমহার্ণবাৎ।
দিব্যভোগান্ প্রভুক্ত্বা চ সৎকুলে স প্রজায়তে ॥ ৫৬ ॥
মুদ্রেয়া খেচরী যস্তু সুস্থিতোঽহস্যামতন্দ্রিতঃ।
শতব্রহ্মাগতেনাপি ক্ষণার্দ্ধং মন্যতে হি সঃ ॥ ৫৭ ॥

সন্দেহ নাই।[৫৫] যিনি ক্ষণার্দ্ধমাত্র এই মুদ্রা অবলম্বন করেন, তিনি পাপরূপ মহাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং দেবলোকে দিব্য ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া জন্মান্তরে মহদ্বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন।[৫৬]

যিনি আলস্য-পরিশূন্য হইয়া এই মুদ্রা অভ্যাস পূর্ব্বক ইহাতে অবস্থিত হয়েন, শত ব্রহ্মার পতন হইলেও তিনি ক্ষণার্দ্ধ বলিয়া বোধ করেন।[৫৭] যে ধীমান সাধক

এই সময় হরীতকী ও সৈন্ধবচূর্ণ দ্বারা জিহ্বামার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। পরে সপ্তম দিনে পুনর্ব্বার আর এক লোম পরিমাণে ছেদন করিতে হইবে। ক্রমাগত ছয়মাস এইরূপ করিলে জিহ্বা-মূলের শিরাবন্ধন উন্মুক্ত হয় এবং রসনা সুদীর্ঘ ও কপালকুহর-গামিনী হইয়া খেচরীমুদ্রা সিদ্ধি হইতে পারে। জিহ্বা ও চিত্ত আকাশগামী হয় বলিয়াই ইহা খেচরী মুদ্রা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। খেচরীমুদ্রার প্রভাবে যুবতীর আলিঙ্গনেও বিন্দুপাত হয় না। জিহ্বা-প্রবেশ-সম্ভূত অগ্নি দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল হইতে যে অমৃতক্ষরণ হয়, তাহাই অমরবারুণী নামে কথিত হইয়া থাকে। যিনি এই অমরবারুণী ও গোমাংস ভক্ষণ করেন, তিনিই প্রকৃত কৌল; অপরে কুলঘাতক, কৌল নহে। গোশব্দে জিহ্বা, তালুমূলে জিহ্বা প্রবেশনের নামই গোমাংসভক্ষণ।* এই অমরবারুণী পান ও গোমাংস ভক্ষণ দ্বারা মহাপাতকও বিধ্বস্ত হয়। যথা—ছেদনচালনদোহৈঃ কলাং ক্রমেণ বর্দ্ধয়েৎ তাবৎ। সা যাবদ্ভ্রূমধ্যং স্পৃশতি তদা খেচরী-সিদ্ধিঃ ॥ স্নুহীপত্রনিভং শস্ত্রং সুতীক্ষ্ণং স্নিগ্ধনির্ম্মলম্। সমাদায় ততস্তেন রোমমাত্রং সমুচ্ছিনেৎ ॥ ততঃ সৈন্ধবপথ্যাভ্যাং চূর্ণিতাভ্যাং প্রঘর্ষয়েৎ। পুনঃ সপ্তদিনে প্রাপ্তে রোমমাত্রং সমুচ্ছিনেৎ ॥ এবং ক্রমেণ ষণ্মাসং নিত্যং যুক্তঃ সমাচরেৎ। ষণ্মাসাদ্রসনামূলশিরাবন্ধঃ প্রণশ্যতি ॥ চিত্তং চরতি খে যস্মাজ্জিহ্বা চরতি খে গতা। তেনৈষা খেচরী নাম মুদ্রা সিদ্ধৈর্নিরূপিতা ॥ খেচর্য্যা মুদ্রিতং যেন বিবরং লম্বিকোর্দ্ধতঃ। ন তস্য ক্ষরতে বিন্দুঃ কামিন্যাশ্লেষিতস্য চ ॥ গোমাংসং ভক্ষয়েন্নিত্যং পিবেদমরবারুণীম্। কুলীনং তমহং মন্যে ইতরে কুলঘাতকাঃ ॥ গোশব্দেনোদিতা জিহ্বা তৎপ্রবেশো হি তালুনি। গোমাংসভক্ষণং তত্তু মহাপাতকনাশনম্ ॥ জিহ্বাপ্রবেশসম্ভূতবহ্নিনোৎপাদিতঃ খলু। চন্দ্রাৎ স্রবতি যঃ সারঃ স স্যাদমরবারুণী ॥

হঠপ্রদীপিকা তৃতীয় উপদেশ দেখুন।

গুরূপদেশতো মুদ্রাং যো বেত্তি খেচরীমিমাম্।
নানাপাপরতো ধীমান্ স যাতি * পরমাং গতিম্ ॥ ৫৮ ॥
স্বপ্রাণৈঃ সদৃশো যস্তু তস্মায়পি † ন দীয়তে।
প্রচ্ছাদ্যতে প্রযত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে ‡ ॥ ৫৯ ॥
বদ্ধা গলশিরাজালং § হৃদয়ে চিবুকং ন্যসেৎ।
বন্ধো জালন্ধরঃ প্রোক্তো দেবানামপি দুর্লভঃ ॥ ৬০ ॥
নাভিস্থো বহ্নির্জন্তূনাং সহস্রকমলচ্যুতম্।
পিবেৎ পীযূষবিসরং তদর্থং বন্ধয়েদিমাম্ ॥ ৬১ ॥

গুরূপদেশ অনুসারে এই খেচরী মুদ্রা অবগত হইয়াছেন, তিনি যদিও অশেষ পাপে পাপী হয়েন, তথাপি পরমগতি লাভ করিতে পারেন।[৫৮] সুরপূজিতে! যিনি আপনার প্রাণসদৃশ প্রিয়তম, তাঁহাকেও এই প্রধান যোগ দিতে পারা যায় না। প্রযত্নসহকারে ইহা সুগুপ্ত রাখাই শ্রেয়স্কর।[৫৯]

জালন্ধর বন্ধ যথা :—

(কণ্ঠ সঙ্কোচ দ্বারা) গলদেশের শিরাসমূহ রোধসহকারে হৃদয়ে চিবুক স্থাপন করিতে হইবে। ইহার নাম জালন্ধর বন্ধ। ইহা দেবগণেরও দুর্লভ।[৬০] (এই জালন্ধর বন্ধের উদ্দেশ্য এই যে,) জীবগণের সহস্রদল কমল হইতে যে অমৃত ক্ষরণ হয়, নাভিমণ্ডলস্থিত (সর্ব্বসংহারক) বহ্নি তৎসমুদায় পান করিয়া থাকে। জালন্ধর বন্ধ করিলে (অমৃত গমনের পথ রোধ নিবন্ধন) ঐ অগ্নি তাহা শোষণ করিতে পারে না। অতএব এই জালন্ধর বন্ধ অভ্যাস করা যোগীর কর্ত্তব্য।[৬১]

* নানাপাপরতোঽপি স লভতে ইতি পাঠান্তরম্।
† সা প্রাণসদৃশী মুদ্রা যস্মিন্ কস্মিন্ ইতি চ পাঠো দৃশ্যতে।
‡ সুরপূজিতা ইতি পুস্তকান্তরস্থ পাঠঃ।
§ গলে শিরাজালম্ ইতি বা পঠ্যতাম্।

বন্ধেনানেন পীযূষং স্বয়ং পিবতি বুদ্ধিমান্।
অমরত্বঞ্চ সম্প্রাপ্য মোদতে ভুবনত্রয়ে॥ ৬২॥
জালন্ধরো বন্ধ এষ সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কঃ।
অভ্যাসঃ ক্রিয়তে নিত্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা॥ ৬৩॥
পাদমূলেন সংপীড্য গুদমার্গং সুযন্ত্রিতঃ *।
বলাদপানমাকৃষ্য ক্রমাদূর্দ্ধং সমাচরেৎ †॥ ৬৪॥
কল্পিতোঽয়ং মূলবন্ধো জরামরণনাশনঃ।
অপানপ্রাণয়োরৈক্যং প্রকরোত্যধিকল্পিতম্॥ ৬৫॥

বুদ্ধিমান যোগী এই জালন্ধর বন্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক (নাভিস্থিত সর্ব্বসংহারক বহ্নিকে বঞ্চনা করিয়া) স্বয়ংই ঐ অমৃত পান করেন, এবং অমরত্ব লাভ করিয়া ভুবনত্রয়ে আনন্দ ভোগ করিতে থাকেন।[৬২] সিদ্ধ পুরুষদিগের পক্ষে এই জালন্ধর বন্ধই সিদ্ধিদায়ক। এই নিমিত্ত যে যোগী সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই এই জালন্ধর বন্ধ অভ্যাস করিয়া থাকেন।[৬৩]

মূলবন্ধ যথা :—

সংযত হৃদয়ে পাদমূল (গুল্‌ফ) দ্বারা গুহ্যদেশ নিপীড়িত করিয়া বলের সহিত অপান বায়ুকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্রমে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইবে;[৬৪] ইহার নাম মূলবন্ধ। এই মূলবন্ধ দ্বারা জরা ও মৃত্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই মূলবন্ধের বলে প্রাণ ও অপান বায়ুর ঐক্য হয় (২৬)।[৬৫] সুতরাং এই

---

* সুযন্ত্রিতম্ ইতি পাঠান্তরম্।

† ক্রমাদূর্দ্ধং সমভ্যসেৎ ইতি পুস্তকান্তরস্থ পাঠঃ।

(২৬)—হঠপ্রদীপিকাতে কথিত আছে,—পার্ষ্ণি ভাগ দ্বারা যোনিদেশ (কোষ ও গুহ্য-দেশের মধ্যস্থল) নিপীড়িত করিয়া দৃঢ়রূপে পায়ুদেশ আকুঞ্চন পূর্ব্বক অধঃস্থিত অপান বায়ুকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিবে, ইহাই মূলবন্ধ বলিয়া কথিত হয়। ....। এই মূলবন্ধ দ্বারা প্রাণ ও অপানের ঐক্য হয় ও মলমূত্র ক্ষয় হয়; সুতরাং ইহা দ্বারা যোগী বৃদ্ধ হইয়াও যুবার ন্যায়

বন্ধেনানেন সুতরাং যোনিমুদ্রা প্রসিদ্ধ্যতি।
সিদ্ধায়াং যোনিমুদ্রায়াং কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে ॥ ৬৬ ॥
বন্ধস্যাস্য প্রসাদেন গগনে বিজিতানিলঃ *।
পদ্মাসনে স্থিতো যোগী ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে ॥ ৬৭ ॥
সুগুপ্তে নির্জ্জনে দেশে বন্ধমেনং সমভ্যসেৎ।
সংসারসাগরং তর্ত্তুং যদীচ্ছেদ্যোগিপুঙ্গবঃ ॥ ৬৮ ॥
ভূতলে স্বশিরো দত্ত্বা খে নয়েচ্চরণদ্বয়ম্ †।
বিপরীতকৃতিশ্চৈষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ৬৯ ॥

মূলবন্ধ দ্বারা যোনিমুদ্রাও সিদ্ধ হয়। যোনিমুদ্রা সিদ্ধ হইলে এই ভূমণ্ডলমধ্যে কি না সিদ্ধ হইল।[৬৬] (যোগী কেবল কুম্ভক দ্বারা আকাশে উত্থিত হইতে পারেন না, পরন্তু) এই মূলবন্ধের প্রসাদেই পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া (২৭) অনিল পরাজয় পূর্ব্বক ভূতল পরিত্যাগ করিয়া শূন্যে উত্থিত হইতে পারেন।[৬৭] যোগিবর যদি সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি অতি-গোপনে নির্জ্জন স্থানে এই মূলবন্ধ অভ্যাস করিবেন।[৬৮]

বিপরীতকরণী মুদ্রা যথা :—

---

* বিজিতালসঃ ইতি পাঠান্তরম্।

† খে নয়েৎ ইত্যত্র খেলয়েৎ ইতি যোগানভিজ্ঞপণ্ডিত-পাণ্ডিত্যবলকল্পিতঃ প্রমাদবিজৃম্ভিতো মুদ্রিতঃ পাঠঃ।

হইতে পারেন। যথা :—পার্ষ্ণিভাগেন সংপীড্য যোনিমাকুঞ্চয়েদ্গুদম্। অপানমূর্দ্ধমাকৃষ্য মূলবন্ধোঽভিধীয়তে॥ * * * * * ॥ অপানপ্রাণয়োরৈক্যং ক্ষয়ো মূত্রপুরীষয়োঃ। যুবা ভবতি বৃদ্ধোঽপি সততং মূলবন্ধনাৎ॥

(২৭)—যোনিমণ্ডল গুল্ফ দ্বারা নিপীড়িত করিয়া প্রথমত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মূলবন্ধ অভ্যাস করিতে হইবে। পরে মূলবন্ধ সিদ্ধ হইলে যোনিমণ্ডলে গুল্ফ প্রদান ব্যতিরেকেও মূলবন্ধ করণে সামর্থ্য হইবে। তৎকালে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া কুম্ভক ও মূলবন্ধ দ্বারা অপান উত্তোলন করিলে যোগী শূন্যমার্গে উত্থিত হইতে পারেন।

এতাং যঃ কুরুতে নিত্যমভ্যাসং * যামমাত্রকম্।
মৃত্যুং জয়তি সদ্‌যোগী † প্রলয়ে নাপি সীদতি ॥ ৭০ ॥
কুরুতেঽমৃতপানং ‡ স সিদ্ধানাং সমতামিয়াৎ।
স সিদ্ধঃ সর্ব্বলোকেষু বন্ধমেনং করোতি যঃ ॥ ৭১ ॥

ভূতলে নিজ মস্তক বিন্যাস পূর্ব্বক চরণদ্বয় ঊর্দ্ধগামী করিবে। ইহার নাম বিপরীতকরণী মুদ্রা। সমুদায় তন্ত্রেই ইহা সুগুপ্ত রহিয়াছে।[৬৯]

যে যোগী প্রতিদিন একপ্রহর মাত্র এই বিপরীতকরণী মুদ্রা অভ্যাস করেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেন; এবং প্রলয়কালেও তিনি অবসন্ন হয়েন না।[৭০] যিনি এই বিপরীতকরণী মুদ্রা অভ্যাস করেন, তিনি অমৃত পান করিয়া সিদ্ধপুরুষদিগের সমকক্ষ হয়েন, এমন কি তিনিও সিদ্ধপুরুষ বলিয়া সর্ব্বলোকে বিখ্যাত হইয়া থাকেন (২৮)।[৭১]

* এতদ্‌যঃ কুরুতে নিত্যমভ্যাসাৎ ইতি চ পাঠো দৃশ্যতে।

† স যোগী ইত্যপি পাঠঃ।

‡ অমৃতং কুরুতে পানং ইতি পাঠান্তরম্।

(২৮)—ললাটস্থিত সুধাংশুমণ্ডল হইতে যে দিব্য অমৃত ক্ষরণ হয়, নাভিমণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগস্থিত সূর্য্য তাহা গ্রাস করিয়া থাকেন; এইজন্য মনুষ্যশরীর বিনাশশীল। গুরূপদেশ দ্বারাই এই সূর্য্যের মুখ বন্ধ হয়; অর্থাৎ ভূতলে মস্তক ও ঊর্দ্ধে চরণ স্থাপন করিলে চন্দ্র নিম্নে ও সূর্য্য ঊর্দ্ধে থাকেন; কারণ সে সময় নাভি ঊর্দ্ধে ও ললাট নিম্নে থাকে। এই জন্যই বিপরীতকরণী মুদ্রা দ্বারা সকল প্রকার ব্যাধি বিদূরিত হয়। প্রতিদিন এই মুদ্রা অভ্যাস করিলে জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সময় সাধকের ভূরিপরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য। পরন্তু যদি সাধক আহার না করেন, বা অল্প আহার করেন, তাহা হইলে জঠরাগ্নি তাঁহার দেহ তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলে। এই বিপরীতকরণী মুদ্রা অভ্যাস করিবার সময়, প্রথম দিন গুরূপদেশমত অল্পমাত্র সময় অধঃশিরা ও ঊর্দ্ধপাদ হইয়া থাকিবে। পরে দিন দিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া সময় বৃদ্ধি করিবে। ছয়মাস সাধন করিলে বলি ও পলিত বিদূরিত হইবে; এবং যিনি প্রতিদিন এক প্রহরকাল এই মুদ্রা সাধন করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি কালকেও পরাজয় করিতে পারিবেন।—হঠপ্রদীপিকা তৃতীয় উপদেশ দেখুন।—

নাভেরূর্দ্ধমধশ্চাপি তানং পশ্চিমমাচরেৎ।
উড্ডানো বন্ধ এষ স্যাৎ সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনঃ ॥ ৭২ ॥
উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধন্তু কারয়েৎ।
উড্ডানাখ্যো হ্যয়ং * বন্ধো মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী ॥ ৭৩ ॥
নিত্যং যঃ কুরুতে যোগী চতুর্ব্বারং দিনে দিনে।
তস্য নাভেস্তু শুদ্ধিঃ স্যাদ্‌যেন শুদ্ধো ভবেন্মরুৎ ॥ ৭৪ ॥
ষণ্মাসমভ্যসন্ যোগী মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতম্।
তস্যোদরাগ্নির্জ্বলতি রসবৃদ্ধিশ্চ জায়তে ॥ ৭৫ ॥
অনেন সুতরাং সিদ্ধির্ব্বিগ্রহস্য প্রজায়তে।
রোগাণাং সংক্ষয়শ্চাপি যোগিনো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৭৬ ॥

উড্ডানবন্ধ যথা :—

নাভির ঊর্দ্ধভাগ ও অধোভাগ পশ্চিমতান করিবে (আঁত মারিবে); ইহার নাম উড্ডানবন্ধ; ইহা দ্বারা সমুদায় দুঃখ বিদূরিত হয়।[৭২] অথবা নাভির ঊর্দ্ধভাগ এরূপ পশ্চিমতান করিবে, যেন মেরুদণ্ডে উদরের চর্ম্ম স্পৃষ্টপ্রায় হয়। ইহাকেও উড্ডানবন্ধ বলা যায়। ইহা মৃত্যুরূপ মাতঙ্গের পক্ষে সিংহ স্বরূপ।[৭৩]

যিনি প্রতিদিন চারিবার করিয়া এই উড্ডানবন্ধ করিবেন, তাঁহার নাভি শুদ্ধি ও বায়ুশোধন হইবে।[৭৪] ছয় মাস কাল ইহা অভ্যাস করিলে যোগী নিশ্চয়ই মৃত্যুঞ্জয় হইয়া উঠেন; বিশেষত তাঁহার জঠরাগ্নি সমুজ্জ্বল হয় ও রসবৃদ্ধি হইয়া উঠে।[৭৫] সুতরাং এই বন্ধ দ্বারা যোগীর দেহসিদ্ধি ও রোগক্ষয় হয়, সন্দেহ নাই।[৭৬]

---

* উড্ডানোহয়ময়ম্ ইতি পাঠান্তরম্।

ঘেরণ্ডসংহিতায় কথিত আছে,—তালুমূলে চন্দ্র ও নাভিমূলে সূর্য্য বাস করেন। সূর্য্য, চন্দ্রমণ্ডল-নিঃসৃত অমৃত পান করেন বলিয়া মনুষ্য মৃত্যুর বশীভূত হয়। বিপরীতকরণী মুদ্রাতে চন্দ্রকে অধোভাগে ও সূর্য্যকে ঊর্দ্ধদেশে স্থাপন করা হয় বলিয়া ইহা বিপরীতকরণী মুদ্রা নামে বিখ্যাত। ভূমিতে মস্তক ও উর্দ্ধে চরণতল রাখিয়া চিত্তসংযম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্থিরভাবে অবস্থান করিলেই বিপরীতকরণী মুদ্রা হইবে। ইহা করিলে জরা ও মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে না।

গুরোর্লব্ধ্বা তু যত্নেন সাধয়েত্তু বিচক্ষণঃ।
নির্জ্জনে সুস্থিতে দেশে বন্ধং পরমদুর্ল্লভম্ ॥ ৭৭ ॥

বজ্রোলীং * কথয়িষ্যামি সংসারধ্বান্তনাশিনীম্।
স্বভক্তেভ্যঃ সমাসেন গুহ্যাদ্গুহ্যতমামপি ॥ ৭৮ ॥

স্বেচ্ছয়া বর্ত্তমানোঽপি যোগোক্তনিয়মৈর্ব্বিনা।
মুক্তো ভবেদ্গৃহস্থোঽপি বজ্রোল্যভ্যাসযোগতঃ ॥ ৭৯ ॥

বজ্রোল্যভ্যাসযোগোঽয়ং ভোগে যুক্তোঽপি মুক্তিদঃ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যো যোগিভিঃ সদা ॥ ৮০ ॥

বিচক্ষণ সাধক গুরুর নিকট এই পরম দুর্লভ বন্ধের উপদেশ লাভ করিয়া, যে স্থলে অন্তঃকরণ প্রসন্ন হয়, তাদৃশ নির্জ্জন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক প্রযত্ন সহকারে অভ্যাস করিবেন (২৯)।[৭৭]

বজ্রোলী মুদ্রা যথা :—

এক্ষণে নিজ ভক্তগণের নিমিত্ত বজ্রোলী মুদ্রা সংক্ষেপে কথিত হইতেছে; এই বজ্রোলী মুদ্রা হইতে সংসারান্ধকার বিদূরিত হয় এবং ইহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতম।[৭৮] যে সাধক কেবল একমাত্র বজ্রোলী মুদ্রা অভ্যাস করেন; তিনি গৃহস্থই হউন, অথবা যোগশাস্ত্রোক্ত কোন নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্তই হউন, তথাপি মুক্তিলাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।[৭৯] এই বজ্রোলী মুদ্রা অভ্যাস কালে সাধক যদিও ভোগযুক্ত থাকেন, তথাপি তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে; অতএব যোগীদিগের সর্ব্বদা অতি প্রযত্ন সহকারে এই মুদ্রা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।[৮০]

* ব্রজোলীং ইত্যত্র বজ্রোণীং ইতি মুদ্রিতপাঠস্তু প্রামাদিকঃ।

(২৯)—দত্তাত্রেয় সংহিতাতে কথিত হইয়াছে,—উড্ডানবন্ধের সময় মূলবন্ধ করিতে হইবে। হঠপ্রদীপিকাতে কথিত হইয়াছে, শরীরস্থিত প্রাণবায়ু উড্ডীন হইয়া সুষুম্নাতে প্রবেশ করে, এই জন্য যোগীরা ইহাকে উড্ডীয়ানবন্ধ বলেন।

আদৌ রজঃ স্ত্রিয়া যোন্যা যত্নেন বিধিবৎ সুধীঃ।
আকুঞ্চ্য লিঙ্গনালেন স্বশরীরে প্রবেশয়েৎ ॥ ৮১ ॥
স্বকং বিন্দুঞ্চ সম্বধ্য লিঙ্গচালনমাচরেৎ।
দৈবাচ্চলতি চেদূর্দ্ধে নিরুদ্ধো যোনিমুদ্রয়া ॥ ৮২ ॥
বামভাগেঽপি তদ্বিন্দুং নীত্বা * লিঙ্গং নিবারয়েৎ।
ক্ষণমাত্রং যোনিতোঽয়ং † পুমাংশ্চালনমাচরেৎ ॥ ৮৩ ॥
গুরূপদেশতো যোগী হুংহুঙ্কারেণ যোনিতঃ।
অপানবায়ুমাকুঞ্চ্য বলাদাকৃষ্য তদ্রজঃ ‡ ॥ ৮৪ ॥
অনেন বিধিনা যোগী ক্ষিপ্রং যোগস্য সিদ্ধয়ে।
গব্যভুক্ কুরুতে যোগং § গুরুপাদাব্জপূজকঃ ॥ ৮৫ ॥

সুবুদ্ধি সাধক প্রথমত প্রযত্ন সহকারে লিঙ্গবিবর দ্বারা স্ত্রীযোনি কুহর হইতে যথাবিধি রজ আকর্ষণ করিয়া নিজ শরীরে প্রবেশিত করিবেন,[৮১] পরে তাহাতে নিজ বীর্য্য সংবদ্ধ করিয়া লিঙ্গ পরিচালনা করিতে থাকিবেন; ইতিমধ্যে যদি যোনিমুদ্রা দ্বারা ঊর্দ্ধে নিরুদ্ধ বিন্দু স্খলনোন্মুখ হয়,[৮২] তাহা হইলে তাহা বাম ভাগে ইড়া নাড়ীতে সঞ্চারিত করিয়া ক্ষণমাত্র যোনি মধ্যে লিঙ্গ-পরিচালন বন্ধ করিবেন। পরে সেই যোগী পুরুষ, গুরূপদেশ-অনুসারে, হুং-হুং-কার শব্দ সহকারে অপান বায়ু আকুঞ্চন করিয়া বল পূর্ব্বক যোনিমধ্য হইতে রজ আকর্ষণানন্তর পুনর্ব্বার লিঙ্গ পরিচালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।[৮৩।৮৪] যে যোগী ঝটিতি যোগসিদ্ধি কামনা করেন, তিনি গুরুপাদপদ্ম পূজা পূর্ব্বক প্রতিদিবস যথানিয়মে গব্য ঘৃত ও দুগ্ধ সেবন সহকারে এই বিধি অনুসারে যোগসাধন করিতে থাকিবেন।[৮৫]

---

* বিন্দুং মত্বা ইতি পাঠান্তরম্।

† যোনিতো যঃ ইতি পাঠস্তু বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে।

‡ বলাদাকর্ষয়েদ্রজ ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে।

§ যোগী ইতি চ পাঠঃ।

বিন্দুর্বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্য্যময়স্তথা।
উভয়োর্মেলনং কার্য্যং স্বশরীরে প্রযত্নতঃ ॥ ৮৬ ॥
অহং বিন্দূরজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনং যদা।
যোগিনাং সাধনবতাং ভবেদ্দিব্যং বপুস্তদা ॥ ৮৭ ॥
মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণম্ ॥ ৮৮ ॥
জায়তে ম্রিয়তে লোকো বিন্দুনা নাত্র সংশয়ঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বা সদা যোগী বিন্দুধারণমাচরেৎ ॥ ৮৯ ॥
সিদ্ধে বিন্দৌ মহারত্নে * কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে।
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশী ভবেৎ ॥ ৯০ ॥
বিন্দুঃ করোতি সর্ব্বেষাং সুখং দুঃখঞ্চ † সংস্থিতম্।
সংসারিণাং বিমূঢ়ানাং জরামরণশালিনাম্ ॥ ৯১ ॥

বিন্দু বিধুস্বরূপ এবং রজ সূর্য্যস্বরূপ; অতএব প্রযত্ন সহকারে নিজ শরীরে চন্দ্র সূর্য্যের মেলন করা যোগীর কর্ত্তব্য।[৮৬] আমি বিন্দুস্বরূপ; রজ শক্তিস্বরূপ; সুতরাং যখন সাধন দ্বারা যোগীর শরীরে এইরূপে শিবশক্তির মেলন হয়, তখন তাঁহার দিব্য শরীর হইয়া থাকে।[৮৭] বিন্দুপাত মৃত্যুর কারণ এবং বিন্দুধারণই চির জীবনের কারণ; এই নিমিত্ত যোগীরা অতিপ্রযত্নে বিন্দুধারণ করিয়া থাকেন।[৮৮]

লোকে বিন্দু হইতেই জন্মগ্রহণ করে এবং বিন্দু হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। যোগীরা ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া নিরন্তর বিন্দুধারণ করিবেন।[৮৯] এই জগতে মহারত্ন স্বরূপ বিন্দু সিদ্ধ হইলে কি না সিদ্ধ হইল। এই বিন্দুধারণ প্রভাবেই আমার এতদূর মহিমা হইয়াছে।[৯০] এই

* মহাযত্নে ইতি বা পঠ্যতাম্।
† সুখদুঃখদা ইতি পাঠান্তরম্।

অয়ং শুভকরো যোগো যোগিনামুত্তমোত্তমঃ।
অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি ভোগে যুক্তোঽপি মানবঃ॥৯২॥
স কালে সাধিতার্থোঽপি সিদ্ধো ভবতি ভূতলে।
ভুক্ত্বা ভোগানশেষান্ বৈ যোগেনানেন নিশ্চিতম্॥৯৩॥
অনেন সকলা সিদ্ধির্যোগিনাং ভবতি ধ্রুবম্।
সুখভোগেন মহতা তস্মাদেনং সমভ্যসেৎ॥ ৯৪ ॥

বিন্দুই জরামরণশালী বিমূঢ় সংসারীদিগের সুখ ও দুঃখের কারণ; অর্থাৎ এই বিন্দুই তাহাদিগকে সুখসম্পন্ন ও দুঃখমগ্ন করিতেছে।[৯১] এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ যোগীদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ শুভকর। মনুষ্য ভোগযুক্ত হইয়াও অভ্যাস দ্বারা ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।[৯২] সাধক এই যোগপ্রভাবে ভূমণ্ডল মধ্যে অশেষ ভোগ্য বস্তু সম্ভোগ পূর্ব্বক যথাকালে ভোগবিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হইয়াও পশ্চাৎ পরম সিদ্ধি লাভ করেন, সন্দেহ নাই।[৯৩] এই যোগসাধন প্রভাবে যোগিগণ অশেষ সুখ সম্ভোগ সহকারে নিশ্চয়ই সমুদায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন; অতএব এই যোগ অভ্যাস করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য (৩০)।[৯৪] সহজোলী মুদ্রা

(৩০)—এই বজ্রোলী মুদ্রার বিশেষ গুণ এই যে, ইহা ভোগসংযুক্ত হইয়াও মুক্তিপ্রদ। ভোগ ও মোক্ষ—দিবা রাত্রি, শীত গ্রীষ্ম ও স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভৃতির ন্যায় পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন। কিন্তু এই বজ্রোলী মুদ্রায় অতি বিচিত্ররূপে উভয়েরই সমাবেশ আছে। এই জন্য সাধকদিগের সুবিধার নিমিত্ত এ স্থলে এ সম্বন্ধে কয়েকটি গুহ্য বিষয় বিবৃত হইতেছে।

এই বজ্রোলী মুদ্রা সাধন বিষয়ে দুইটি সাধারণত দুর্লভ বস্তুর প্রয়োজন;—একটি গব্য দুগ্ধ এবং অপরটি বশবর্ত্তিনী রমণী। মেহনের পর ইন্দ্রিয় অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার বলাধানের নিমিত্ত দুগ্ধপান আবশ্যক; এবং বশবর্ত্তিনী কামিনী ব্যতিরেকে বজ্রোলী মুদ্রা আদৌ সাধিত হইতেই পারে না।

মেহনে বা সঙ্গমে বিন্দু স্খলনোন্মুখ বা স্খলিত হইলে স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েই গুরূপদেশমতে যত্নপূর্ব্বক অল্পে অল্পে ঊর্দ্ধে আকুঞ্চন অভ্যাস করিবেন; অর্থাৎ মেঢ্র আকুঞ্চন দ্বারা উপরিভাগে বিন্দুর আকর্ষণ অভ্যাস করিবেন। এতদ্দ্বারা বজ্রোলী মুদ্রা বিষয়ে উভয়েই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন।—

প্রথম অভ্যাস কালে সীসকাদি দ্বারা একটি সুপ্রশস্ত নল প্রস্তুত করিতে হইবে। অগ্নি প্রজ্বালিত করিবার নিমিত্ত যেমন মন্দ মন্দ ফুৎকার দিতে হয়, বায়ু-সঞ্চারের নিমিত্ত ঐ নল দ্বারা মেঢ্রবিবরে সেইরূপ অল্পে অল্পে পুনঃ পুনঃ ফুৎকার প্রদান করিতে থাকিবে। অনন্তর সীসকাদি দ্বারা অতিস্নিগ্ধ (মোলায়েম ও চিক্কণ), লিঙ্গ-বিবর-প্রবেশ-যোগ্য, চতুর্দ্দশ-অঙ্গুলী-পরিমিত একটি শলাকা প্রস্তুত করিয়া, ঐ শলাকার লিঙ্গ-বিবরে প্রবেশন অভ্যাস করিতে হইবে। প্রথম দিনে এক অঙ্গুলী মাত্র প্রবেশ করাইবে। তদনন্তর দ্বিতীয় দিনে দুই অঙ্গুলী মাত্র, তৃতীয় দিনে তিন অঙ্গুলী মাত্র, এবং এইরূপে এক এক অঙ্গুলী বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে দ্বাদশ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইতে থাকিবে। দ্বাদশ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইলেই মেঢ্র-মার্গ বিশুদ্ধ হইবে।

এই প্রক্রিয়া সমাধা হইলে পুনর্ব্বার ঐরূপ চতুর্দ্দশ অঙ্গুলী পরিমিত এরূপ একটি নল আবশ্যক, যাহার দ্বাদশ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত সরল ও অবশিষ্ট দুই অঙ্গুলী বক্রমুখ হইবে। এই নলের সরল ১২ অঙ্গুলী লিঙ্গ-বিবরে প্রবেশ করাইয়া অবশিষ্ট দুই অঙ্গুলী বহির্ভাগে ঊর্দ্ধমুখে রাখিবে। তদনন্তর স্বর্ণকারদিগের অগ্নি প্রজ্বালনের নলের ন্যায় আর একটি সূক্ষ্ম নল লইয়া ঐ নলের অগ্রভাগ, মেঢ্রপ্রবিষ্ট ঊর্দ্ধমুখ বক্র নলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অল্পে অল্পে ফুৎকার দিতে থাকিবে। এতদ্দ্বারা সম্যক্ প্রকারে মার্গ-বিশুদ্ধি হইবে। তদনন্তর মেঢ্র দ্বারা জল আকর্ষণ অভ্যাস করিবে। জলাকর্ষণ সিদ্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিন্দুর ঊর্দ্ধাকর্ষণ অভ্যাস করিতে থাকিবে। বিন্দুর আকর্ষণ সিদ্ধ হইলেই বজ্রোলী মুদ্রা সিদ্ধি হইল। ফলত, প্রাণায়াম সিদ্ধ না হইলে বজ্রোলী মুদ্রা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ প্রাণায়াম-সিদ্ধি না হইলে প্রায়ই বজ্রোলী মুদ্রা সিদ্ধি হয় না। ফলত প্রাণায়াম ও খেচরী মুদ্রা সিদ্ধ হইলে বজ্রোলী মুদ্রা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

রতিকালে স্ত্রী-যোনিতে রেতঃপাত হইবার পূর্ব্বেই পতনোন্মুখ রেত অভ্যাস বলে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। পরন্তু যদি পতনের পূর্ব্বে আকর্ষণ না হয়, তাহা হইলে পতনের পরেই আকর্ষণ করিয়া লইবে, এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীরজও আকর্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধে স্থাপন করিবে। যে সাধক এইরূপে বিন্দুধারণ করিতে পারেন ; তিনি মৃত্যু পরাজয় পূর্ব্বক চির-কাল জীবিত থাকিতে সমর্থ। কারণ বিন্দুপাতেই মনুষ্যের মৃত্যু হয় এবং বিন্দু ধারণেই মনুষ্যের জীবন থাকে ; সুতরাং বিন্দু রক্ষা করিতে পারিলে যে চিরজীবী হইতে পারা যায়, তাহাতে সন্দেহ কি ? এইরূপে এই বজ্রোলী মুদ্রা অভ্যাস দ্বারা বিন্দু ধারণে সমর্থ হইলে সাধকের শরীরে এক প্রকার মনোহর সুগন্ধ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। এইরূপ সদ্গন্ধ দ্বারা অনায়াসেই অনুভব করিতে পারা যায় যে, সাধক বাস্তবিক বিন্দুধারী কি না ? যাহা হউক, যে পর্য্যন্ত শরীরে বিন্দু স্থিরতর থাকে, সে পর্য্যন্ত মৃত্যুভয় থাকে না ? ফল কথা বিন্দুপাত

ব্যতীত মৃত্যু হয় না; সুতরাং বিন্দু রক্ষা করিতে পারিলেই অনন্তকাল জীবিত থাকিতে সমর্থ হওয়া যায়।

মনুষ্যের শুক্র চিত্তায়ত্ত, অর্থাৎ চিত্ত বিচলিত হইলেই শুক্র বিচলিত হয় এবং চিত্ত স্থির থাকিলেই শুক্র স্থির থাকে। আর মনুষ্যের জীবন শুক্রায়ত্ত, অর্থাৎ শুক্র স্থির থাকিলেই জীবন স্থির থাকে, এবং শুক্র ক্ষয় হইলেই জীবন ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব, শুক্র এবং চিত্ত উভয়ই সর্ব্ব-প্রযত্নে রক্ষা করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ যাহাতে চিত্ত-বিচলিত হইয়া শুক্র ক্ষয় না হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান থাকা আবশ্যক।

যদি সম্যক্ অভ্যাস পটুতা নিবন্ধন রমণীও যোনি-পতিত পুংবীর্য্য এবং স্বীয় রজ, বজ্রোলী মুদ্রা প্রভাবে আকর্ষণ করিয়া রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও যোগিনী (প্রশস্ত যোগবতী) বলিয়া জানিবে। বজ্রোলী-অভ্যাসশীলা রমণীর কিঞ্চিন্মাত্রও রজ নষ্ট বা পতিত হয় না, তাঁহার শরীরে নাদ বিন্দুতা প্রাপ্ত হয়; মূলাধার হইতে উত্থিত নাদ হৃদয়োপরি গিয়া বিন্দুভাব ধারণ করে, অর্থাৎ বিন্দুর সহিত একীভূত হয়।

কথিত আছে, কৃষ্ণ এবং রাধিকা উভয়েই বজ্রোলী মুদ্রা সাধন করিতেন; তন্মধ্যে কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধিকাই সমধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন; সুতরাং রাধিকা অগ্রেই সমুদয় তেজ আকর্ষণ করিয়া লইতেন, কৃষ্ণ নিজ তেজ বা রাধিকার তেজ কিছুই আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন না। এই নিমিত্তই—সাধন উদ্দেশেই—তিনি অন্যান্য গোপাঙ্গনা লইয়া সাধন পূর্ব্বক সিদ্ধ-মনোরথ হইয়াছিলেন; তিনি কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত পরস্ত্রী গমন করেন নাই।

অমৃতসিদ্ধিতে কথিত আছে, পুরুষের শুক্র বীজ নামে এবং স্ত্রীর আর্ত্তব রজো নামে অভিহিত হয়; এই বীজ ও রজের বাহ্য সংযোগে মনুষ্যসৃষ্টি হইয়া থাকে; পরন্তু যখন ইহাদের আভ্যন্তর যোগ হয়, তখনই মনুষ্য যোগিপদবাচ্য হয়েন। বিন্দু চন্দ্রময় এবং রজ সূর্য্যময় বলিয়া কথিত হয়; এই উভয়ের সংযোগে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিন্দুই স্বর্গ-প্রদ, মোক্ষপ্রদ এবং ধর্ম্মপ্রদ, এবং এই বিন্দুই আবার অধর্ম্মপ্রদও হইয়া থাকে। এই বিন্দু মধ্যে দেবতা সকল সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত আছেন।

বজ্রোলী যোগ অভ্যাস কালে পুরুষের বিন্দু এবং স্ত্রীলোকের রজ একীভূত হইয়া দেহগত হইলে সকল প্রকার সিদ্ধি প্রদান করে। যে রমণী যোনি আকুঞ্চন দ্বারা রজ আকর্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধস্থানে লইয়া গিয়া রাখিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগিনী; তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্ত-মান সকলই জানিতে পারেন; এবং অনায়াসে আকাশপথেও গমনাগমন করিতে পারেন। বজ্রোলী মুদ্রার অভ্যাস বলে সাধকের দেহসিদ্ধি হয়; অর্থাৎ তাঁহার শরীর রূপলাবণ্য-সম্পন্ন, বলবীর্য্যশালী ও বজ্রবৎ সুদৃঢ় হয়। এবং এই পুণ্যপ্রদ যোগপ্রভাবে সাধক নানাবিধ ভোগ্যবস্তু সম্ভোগানন্তর পরিশেষে অভীপ্সিত মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

সহজোল্যমরোলী চ বজ্রোল্যা ভেদতো ভবেৎ।
যেন কেন প্রকারেণ বিন্দুং যোগী প্রধারয়েৎ * ॥ ৯৫ ॥
দৈবাচ্চলতি চেদ্বেগে মেলনং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
অমরোলিরিয়ং প্রোক্তা লিঙ্গনালেন শোষয়েৎ॥ ৯৬ ॥

ও অমরোলী মুদ্রা বজ্রোলী মুদ্রারই প্রকার ভেদ মাত্র; অতএব যে কোন প্রকারে বিন্দু ধারণ করাই যোগীর কর্ত্তব্য।[৯৫]

যদি রমণী সহযোগে বেগবশত দৈবাৎ বিন্দু স্খলিত হয়, তাহা হইলে সেই মিলিত চন্দ্র-সূর্য্য লিঙ্গনাল দ্বারা শোষণ করিয়া নিজ শরীরে পুনঃ প্রবেশিত করিবে। ইহাকেই অমরোলী মুদ্রা বলা যায় (৩১)।[৯৬]

* প্রসাধয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্।

(৩১)—হঠযোগপ্রদীপিকাতে কথিত আছে, শিবাম্বু নির্গমন কালে, পিত্তোৎকটতা প্রযুক্ত প্রথম ধারা এবং নিঃসারতা নিবন্ধন অন্ত্য ধারা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পিত্তোৎকটতা ও নিঃসারতা দোষ শূন্য শীতল মধ্যধারা সেবন করা কর্ত্তব্য। খণ্ডকাপালিক যোগি-সম্প্রদায় মতে ইহাই অমরোলী বলিয়া প্রসিদ্ধ। অমরী শব্দে শিবাম্বু; প্রতিদিন অমরী নস্য গ্রহণ পূর্ব্বক উহা পান সহকারে বজ্রোলী অভ্যাস করাকেই কাপালিকগণ অমরোলী মুদ্রা কহিয়া থাকেন। ফল কথা, শিবাম্বু নস্য গ্রহণ পূর্ব্বক বজ্রোলী মুদ্রা করিলেই অমরোলী মুদ্রা হয়। অমরোলী মুদ্রার অভ্যাস সময়ে যে চান্দ্রী সুধা নিঃসৃত হয়, তাহা বিভূতির সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমাঙ্গে (মস্তক, কপাল, নেত্র, স্কন্ধ, কণ্ঠ, হৃদয় এবং হস্তাদিতে) ধারণ করিলে সাধকের দিব্য দৃষ্টি হয়; অর্থাৎ সাধক ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালবৃত্তান্ত অনায়াসে জানিতে পারেন। যথা—

পিত্তোল্বণত্বাৎ প্রথমাম্বুধারাং বিহায় নিঃসারতয়ান্ত্যধারাং।
নিষেব্যতে শীতলমধ্যধারা কাপালিকে খণ্ডমতেঽমরোলী॥
অমরীং যঃ পিবেৎ নিত্যং নস্যং কুর্ব্বন্ দিনে দিনে।
বজ্রোলীমভ্যসেৎ সম্যগমরোলীতি কথ্যতে॥
অভ্যাসান্নিঃসৃতাং চান্দ্রীং বিভূত্যা সহ মিশ্রয়েৎ।
ধারয়েদুত্তমাঙ্গেষু দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজায়তে॥

এই শিবাম্বু সেবনের প্রকার-বিশেষ শিবাম্বুকল্পে জ্ঞাতব্য।

গতং বিন্দুং স্বকং যোগী বন্ধয়েৎ যোনিমুদ্রয়া।
সহজোলিরিয়ং প্রোক্তা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ ৯৭ ॥
সংজ্ঞাভেদাদ্ভবেদ্ভেদঃ কার্য্যং তুল্যগতির্যদি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাধ্যতে যোগিভিঃ সদা ॥ ৯৮ ॥
অয়ং যোগো ময়া প্রোক্তো ভক্তানাং স্নেহতঃ পরম্*।
গোপনীয়ঃ প্রযত্নেন ন দেয়ো যস্যকস্যচিৎ ॥ ৯৯ ॥

যোগী স্খলিতপ্রায় নিজ বিন্দুকে যদি যোনিমুদ্রা দ্বারা নিজ শরীরে রুদ্ধ করেন, তাহা হইলে তাহাকে সহজোলী মুদ্রা বলা যায় (৩২)। এই সহজোলী মুদ্রা সর্ব্ব তন্ত্রেই সুগুপ্ত রহিয়াছে।[৯৭] বজ্রোলী মুদ্রা অমরোলী মুদ্রা ও সহজোলী মুদ্রা, এই তিন মুদ্রার ভেদ সংজ্ঞাভেদ মাত্রেই ঘটিয়াছে। ফলত, এই ত্রিতয়ের কার্য্য ও গতি তুল্য। এই নিমিত্ত যোগীরা সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা এই মুদ্রাত্রিতয়ের অথবা তন্মধ্যে অন্যতমের সাধন করিয়া থাকেন।[৯৮] আমি কেবল ভক্তগণের প্রতি পরমস্নেহ বশতই তোমার নিকট এই যোগ কহিলাম; পরন্তু ইহা প্রযত্ন সহকারে গোপন করাই কর্ত্তব্য; যে কোন ব্যক্তিকে ইহার উপদেশ দেওয়া বিধেয়

---

* প্রিয়ে ইতি বা পঠ্যতাম্।

(৩২)—হঠযোগপ্রদীপিকাতে কথিত আছে, সাধক সুন্দর পরিষ্কার দগ্ধ-গোময় ভস্ম (ঘুঁটের ছাই) জলে নিক্ষেপ করিয়া রাখিবেন। বজ্রোলী মুদ্রা সাধনার্থ মৈথুনের পর মৈথুন-ব্যাপার সমাধানান্তে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে সুখাসীন হইয়া ঐ ভস্মমিশ্রিত জল শোভনাঙ্গে অর্থাৎ মূর্দ্ধা ললাট নেত্র হৃদয় স্কন্ধ ও ভুজযুগল প্রভৃতিতে লেপন করিবেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যোগিগণ এই প্রক্রিয়াকেই সহজোলী মুদ্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মুদ্রা যোগিগণের পরম শ্রদ্ধেয়। যথা—

জলে সুভস্ম নিক্ষিপ্য দগ্ধগোময়সম্ভবম্।
বজ্রোলীমৈথুনাদূর্দ্ধং স্ত্রীপুংসোঃ স্বাঙ্গলেপনম্ ॥
আসীনয়োঃ সুখেনৈব মুক্তব্যাপারয়োঃ ক্ষণাৎ।
সহজোলিরিয়ং প্রোক্তা শ্রদ্ধেয়া যোগিভিঃ সদা ॥

এতদ্গুহ্যতমং গুহ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন গোপনীয়ং সদা বুধৈঃ ॥ ১০০ ॥
স্বমূত্রোৎসর্গকালে যো বলাদাকৃষ্য বায়ুনা।
স্তোকং স্তোকং ত্যজেন্মূত্রমূর্দ্ধমাকৃষ্য তৎ পুনঃ॥ ১০১ ॥
গুরূপদিষ্টমার্গেণ প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
বিন্দুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহাসিদ্ধিপ্রদায়িকা ॥ ১০২ ॥
ষণ্মাসমভ্যসেদ্যো বৈ প্রত্যহং গুরুশিক্ষয়া।
শতাঙ্গনোপভোগেঽপি তস্য বিন্দুর্ন নশ্যতি ॥ ১০৩ ॥
সিদ্ধে বিন্দৌ মহারত্নে কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে *।
ঈশত্বং যৎপ্রসাদেন মমাপি দুর্লভং ভবেৎ ॥ ১০৪ ॥

নহে।[৯৯] এই যোগ অত্যন্ত গুহ্য; ইহার তুল্য গুহ্যতম যোগ আর হয় নাই এবং হইবেও না; অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য এই যে, সর্ব্বদা অতীব প্রযত্ন সহকারে ইহা গোপন করিয়া রাখেন।[১০০]

(এই মুদ্রাত্রয় অভ্যাসের আর এক উপায় কথিত হইতেছে।)

নিজ মূত্র পরিত্যাগ সময়ে বলপূর্ব্বক অপান বায়ু দ্বারা ঐ মূত্র আকর্ষণ করিয়া অল্পে অল্পে পরিত্যাগ করিবে এবং পুনর্ব্বার তাহা ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া লইবে।[১০১] যে সাধক গুরূপদেশ অনুসারে প্রতিদিন এইরূপ সাধন করিবেন, তাঁহার ক্রমশ বিন্দুসিদ্ধি হইবে এবং তদ্দ্বারা তাঁহার মহাসিদ্ধিও হইয়া উঠিবে।[১০২] যিনি গুরূপদেশ অনুসারে ছয়মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন এইরূপ অভ্যাস করিবেন, শত শত রমণী সম্ভোগেও তাঁহার বিন্দুপাত হইবে না।[১০৩]

মহারত্ন স্বরূপ এই বিন্দুসিদ্ধি হইলে ভূমণ্ডল মধ্যে কি না সিদ্ধ হইল! এই বিন্দুসিদ্ধি প্রভাবেই আমারও এই অনন্যসুলভ ঈশ্বরত্ব লাভ হইয়াছে।[১০৪]

* মহাযত্নে কিং ন সিদ্ধ্যতি পার্ব্বতি ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

আধারকমলে সুপ্তাং চালয়েৎ কুণ্ডলীং দৃঢ়াম্।
অপানবায়ুমারুহ্য * বলাদাকৃষ্য বুদ্ধিমান্।
শক্তিচালনমুদ্রেয়ং সর্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী ॥ ১০৫ ॥
শক্তিচালনমেতদ্ধি † প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
আয়ুর্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য রোগাণাঞ্চ বিনাশনম্ ॥ ১০৬ ॥

শক্তিচালন মুদ্রা যথা :—

মূলাধারপদ্মে কুণ্ডলিনী শক্তি দৃঢ়রূপে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছেন। বিচক্ষণ সাধক অপান বায়ুর সহযোগে বলপূর্ব্বক এই কুণ্ডলিনী দেবীকে আকর্ষণ করিয়া ঊর্দ্ধে পরিচালিত করিবেন; ইহার নাম শক্তিচালন মুদ্রা (৩৩)। ইহা দ্বারা সমুদায় শক্তিলাভ হয়।[১০৫] যে সাধক প্রতিদিন এইরূপে শক্তিচালন অভ্যাস করিবেন, তাঁহার পরমায়ু বৃদ্ধি হইবে এবং কদাপি শরীরে রোগের সঞ্চার থাকিবে না।[১০৬]

* আরুধ্য ইতি পাঠান্তরম্।

† শক্তিচালনমেনং হি ইতি বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে।

(৩৩)—হঠযোগপ্রদীপিকাতে কথিত হইয়াছে, মনুষ্য কুঞ্চিকা দ্বারা যেরূপ বলপূর্ব্বক কপাট উদ্‌ঘাটিত করে, যোগী হঠযোগ অভ্যাস-বলে সেইরূপ কুণ্ডলিনী দ্বারা মোক্ষদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া থাকেন। যে পথ দ্বারা নিরাময় ব্রহ্মসদনে গমন করা যায়, পরমেশ্বরী কুণ্ডলিনী, মুখ দ্বারা সেই ব্রহ্মদ্বার আচ্ছাদিত করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। এই কুণ্ডলিনী শক্তি যোগী-দিগের মুক্তির নিমিত্ত এবং মূঢ়দিগের বন্ধনের নিমিত্ত মূলাধারে ব্রহ্মবিবর রোধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। যিনি এই কুণ্ডলিনীকে জ্ঞাত হয়েন, তিনিই যোগী। যথা—

উদ্‌ঘাটয়েৎ কপাটং তু যথা কুঞ্চিকয়া হঠাৎ।
কুণ্ডলীন্যা তথা যোগী মোক্ষদ্বারং বিভেদয়েৎ ॥
যেন মার্গেণ গন্তব্যং ব্রহ্মস্থানং নিরাময়ম্।
মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্‌দ্বারং প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী ॥
কন্দোর্দ্ধং কুণ্ডলী শক্তিঃ সুপ্তা মোক্ষায় যোগিনাম্।
বন্ধনায় চ মূঢ়ানাং যস্তাং বেত্তি স যোগবিৎ ॥

বিহায় নিদ্রাং ভুজগী স্বয়মূর্দ্ধে ভবেৎ খলু।
তস্মাদভ্যাসনং কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ১০৭ ॥
যঃ করোতি সদাভ্যাসং শক্তিচালনমুত্তমম্।
যেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্যাদণিমাদিগুণপ্রদা।
গুরূপদেশবিধিনা তস্য মৃত্যুভয়ং কুতঃ ॥ ১০৮ ॥

এই মুদ্রা বলে দেবী কুলকুণ্ডলিনী, নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক স্বয়ংই ঊর্দ্ধগামিনী হয়েন। অতএব যে যোগী সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার এই শক্তিচালন মুদ্রা অভ্যাস করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য (৩৪)।[১০৭] যে যোগী সর্ব্বদা গুরূপদেশ অনুসারে এই সর্ব্বোত্তম শক্তিচালন মুদ্রা সাধন করেন, তাঁহার বিগ্রহ-সিদ্ধি হয়, অর্থাৎ শরীর অজর অমর হইয়া উঠে; সুতরাং তাঁহার মৃত্যুভয় থাকে না; বিশেষত তিনি অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন।[১০৮]

(৩৪)—হঠযোগপ্রদীপিকাতে বর্ণিত আছে, কুণ্ডলিনীর আকৃতি কুণ্ডলীভূত সর্পের ন্যায়। যিনি এই কুণ্ডলিনীশক্তিকে পরিচালিত ও উত্থাপিত করিতে পারেন; তিনি মুক্ত সন্দেহ নাই। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যদেশে বালরণ্ডা (কড়ে রাঁড়ি) তপস্বিনী বাস করিতেছেন। বলাৎকার দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক লইয়া যাইতে পারিলেই বিষ্ণুর পরমপদ (মুক্তি) লাভ হয়। এস্থলে গঙ্গা শব্দে ইড়া নাড়ী ও 'যমুনা শব্দে পিঙ্গলা নাড়ী; বালরণ্ডা শব্দে ইড়া-পিঙ্গলার মধ্যগত-সুষুম্নাদ্বারস্থিতা পরমশিব-বিরহিণী কুণ্ডলিনী শক্তি। সুতরাং ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি বল পূর্ব্বক মূলাধার হইতে কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া পরমশিবে সংযুক্ত করিতে পারেন, তিনি মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। যথা—

কুণ্ডলী কুটিলাকারা সর্পবৎ পরিকীর্ত্তিতা।
সা শক্তিশ্চালিতা যেন স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥
গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে বালরণ্ডাং তপস্বিনীম্।
বলাৎকারেণ গৃহ্লীয়াত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥
ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।
ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে বালরণ্ডা চ কুণ্ডলী ॥

শ্রুতিতেও কথিত আছে, কুণ্ডলিনীকে ঊর্দ্ধে আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেই অমৃতত্ব লাভ হয়। যথা—তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতীতি।

মুহূর্ত্তদ্বয়পর্য্যন্তং বিধিনা শক্তিচালনম্।
যঃ করোতি প্রযত্নেন তস্য সিদ্ধির্ন দূরতঃ।
যুক্তাসনেন * কর্ত্তব্যং যোগিভিঃ শক্তিচালনম্॥ ১০৯॥
এতত্তু মুদ্রাদশকং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
একৈকাভ্যাসনে সিদ্ধিঃ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা॥ ১১০॥

ইতি শ্রীশিবসংহিতায়াং যোগশাস্ত্রে মুদ্রাকথনে
চতুর্থঃ পটলঃ।

যে সাধক প্রতিদিন দুই মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত প্রযত্নসহকারে যথাবিধানে শক্তিচালন করিবেন; তাঁহার সিদ্ধি করতলস্থ হইবে। পরন্তু উপযুক্ত আসনে অর্থাৎ সিদ্ধাসনে বা বজ্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া এই মুদ্রা সাধন করিতে হইবে।[১০৯]

এই যে দশটি মুদ্রা কহিলাম; ইহার সদৃশ উত্তম মুদ্রা হয় নাই, হইবেও না। এই মুদ্রাদশকের অন্যতম একটি মাত্র মুদ্রা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। সুতরাং ইহা দ্বারা সাধক যে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।[১১০]

মুদ্রাকথন নামক চতুর্থ পটল সমাপ্ত।

* মুক্তাসনেন ইতি পাঠান্তরম্

পঞ্চমপটলঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

ব্রূহি মে বাক্যমীশান পরমার্থধিয়ং প্রতি।
যে বিঘ্নাঃ সন্তি লোকানাং চেন্ময়ি প্রেম শঙ্কর * ॥ ১ ॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা বিঘ্নাঃ স্থিতাঃ সদা।
মুক্তিং প্রতি নরাণাঞ্চ ভোগঃ পরমবন্ধকঃ † ॥ ২ ॥
নারী শয্যাসনং বস্ত্রং ধনমস্ত বিড়ম্বনম্ ‡।
তাম্বূলং ভক্ষ্যযানানি রাজ্যৈশ্বর্য্যবিভূতয়ঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীদেবী কহিলেন। ঈশান! শঙ্কর! আমার প্রতি যদি আপনকার প্রীতি থাকে, তাহা হইলে পরমার্থ জ্ঞান বিষয়ে মনুষ্যের যে সমুদায় বিঘ্ন ঘটিতে পারে, তাহা আমার নিকট বলুন।[১]

শ্রীঈশ্বর কহিলেন। দেবি! মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে মনুষ্যের যে সমুদায় বিঘ্ন সচরাচর উপস্থিত হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই বিঘ্ন সমুদায়ের মধ্যে বিষয়সম্ভোগই মুক্তিপথের প্রধান কণ্টক স্বরূপ।[২] বিশেষত নারীসম্ভোগ, উত্তম শয্যা, মনোরম আসন, রমণীয় বস্ত্র ও ধনসঞ্চয়, এতৎসমুদায় মুক্তিপথের বিড়ম্বনা স্বরূপ। তাম্বূল, ভক্ষ্যভোজ্যাদি, যান (শকট শিবিকাদি), রাজ্য, ঐশ্বর্য্য (প্রভুত্ব), বিভূতি,[৩] সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রত্ন, গন্ধদ্রব্য, ধেনু,

---

* যে বিঘ্নাঃ সন্তি চেদ্দেব বদ মে প্রিয়শঙ্কর ইতি ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতঃ পাঠঃ।

† ভোগঃ পরমবন্ধনঃ ইতি পাঠান্তরম্।

‡ ধনমাশুবিচুম্বনম্ ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

হেম রূপ্যং তথা তাম্রং রত্নঞ্চাগুরুধেনবঃ *।
পাণ্ডিত্যং বেদশাস্ত্রাণি নৃত্যং গীতং বিভূষণম্ ॥ ৪ ॥
বংশী বীণা মৃদঙ্গশ্চ গজেন্দ্রশ্চাশ্ববাহনম্।
দারাপত্যানি বিষয়া বিঘ্না এতে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫ ॥
ভোগরূপা ইমে বিঘ্না ধর্ম্মরূপানিমান্ শৃণু ॥ ৬ ॥
স্নানং পূজাতিথির্হোমস্তথা সৌখ্যময়ী স্থিতিঃ †।
ব্রতোপবাসনিয়মা মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥
ধ্যেয়ো ধ্যানং তথা মন্ত্রো দানং ‡ খ্যাতির্দ্দিশাসু চ।
বাপীকূপতড়াগাদিপ্রাসাদারামকল্পনা ॥ ৮ ॥
যজ্ঞং চান্দ্রায়ণং কৃচ্ছ্রং তীর্থানি বিষয়াণি চ।
দৃশ্যন্তে চ ইমা বিঘ্না ধর্ম্মরূপেণ সংস্থিতাঃ ॥ ৯ ॥

পাণ্ডিত্য, বেদপাঠাদি, নৃত্য, গীত, অলঙ্কার,[৪] বংশী, বীণা, মৃদঙ্গ, মাতঙ্গ তুরঙ্গ উষ্ট্র প্রভৃতি বাহন, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সংসার, বিষয়কার্য্য, এতৎসমুদায় মুক্তিপথের বিঘ্ন বলিয়া নিরূপিত আছে।[৫] পরন্তু এতৎসমুদায় ভোগরূপ বিঘ্ন, অতঃপর ধর্ম্মরূপ বিঘ্ন নিরূপণ করিতেছি, শ্রবণ কর।[৬]

প্রাতঃস্নান প্রভৃতি বেদবিহিত স্নান, পূজাধিক্য, নিয়ত অতিথি-সেবা, হুতাশনে হোম, সৌখ্যময়ী স্থিতি অর্থাৎ বিলাসিতা (বাবুয়ানা), ব্রত, উপবাস, নিয়মধারণ, মৌন (বাগিন্দ্রিয় নিগ্রহ), ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (উপস্থ ছেদনাদি),[৭] ধ্যেয়তা, স্থূলধ্যান, মন্ত্রজপাদি, দান, সর্ব্বত্র খ্যাতি, বাপী কূপ তড়াগ সরোবর প্রাসাদ উদ্যান কেলিমণ্ডপ প্রভৃতি নির্ম্মাণ বা নির্ম্মাণকল্পনা,[৮] যজ্ঞ, চান্দ্রায়ণ ব্রত, কৃচ্ছ্রব্রত, তীর্থ পর্য্যটন, ও বিষয় পর্য্যবেক্ষণ, এতৎসমুদায় বিঘ্ন ধর্ম্মরূপে বিরাজমান আছে।[৯]

* রত্নঞ্চ গুরুধেনবঃ ইতি পাঠান্তরম্।

† মোক্ষময়ী স্থিতিঃ ইতি পুস্তকান্তরধৃতঃ পাঠঃ

‡ ধ্যেয়ধ্যানং তথা মন্ত্রদানম্ ইতি চ পাঠঃ।

যত্তু বিঘ্নং ভবেজ্জ্ঞানং কথয়ামি বরাননে।
গোমুখাদ্যাসনং * কৃত্বা ধৌতীপ্রক্ষালনং বসেৎ॥ ১০॥
নাড়ীসঞ্চারবিজ্ঞানং প্রত্যাহারনিরোধনম্।
কুক্ষিসঞ্চালনং ক্ষীরপ্রবেশ † ইন্দ্রিয়াধ্বনা॥ ১১॥
নাড়ীকর্ম্মাণি কল্যাণি ভোজনং শ্রূয়তাং মম॥ ১২॥
নবং ধাতুরসং ছিন্দি ঘণ্টিকাস্তাড়য়েৎ ‡ পুনঃ॥ ১৩॥

বরাননে! মুক্তি বিষয়ে যে সমুদায় জ্ঞানরূপী বিঘ্ন সঞ্চারিত হয়, তাহাও বলিতেছি। গোমুখাসন (৩৫) প্রভৃতি যে কোন আসন করিয়া ধৌতী-যোগ দ্বারা নাড়ী প্রক্ষালনে প্রবৃত্ত হওয়া,[১০] নাড়ী-সঞ্চার-বিজ্ঞান (দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ীর মধ্যে কোথায় কোন্ নাড়ী আছে, কেবল তাহারই অনুসন্ধান, প্রত্যাহার করিবার উদ্দেশে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিরোধ ও লৌহ শৃঙ্খলা দ্বারা উপস্থ বন্ধন বা লৌহ কণ্টকাদি দ্বারা চক্ষু বা উপস্থ বিদ্ধ করণ, বায়ু-চালনার উদ্দেশে কুক্ষিসঞ্চালন, উপস্থাদি দ্বারা দুগ্ধপান[১১] ও নাড়ী-কর্ম্ম অর্থাৎ বায়ু দ্বারা কেবলই নাড়ী ধৌতকরণ, এতৎসমুদায় জ্ঞানরূপ বিঘ্ন। কল্যাণি! এক্ষণে ভোজনরূপ বিঘ্ন (অতি সংক্ষেপে) বলিতেছি, শ্রবণ কর।[১২]

যাহাতে শরীরে নূতন রসের সঞ্চার হয়, এরূপ বস্তুভোজন পরিত্যাগ কর; অর্থাৎ রসবৃদ্ধিকর বস্তু বিঘ্নস্বরূপ; কারণ তদ্দ্বারা জিহ্বামূল স্ফীত

---

* গোমুখোদ্বাসনম্ ইতি কেষাঞ্চিৎ পাঠঃ।

† ক্ষিপ্রং প্রবেশ ইতি পাঠান্তরম্।

‡ শুণ্ঠিকাস্তাড়য়েৎ ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

(৩৫)—পৃষ্ঠদেশের বামপার্শ্বে কটির (কোমরের) নিম্নে দক্ষিণ চরণের গুল্‌ফ সংযুক্ত করিয়া ঐরূপ পৃষ্ঠদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে কটির নিম্নে বাম চরণের গুল্‌ফ দেশ নিযোজিত করিয়া গোমুখের আকৃতির ন্যায় হইয়া উপবিষ্ট হইবে। ইহার নাম গোমুখাসন। যথা—

সব্যে দক্ষিণগুল্‌ফং তু পৃষ্ঠপার্শ্বে নিযোজয়েৎ।
দক্ষিণেঽপি তথা সব্যং গোমুখং গোমুখাকৃতি॥—হঠযোগপ্রদীপিকা।

এককালং সমাধিঃ স্যাল্লিঙ্গভূতমিদং শৃণু।
সঙ্গমং গচ্ছ সাধূনাং সঙ্কোচং ভজ দুর্জ্জনাৎ।
প্রবেশে নির্গমে বায়োর্গুরুলক্ষ্যং * বিলোকয়েৎ॥ ১৪॥
পিণ্ডস্থং রূপসংস্থঞ্চ রূপস্থং রূপবর্জ্জিতম্।
ব্রহ্মৈতস্মিন্মৃতাবস্থা হৃদয়ঞ্চ প্রশাম্যতি॥ ১৫॥
ইত্যেতে কথিতা বিঘ্না জ্ঞানরূপে ব্যবস্থিতাঃ॥ ১৬॥

হয় ও তাহাতে বেদনা অনুভব হইয়া থাকে, সুতরাং যোগসাধনে ব্যাঘাত হয়।[১৩]

এক্ষণে কি উপায়ে এককালে সমাধি হয়, তাহার বীজ অর্থাৎ মূল কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ কর; দুর্জ্জন সংসর্গে বিরত হও; বায়ুর প্রবেশ ও নির্গমকালে গুরূপদিষ্ট লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখ।[১৪] যিনি পিণ্ডস্থ অর্থাৎ শরীরস্থ, যিনি রূপের আধার ও যিনি রূপেও অবস্থান করিতেছেন, অথচ যিনি রূপ-বিবর্জ্জিত, তিনিই ব্রহ্ম; তাঁহাতে অবস্থান করাই মরণাবস্থা বা সমাধি; এই অবস্থাতেই হৃদয় প্রশান্ত হয়। (ইহাই গুরূপদিষ্ট লক্ষ্য।)[১৫] এই আমি তোমার নিকট জ্ঞানরূপ বিঘ্ন, (ভোজনরূপ বিঘ্ন ও এককালে সমাধির নিদান) কহিলাম।[১৬] (৩৬)

---

* গুরুলঘূ ইত্যপি পাঠঃ।

(৩৬)—সমগ্র শিবসংহিতার মধ্যে এই অংশটুকু অত্যন্ত দুর্ব্বোধ ও জটিল; সুতরাং ইহা সহসা অসম্বদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন-লেখক-প্রমাদে এস্থলে পাঠবিপর্য্যয় হওয়াও বিচিত্র নহে। যাহা হউক, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও উপদেশের সহিত সমন্বয় করিয়া যেরূপ সঙ্গত বোধ হইল, আমরা এস্থলের তদনুরূপই অর্থ ও অনুবাদ করিলাম; ফলত, প্রকৃত কথা বলিতে কি, ইহা আমাদেরই সম্পূর্ণরূপ মনঃপূত হয় নাই; যদি কোন যোগিপুরুষ বা উন্নত সাধক এ অংশের অপেক্ষাকৃত সুসঙ্গত ভিন্নরূপ অর্থ আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপ নিঃসংশয় করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা নিরতিশয় সন্তুষ্ট, কৃতজ্ঞ ও বাধিত হইব।

মন্ত্রযোগো হঠশ্চৈব লয়যোগস্তৃতীয়কঃ।
চতুর্থো রাজযোগঃ স্যাৎ স দ্বিধাভাববর্জ্জিতঃ॥ ১৭॥
চতুর্ধা সাধকো জ্ঞেয়ো মৃদুমধ্যাধিমাত্রকঃ।
অধিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো ভবাব্ধৌ লঙ্ঘনক্ষমঃ॥ ১৮॥
মন্দোৎসাহী সুসংমূঢ়ো ব্যাধিস্থো গুরুদূষকঃ।
লোভী পাপমতিশ্চৈব বহ্বাশী বনিতাশ্রয়ঃ॥ ১৯॥
চপলঃ কাতরো রোগী পরাধীনোঽতিনিষ্ঠুরঃ।
মন্দাচারো মন্দবীর্য্যো জ্ঞাতব্যো মৃদুমানবঃ॥ ২০॥
দ্বাদশাব্দে ভবেৎ সিদ্ধিরেতস্য যত্নতঃ পরম্।
মন্ত্রযোগাধিকারী স জ্ঞাতব্যো গুরুণা ধ্রুবম্॥ ২১॥

(যোগ প্রধানত চারি প্রকার;—) প্রথম মন্ত্রযোগ, দ্বিতীয় হঠযোগ, তৃতীয় লয়যোগ ও চতুর্থ রাজযোগ। এই শেষোক্ত রাজযোগে দ্বৈতভাব থাকে না, অর্থাৎ তৎকালে সমাধি নিবন্ধন জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিতয় একভাবাপন্ন হইয়া পরমাত্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে।[১৭]

যোগ যেরূপ চারি প্রকার, সাধকও সেইরূপ চারি প্রকার, যথা; মৃদু সাধক, মধ্য সাধক, অধিমাত্র সাধক ও অধিমাত্রতম সাধক। এই চতুর্বিধ সাধকের মধ্যে অধিমাত্রতম সাধকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ত্বরায় সংসার-সাগর লঙ্ঘনে সম্পূর্ণ সমর্থ।[১৮]

(মৃদু সাধক লক্ষণ যথা—) যিনি মন্দোৎসাহী অর্থাৎ সামান্য-উৎসাহ-সম্পন্ন, সুসংমূঢ় অর্থাৎ প্রতিভা-বিহীন, ব্যাধিগ্রস্ত, গুরু-দূষক (যিনি গুরুর কার্য্যাদিতে দোষারোপ বা গুরুনিন্দা করেন), লোভী, পাপকার্য্যে আকৃষ্ট, বহুভোজনশীল, স্ত্রীজিত,[১৯] চপল, পরিশ্রমে কাতর, রুগ্নশরীর, পরাধীন, অতিনিষ্ঠুর, মন্দাচার বা মন্দবীর্য্য, তাঁহাকেই মৃদু সাধক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।[২০] ঈদৃশ ব্যক্তি বিশেষ যত্ন করিলে দ্বাদশ বৎসরে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। পরন্তু যিনি গুরুপদে অভিষিক্ত, তাঁহার জ্ঞাত থাকা উচিত যে, এই

সমবুদ্ধিঃ * ক্ষমাযুক্তঃ পুণ্যাকাঙ্ক্ষী প্রিয়ম্বদঃ।
মধ্যস্থঃ সর্ব্বকার্য্যেষু সামান্যঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥
এতজ্জ্ঞাত্বৈব গুরুভির্দীয়তে যুক্তিতো লয়ঃ † ॥ ২৩ ॥
স্থিরবুদ্ধির্লয়ে যুক্তঃ স্বাধীনো বীর্য্যবানপি।
মহাশয়ো দয়াযুক্তঃ ক্ষমাবান্ সত্যবানপি ॥ ২৪ ॥
শূরো লয়স্থ শ্রদ্ধাবান্ গুরুপাদাব্জপূজকঃ।
যোগাভ্যাসরতশ্চৈব জ্ঞাতব্যশ্চাধিমাত্রকঃ ॥ ২৫ ॥
এতস্য সিদ্ধিঃ ষড়্বর্ষৈর্ভবেদভ্যাসযোগতঃ।
এতস্মৈ দীয়তে ধীরৈর্হঠযোগশ্চ সাঙ্গকঃ ॥ ২৬ ॥

মৃদু সাধক মন্ত্র যোগেরই অধিকারী; সুতরাং ঈদৃশ শিষ্যকে কেবল মন্ত্রযোগ-প্রদান করাই বিধেয়।[২১]

(মধ্য সাধক লক্ষণ যথা—) যিনি সমবুদ্ধি (যাঁহার বুদ্ধি তাদৃশ তীক্ষ্ণও নহে, তাদৃশ মৃদুও নহে), যিনি ক্ষমাশীল, যিনি পুণ্যাকাঙ্ক্ষী, যিনি প্রিয়বাদী, ও যিনি কোন কার্য্যেই লিপ্ত নহেন, তাঁহাকেই সামান্য সাধক বা মধ্য সাধক বলা যায়।[২২] গুরুর কর্ত্তব্য এই যে, পরীক্ষা দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া যুক্তি অনুসারে ঈদৃশ ব্যক্তিকে লয়যোগ প্রদান করেন।[২৩]

(অধিমাত্র সাধক লক্ষণ যথা—) যিনি স্থিরবুদ্ধি, লয়সাধনে নিরত, স্বাধীন, বীর্য্যশালী, মহাশয়, দয়াশীল, ক্ষমাবান, সত্যনিষ্ঠ,[২৪] শৌর্য্যশালী, লয়যোগে শ্রদ্ধাযুক্ত, গুরুপাদপদ্ম-পূজা-পরায়ণ ও যোগাভ্যাসে নিয়ত নিরত, তাদৃশ ব্যক্তিকে অধিমাত্র সাধক বলা যায়।[২৫] ঈদৃশ ব্যক্তি অভ্যাস করিলে ছয় বৎসর মধ্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ঈদৃশ শিষ্যকে সাঙ্গোপাঙ্গ হঠযোগ প্রদান করা বিচক্ষণ গুরুর কর্ত্তব্য।[২৬]

* সমবুদ্ধিঃ ইতি পাঠান্তরম্।

† মুক্তিতো লয়ঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

মহাবীর্য্যান্বিতোৎসাহী মনোজ্ঞঃ শৌর্য্যবানপি।
শাস্ত্রজ্ঞোঽভ্যাসশীলশ্চ নির্ম্মোহশ্চ নিরাকুলঃ॥ ২৭॥
নবযৌবনসম্পন্নো মিতাহারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্ভয়শ্চ শুচির্দ্দক্ষো দাতা সর্ব্বজনাশ্রয়ঃ॥ ২৮॥
অধিকারী স্থিরো ধীমান্ যথেচ্ছাবস্থিতঃ ক্ষমী।
সুশীলো ধর্ম্মচারী চ গুপ্তচেষ্টঃ প্রিয়ম্বদঃ॥ ২৯॥
শান্তো বিশ্বাসসম্পন্নো দেবতাগুরুপূজকঃ।
জনসঙ্গবিরক্তশ্চ মহাব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ॥ ৩০॥
অধিমাত্রো ব্রতজ্ঞশ্চ সর্ব্বযোগস্য সাধকঃ।
ত্রিভিঃ সংবৎসরৈঃ সিদ্ধিরেতস্য স্যাৎ ন সংশয়ঃ *॥৩১॥
সর্ব্বযোগাধিকারী স নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৩২॥

(অধিমাত্রতম সাধকের লক্ষণ যথা—) যিনি মহাবীর্য্য, মহোৎসাহ-সম্পন্ন, মনোজ্ঞ, শৌর্য্যশালী, শাস্ত্রজ্ঞ, অভ্যাসশীল, মোহশূন্য, নিরাকুল,[২৭] নবযৌবন-সম্পন্ন, মিতাহারী, বিজিতেন্দ্রিয়, নির্ভীক, বিশুদ্ধাচার, সুদক্ষ, দাতা, সর্ব্বজনের প্রতি অনুকূল,[২৮] সর্ব্ববিষয়ে অধিকারী, স্থিরচিত্ত, ধীমান, যথেচ্ছস্থানাবস্থিত, ক্ষমাগুণ-সম্পন্ন, সুশীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ, গুপ্তচেষ্ট, প্রিয়ম্বদ,[২৯] শান্ত, বিশ্বাসসম্পন্ন, দেবগুরুপূজা-পরায়ণ, জনসঙ্গ-বিরক্ত, মহাব্যাধি-পরিশূন্য,[৩০] অধিমাত্র অর্থাৎ সকল বিষয়েই সকলের অগ্রসর এবং ব্রতজ্ঞ; (ঈদৃশ সাধককে অধিমাত্রতম সাধক বলা যায়।) ইনি সর্ব্বযোগ সাধনেই সমর্থ। এরূপ সাধক তিন বৎসর মধ্যেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।[৩১] ঈদৃশ সাধক সর্ব্ববিধ যোগেরই অধিকারী, এবিষয়ে কোনরূপ বিচারেরই আবশ্যক নাই।[৩২]

* নাত্র সংশয়ঃ ইতি কেষাঞ্চিৎ পাঠঃ

প্রতীকোপাসনা কার্য্যা দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদা।
পুনাতি দর্শনাদত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৩ ॥
গাঢ়াতপে স্বপ্রতিবিম্বমৈশ্বরং
নিরীক্ষ্য নিশ্চালিতলোচনদ্বয়ম্।
যদা নভঃ পশ্যতি স্বপ্রতীকং
নভোঽঙ্গনে তৎক্ষণমেব পশ্যতি ॥ ৩৪ ॥
প্রত্যহং পশ্যতে যো বৈ স্বপ্রতীকং নভোঽঙ্গনে।
আয়ুর্ব্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য ন মৃত্যুঃ স্যাৎ কদাচন ॥ ৩৫ ॥

(এক্ষণে প্রতীকোপাসনা অর্থাৎ ছায়াপুরুষ সাধন কথিত হইতেছে।) প্রতীকোপাসনা করা যোগীর কর্ত্তব্য। এই প্রতীকোপাসনা দ্বারা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ছায়াপুরুষ দর্শন মাত্রেই শরীর পবিত্র হয়, এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।[৩৩] গাঢ় আতপে (বাষ্প বা মেঘ-পরিশূন্য সুনির্ম্মল রৌদ্রে) নিশ্চল লোচনে (অনিমিষ নয়নে) সূর্য্যকিরণ-সম্মুখ নিজ চ্ছায়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আকাশে দৃষ্টিপাত করিলেই তৎক্ষণাৎ সেই নভস্তলে স্বপ্রতীক অর্থাৎ ছায়াপুরুষ দৃষ্ট হইবে (৩৭)।[৩৪]

যে সাধক প্রতিদিবস আকাশপ্রাঙ্গণে স্বপ্রতীক দর্শন করেন, তাঁহার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় ও কদাপি মৃত্যু হয় না।[৩৫] যখন সাধক আকাশতলে প্রত্যেক

(৩৭)—এস্থলে যে উপদেশ প্রদান করা যাইতেছে, তদনুসারে ৫।৭ মিনিট কার্য্য করিলে সকল ব্যক্তিই ছায়াপুরুষের দর্শন পাইবেন। সূর্য্যের দিকে পৃষ্ঠ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষ লোচনে আপনার ছায়ার গলদেশ নিরীক্ষণ করিতে হইবে। ৪।৫ মিনিট নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া সূর্য্যদেবের নিম্নস্থ আকাশে দৃষ্টিপাত করিলেই সেই স্থানে আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড ছায়াপুরুষ দর্শন হইবে। কিন্তু সাবধান, ছায়া নিরীক্ষণ কালে যেন মুদ্রাভঙ্গ না হয় অর্থাৎ চক্ষুর নিমেষ না পড়ে ও অঙ্গসঞ্চালন না হয়। যদিও হস্তসঞ্চালন-বিশেষ দ্বারা চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন হয়, তথাপি সে উপদেশ এস্থলে বক্তব্য নহে। নির্ম্মল চন্দ্রালোকে এবং দীপালোকেও এই ছায়াপুরুষ দর্শন হয়, কিন্তু তাহার উপদেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে।

যদা পশ্যতি সম্পূর্ণং স্বপ্রতীকং নভোঽঙ্গনে।
তদা জয়ঃ সমায়াতি * বায়ুং নির্জ্জিত্য সঞ্চরেৎ ॥ ৩৬ ॥
যঃ করোতি সদাভ্যাসং চাত্মানং বিন্দতে পরম্।
পূর্ণানন্দৈকপুরুষং স্বপ্রতীকপ্রসাদতঃ † ॥ ৩৭ ॥
যাত্রাকালে বিবাহে চ শুভে কর্ম্মণি সঙ্কটে।
পাপক্ষয়ে পুণ্যবৃদ্ধৌ প্রতীকোপাসনঞ্চরেৎ ॥ ৩৮ ॥
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাদন্তরে পশ্যতি ধ্রুবম্।
তদা মুক্তিমবাপ্নোতি যোগী নিয়তমানসঃ ॥ ৩৯ ॥
অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে শ্রোত্রে তর্জ্জনীভ্যাং দ্বিলোচনে।
নাসারন্ধ্রে চ মধ্যাভ্যাম্ অন্যাভ্যাং বদনে দৃঢ়ম্ ‡ ॥ ৪০ ॥

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন স্বপ্রতীক দর্শন করেন, তখন তিনি সর্ব্ববিষয়ে বিজয়ী হয়েন, এবং বায়ু জয় পূর্ব্বক বিচরণ করিতে পারেন।[৩৬] যে সাধক সর্ব্বদা এই যোগ অভ্যাস করেন, স্বপ্রতীকের প্রসাদে তিনি পূর্ণানন্দময় পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন।[৩৭] যাত্রাকালে পরিণয়-সংস্কার-সময়ে, শুভকর্ম্মানুষ্ঠান-কালে, সঙ্কট সময়ে, এবং পাপক্ষয় বা পুণ্যবৃদ্ধি কালে প্রতীকোপাসনা করা কর্ত্তব্য।[৩৮] নিরন্তর এই যোগসাধন করিলে সাধক আপনার হৃদয় মধ্যেই স্বপ্রতীক দর্শন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। এরূপ হইলে যোগী সংযতচিত্ত হয়েন ও মুক্তি লাভ করিতে পারেন।[৩৯]

আত্মদর্শন ও নাদানুসন্ধান।

অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা লোচনদ্বয়, মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা নাসিকাদ্বয় এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা বদনমণ্ডল দৃঢ়রূপে[৪০]

* তদা জয়মবাপ্নোতি ইত্যন্যে পঠন্তি।

† পূর্ণানন্দৈকপুরুষস্বপ্রতীকপ্রসাদতঃ ইত্যপি পাঠঃ।

‡ অনামাভ্যাং মুখে দৃঢ়ম্ ইতি পাঠান্তরম্।

নিরুধ্যন্ মরুতং যোগী যদেবং কুরুতে ভৃশম্।
তদা লক্ষণমাত্মানং জ্যোতীরূপং প্রপশ্যতি ॥ ৪১ ॥
তত্তেজো দৃশ্যতে যেন ক্ষণমাত্রং নিরাবিলম্।
সর্ব্বপাপৈর্বিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৪২ ॥
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ যোগী বিগতকল্মষঃ।
সর্ব্বদেহাদি বিস্মৃত্য তদভিন্নঃ স্বয়ং ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥
যঃ করোতি সদাভ্যাসং গুপ্তাচারেণ মানবঃ।
স বৈ ব্রহ্মণি লীনঃ স্যাৎ পাপকর্ম্মরতো যদি ॥ ৪৪ ॥

রুদ্ধ করিয়া যদি যোগী পুনঃপুন বায়ু সাধন করেন, তাহা হইলে জ্যোতির্ম্ময় জীবাত্মাকে দর্শন করিতে পারেন (৩৮)।[৪১]

যে মহাত্মা ক্ষণকাল মাত্র এই নির্ম্মল আত্মজ্যোতি দর্শন করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিতে পারেন।[৪২] এই যোগ নিরন্তর অভ্যাস করিলে যোগী নিষ্পাপ হইয়া স্থূলদেহ প্রভৃতি সমুদায় বিস্মরণ পূর্ব্বক স্বয়ং তন্ময় হইয়া উঠেন, অর্থাৎ তৎকালে আর দেহাভিমান থাকে না।[৪৩] যে মানব সর্ব্বদা গুপ্তভাবে এই যোগ অভ্যাস করেন, তিনি

(৩৮)—এস্থলে যে অতীব গূঢ় গুরূপদেশ আছে, তাহা অক্ষর দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারা যায় না; পরন্তু সেই গুরূপদেশ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ আত্মসাক্ষাৎকার হয়। চাহিয়া থাকিলে বোধ হয়, স্থূল চক্ষে দেখিতেছি, চক্ষু মুদ্রিত করিলেও সেইরূপ দর্শন হইতে থাকে। ব্রহ্ম কিরূপ ভাবে মায়া দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া জীবভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাহা এতদ্দর্শনেই প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়। এই যোগসাধন কালে সিদ্ধাসন অবলম্বন করাই সাধকগণের অনুমোদিত, পরন্তু মুক্ত পদ্মাসনে উপবেশন করিলেও হানি নাই। এই যোগ সাধন কালে সহস্রারে অথবা গুরু যেরূপ উপদেশ দেন, সেই স্থানেই মন রাখা কর্ত্তব্য। গুরূপদেশ লইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ আত্মা প্রত্যক্ষ হইবেন; পরন্তু গুরূপদেশ-নিরপেক্ষ হইয়া এতৎসাধনে প্রবৃত্ত হইলে দৈবাৎ কাহারো কদাচিৎ একবার মাত্র প্রত্যক্ষ হইতে পারে, নাও হইতে পারে।

গোপনীয়ঃ প্রযত্নেন সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ।
নির্ব্বাণদায়কো লোকে যোগোঽয়ং মম বল্লভঃ।
নাদঃ সংজায়তে তস্য ক্রমেণাভ্যাসতশ্চ বৈ ॥ ৪৫ ॥
মত্তভৃঙ্গবেণুবীণাসদৃশঃ * প্রথমো ধ্বনিঃ।
এবমভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বান্তনাশনঃ।
ঘণ্টারবসমঃ পশ্চাৎ ধ্বনির্মেঘরবোপমঃ ॥ ৪৬ ॥
ধ্বনৌ তস্মিন্ মনো দত্ত্বা যদা তিষ্ঠতি নির্ভরম্।
তদা সংজায়তে তস্য লয়স্য মম বল্লভে ॥ ৪৭ ॥

যদিও পাপকার্য্যানুষ্ঠানে রত থাকেন, তথাপি পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারেন।[৪৪]

এই যোগ জগতের মধ্যে আমার অতীব প্রিয়, নির্ব্বাণমুক্তি-দায়ক ও সদ্যঃ-প্রত্যয়কারক। অতএব প্রযত্ন সহকারে ইহা গোপন করা কর্ত্তব্য। এই যোগ অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমশ নাদ (শব্দব্রহ্ম) প্রত্যক্ষ হইতে থাকে।[৪৫] যখন নাদ প্রত্যক্ষ হইতে আরম্ভ হয়, তখন প্রথমত (ঝিল্লীরব), মত্তমধুকর-ধ্বনি, বীণাবাদ্য ও বেণুবাদ্য সদৃশ ধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে পশ্চাৎ সংসারধ্বান্ত-নাশক ঘণ্টা রব সদৃশ ধ্বনি ও মেঘগর্জ্জন সদৃশ ধ্বনি শ্রবণগোচর হয়। (ইহার মধ্যে শঙ্খধ্বনি সমুদ্রধ্বনি ও দেবদুন্দুভি ধ্বনি প্রভৃতিও শ্রুত হইতে থাকে। সর্ব্বশেষে প্লুতস্বরে সমুচ্চারিত প্রণবধ্বনিও শ্রুতিগোচর হয়।)[৪৬] প্রিয়ে! সাধক যখন নির্ভররূপে ঐকান্তিক ভাবে সেই ধ্বনিতে মনোনিবেশ করিয়া অবস্থান করেন, তখন তদ্দ্বারা তাঁহার লয়ের অবস্থা অর্থাৎ সমাধি উপস্থিত হয় (৩৯)।[৪৭]

* মত্তভৃঙ্গাবলীবীণাসদৃশঃ ইতি কৈশ্চিৎ পঠ্যতে।

(৩৯)—এই নাদ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ষট্‌কর্ম্ম সাধন হইতে পারে। যথা মনে করুন, আপনি অরণ্যে দেখিলেন, একটি ব্যাঘ্র বসিয়া আছে। আপনি তাহাকে বশীকরণ ও আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। তখন আপনি ঘণ্টাধ্বনি স্মরণ করিবেন এবং স্মরণ করিবা-

তত্র নাদে যদা চিত্তং রমতে যোগিনো ভৃশম্।
বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদেন সহ শাম্যতি ॥ ৪৮ ॥
এতদভ্যাসযোগেন জিত্বা সম্যক্ গুণান্ বহূন্।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী চিদাকাশে বিলীয়তে ॥ ৪৯ ॥
নাসনং সিদ্ধসদৃশং ন কুম্ভসদৃশং বলম্।
ন খেচরীসমা মুদ্রা ন নাদসদৃশো লয়ঃ ॥ ৫০ ॥
ইদানীং কথয়িষ্যামি মুক্তস্যানুভবং প্রিয়ে *।
যজ্জ্ঞাত্বা লভতে মুক্তিং পাপযুক্তোঽপি সাধকঃ ॥ ৫১ ॥

যখন যোগীর মন উক্ত নাদে ঐকান্তিক ভাবে বিশ্রাম করে, তখন তিনি সমুদায় বাহ্যবস্তু বিস্মৃত হইয়া নাদের সহিত প্রশান্ত হয়েন অর্থাৎ তৎকালে যোগীর সমাধি উপস্থিত হয়।[৪৮] এই যোগ অভ্যাস করিলে তিন গুণ ও তিন গুণের কার্য্য সমুদায় জয় করিতে পারা যায় এবং ঈদৃশ অবস্থায় সাধক সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী হইয়া চিদাকাশে লয়প্রাপ্ত হয়েন।[৪৯] সিদ্ধাসন সদৃশ আসন, কুম্ভক সদৃশ বল, খেচরী সদৃশ মুদ্রা ও নাদ সদৃশ লয়সাধক আর কিছুই নাই।[৫০]

যোগোপদেশ গ্রহণের নিয়ম।

প্রিয়ে! জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষগণ অনুভব দ্বারা যেরূপ স্থির করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর। সাধক যদিও পাপযুক্ত হয়, তথাপি ইহা জ্ঞাত হইলে মুক্তি লাভ করিতে পারে।[৫১] বুদ্ধিমান সাধক প্রথমত গুরু ও সদাশিবকে

* মুক্তস্যানুভবং পরম্ ইত্যন্যসমাদৃতঃ পাঠঃ।

মাত্র ঘণ্টা ধ্বনি শ্রুত হইতে থাকিবে। আপনি তৎক্ষণাৎ কুম্ভক যোগে আত্মাকে ব্যাঘ্র হৃদয়ে প্রবেশ করাইবেন। ব্যাঘ্র তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট ও বশীকৃত হইবে এবং আপনি তাহাকে নিকটে আসিতে বা যেখানে যাইতে বলিবেন—বলিতে হইবে না—ইচ্ছা করিবেন, ব্যাঘ্র আপনকার ইচ্ছার বশীভূত হইয়া তাহাই করিবে। তৎকালে ব্যাঘ্র নিজ ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারিবে না। এমন কি, আপনি তৎকালে ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াও ইচ্ছামত যাইতে পারেন। যাঁহাদের এরূপ ক্ষমতা হইয়াছে, তাঁহারা হিংস্রজন্তু-সমাকুল অরণ্যমধ্যে অনায়াসে বাস করিতেছেন।

সমভ্যর্চ্চ্যেশ্বরং সম্যক্ কৃত্বা চ যোগমুত্তমম্।
গৃহ্ণীয়াৎ সুস্থিতো ভূত্বা গুরুং সন্তোষ্য বুদ্ধিমান্॥ ৫২॥
জীবাদি সকলং বস্তু দত্ত্বা যোগবিদং গুরুম্।
সন্তোষ্যাতিপ্রযত্নেন যোগোহয়ং গৃহ্যতে বুধৈঃ॥ ৫৩॥
বিপ্রান্ সন্তোষ্য মেধাবী নানামঙ্গলসংযুতঃ।
মমালয়ে শুচির্ভূত্বা প্রগৃহ্ণীয়াৎ শুভাত্মকম্॥ ৫৪॥
সংন্যস্যানেন বিধিনা প্রাক্তনং বিগ্রহাদিকম্।
ভূত্বা দিব্যবপুর্যোগী গৃহ্ণীয়াদ্বক্ষ্যমাণকম্॥ ৫৫॥
পদ্মাসনস্থিতো যোগী জনসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
বিজ্ঞাননাড়ীদ্বিতয়মঙ্গুলীভ্যাং নিরোধয়েৎ॥ ৫৬॥
সিদ্ধে তদাবির্ভবতি * সুখরূপী নিরঞ্জনঃ।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যো যেন সিদ্ধো ভবেৎ খলু॥ ৫৭॥

প্রণাম পূর্ব্বক আসন প্রভৃতি যোগের অঙ্গ শিক্ষা করিয়া গুরুর সন্তোষ সম্পাদনানন্তর সংযতচিত্তে যোগের উপদেশ গ্রহণ করিবে।[৫২] যোগবিৎ গুরুকে গো হিরণ্য প্রভৃতি সমুদায় বস্তু প্রদান পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়া পশ্চাৎ ঈদৃশ যোগ গ্রহণ করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য।[৫৩] গুরূপদেশ-ধারণসমর্থ যোগশিক্ষার্থী ব্যক্তি নানা মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিয়া বিশুদ্ধাচার হইয়া আমার আলয়ে (শিবমন্দিরে) গমন পূর্ব্বক এই শ্রেয়স্কর যোগ গ্রহণ করিবে।[৫৪] যোগশিক্ষার্থী ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে, যথাবিধানে প্রাক্তন শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সন্ন্যাস পূর্ব্বক, অর্থাৎ সর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া দিব্যশরীর হইয়া বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে যোগশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন।[৫৫]

যোগশিক্ষা-প্রবৃত্ত ব্যক্তি জনসঙ্গ বিবর্জ্জিত হইয়া প্রথমত পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক অঙ্গুলি দ্বারা বিজ্ঞান নাড়ীদ্বয় (নাসিকাদ্বয়) নিরোধ পূর্ব্বক কুম্ভক অভ্যাস করিবে।[৫৬] এই প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে সাধকের হৃদয়ে আনন্দ-

* সিদ্ধিস্তদাবির্ভবতি ইত্যপরে পঠন্তি।

যঃ করোতি সদাভ্যাসং তস্য সিদ্ধির্ন দূরতঃ।
বায়ুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ॥ ৫৮॥
সকৃৎ যঃ কুরুতে যোগী পাপৌঘং নাশয়েদ্ধ্রুবম্।
তস্য স্যান্মধ্যমে বায়োঃ প্রবেশো নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৯॥
এতদভ্যাসশীলো যঃ স যোগী দেবপূজিতঃ।
অণিমাদিগুণং লব্ধ্বা বিচরেদ্ভুবনত্রয়ে॥ ৬০॥
যো যথাস্যানিলাভ্যাসাত্তদ্ভবেত্তস্য বিগ্রহঃ।
তিষ্ঠেদাত্মনি মেধাবী স পুনঃ ক্রীড়তে ভৃশম্॥ ৬১॥
এতদ্‌যোগং পরং গোপ্যং ন দেয়ং যস্যকস্যচিৎ।
স্বপ্রমাণৈঃ* সমাযুক্তস্তমেব কথ্যতে ধ্রুবম্॥ ৬২॥

ময় নিরঞ্জন পুরুষ আবির্ভূত হয়েন। অতএব যাহাতে এই প্রাণায়াম বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য।[৫৭] যিনি সর্ব্বদা এইরূপ প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, তিনি অল্পদিন মধ্যেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, বিশেষত এই প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা ক্রমশ বায়ুসিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই।[৫৮] যে যোগী ইড়া ও পিঙ্গলা রোধপূর্ব্বক একবার মাত্রও এই কুম্ভক অভ্যাস করেন, তাঁহার সমুদায় পাপ বিধ্বস্ত হইয়া যায়, বিশেষত ইহা দ্বারা বায়ু সুষুম্না নাড়ীতে প্রবেশ করে, সন্দেহ নাই।[৫৯] যে যোগী এইরূপ প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, তিনি দেবগণেরও পূজিত হয়েন, এবং তিনি অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া ভুবনত্রয়ে বিচরণ করিতে থাকেন।[৬০] যে যোগী যেরূপ বায়ুসাধন-নিরত হইবেন, অনিলাভ্যাস দ্বারা তাঁহার সেইরূপ সিদ্ধি হইবে, বিশেষত তাঁহার বিগ্রহ অর্থাৎ মন আত্মনিষ্ঠ হইবে এবং সেই মেধাবী যোগী যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতে থাকিবেন।[৬১] এই যোগ সম্পূর্ণ গোপনীয়, যে কোন ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, যিনি আপনার ন্যায় প্রমাণ অর্থাৎ তত্ত্বানুসন্ধান-পরায়ণ, কেবল তাঁহাকেই এই যোগ বলা যাইতে পারে।[৬২]

* সপ্রমাণৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।

যোগী পদ্মাসনে তিষ্ঠেৎ কণ্ঠকূপে যদা স্মরন্।
জিহ্বাং কৃত্বা তালুমূলে ক্ষুৎপিপাসা নিবর্ত্ততে॥ ৬৩॥
কণ্ঠকূপাদধঃস্থানে কূর্ম্মনাড্যস্তি শোভনা।
তস্মিন্ যোগী মনো দত্ত্বা চিত্তস্থৈর্য্যং লভেদ্ভৃশম্॥ ৬৪॥
শিরঃকপালে রুদ্রাক্ষো বিবিধং চিন্তয়েদ্যদি।
তদা জ্যোতিঃ প্রকাশং স্যাদ্বিদ্যুত্তেজঃসমপ্রভম্॥ ৬৫॥
এতচ্চিন্তনমাত্রেণ পাপানাং সংক্ষয়ো ভবেৎ।
দুরাচারোঽপি পুরুষো লভতে পরমং পদম্॥ ৬৬॥
অহর্নিশং যদা চিন্তাং তৎ করোতি বিচক্ষণঃ।
সিদ্ধানাং দর্শনং তস্য ভাষণঞ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৬৭॥
তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ ভুঞ্জন্ ধ্যায়েচ্ছূন্যমহর্নিশম্।
তদাকাশময়ো যোগী চিদাকাশে বিলীয়তে॥ ৬৮॥

যে যোগী পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া তালুমূলে জিহ্বা প্রদান পূর্ব্বক কণ্ঠকূপে মন স্থাপন করিবেন, তাঁহার ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্ত হইবে।[৬৩] কণ্ঠকূপের নিম্ন-স্থলে মনোহর কূর্ম্ম নাড়ী আছে। যোগী সেই স্থানে মনোনিবেশ করিলে উত্তম রূপে চিত্ত স্থির হইতে পারে।[৬৪] সাধক শিবনেত্র হইয়া (অর্থাৎ নয়নের তারা ঊর্দ্ধে উঠাইয়া) ললাট দেশে চিত্ত স্থাপন পূর্ব্বক যদি বিবিধ (বি=বিগত+বিধ =প্রকার, প্রকার-শূন্য) অর্থাৎ নির্ব্বিকার ভাবনা করেন, তাহা হইলে বিদ্যুৎ-প্রভাসদৃশ জ্যোতি প্রত্যক্ষ হয়।[৬৫] এরূপ চিন্তা করিবা মাত্র সমুদায় পাপ ক্ষয় হয় এবং ইহা দ্বারা দুরাচার ব্যক্তিও পরমপদ লাভ করিতে পারে।[৬৬] যদি বিচ-ক্ষণ সাধক উক্ত প্রকারে অহর্নিশ চিন্তা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধ পুরুষ দর্শন ও সিদ্ধ পুরুষগণের সহিত কথোপকথন হয়, সন্দেহ নাই।[৬৭]

যদি কোন যোগী গমন কালে, অবস্থান কালে, শয়ন কালে ও ভোজন কালে দিবারাত্র শূন্য চিন্তা করেন, তাহা হইলে তিনি আকাশময় হইয়া চিদাকাশে

এতজ্‌জ্ঞানং সদা কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ মম তুল্যো ভবেদ্ধ্রুবম্‌॥ ৬৯॥
এতজ্‌জ্ঞানবলাদ্‌যোগী সর্ব্বেষাং বল্লভো ভবেৎ॥ ৭০॥
সর্ব্বান্‌ ভূতান্‌ জয়ং কৃত্বা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।
নাসাগ্রে দৃশ্যতে যেন পদ্মাসনগতেন বৈ।
মনসো মরণং তস্য খেচরত্বং প্রসিদ্ধ্যতি॥ ৭১॥
জ্যোতিঃ পশ্যতি যোগীন্দ্রঃ শুদ্ধং শুদ্ধাচলোপমম্‌।
তত্রাভ্যাসবলেনৈব স্বয়ং তদ্রক্ষকো ভবেৎ॥ ৭২॥
উত্তানং শয়নে ভূমৌ সুপ্ত্বা ধ্যায়ন্নিরন্তরম্‌।
সদ্যঃ শ্রমবিনাশায় স্বয়ং যোগী বিচক্ষণঃ।
শিরঃপশ্চাত্তু ভাগস্য ধ্যানে মৃত্যুঞ্জয়ো ভবেৎ॥ ৭৩॥

বিলয় প্রাপ্ত হয়েন।[৬৮] যে যোগী শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার এইরূপ শূন্য চিন্তা করা সর্ব্বদাই আবশ্যক। যিনি নিরন্তর এই রূপ অভ্যাস করেন, তিনি আমার সদৃশ হয়েন সন্দেহ নাই।[৬৯] বিশেষত ইহা দ্বারা যোগী সকলেরই বল্লভ হয়েন।[৭০]

যিনি সর্ব্ব ভূত জয় পূর্ব্বক আশাশূন্য ও জনসঙ্গ-বিবর্জ্জিত হইয়া পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করেন, তাঁহার মনোনাশ হয় (অর্থাৎ তাঁহার অমনস্ক অবস্থা উপস্থিত হয়) এবং তিনি আকাশমার্গে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়েন।[৭১] এই নাসাগ্র নিরীক্ষণ দ্বারা যোগী বিশুদ্ধ অচলের ন্যায় বিশুদ্ধ জ্যোতি অবলোকন করেন, ইহা কিছু দিন অভ্যাস করিলে এই জ্যোতি চির-স্থায়ী হইয়া থাকে।[৭২]

বিচক্ষণ যোগী স্বয়ং সদ্য শ্রম অপনয়নের নিমিত্ত ভূমিশয্যায় উত্তান ভাবে শয়ন করিয়া একাগ্র মনে ধ্যান করিয়া থাকেন, পরন্তু এই ভাবে শিরোদেশের পশ্চাদ্ভাগ ধ্যান করিলে মৃত্যুকে জয় করিতে পারা যায়।[৭৩]

ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিমাত্রেণ হ্যপরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭৪ ॥
চতুর্ব্বিধস্য চান্নস্য রসস্ত্রেধা বিভজ্যতে।
তত্র সারতমো লিঙ্গদেহস্য পরিপোষকঃ ॥ ৭৫ ॥
সপ্তধাতুময়ং পিণ্ডমেতি পুষ্ণাতি মধ্যগঃ।
যাতি বিণ্মূত্ররূপেণ তৃতীয়ঃ সপ্ততো বহিঃ ॥ ৭৬ ॥
আদ্যভাগদ্বয়ং নাড্যঃ প্রোক্তাস্তাঃ সকলা অপি।
পোষয়ন্তি বপুর্ব্বায়ুমাপাদতলমস্তকম্ ॥ ৭৭ ॥
নাড়ীভিরাভিঃ সর্ব্বাভির্ব্বায়ুঃ সঞ্চরতে যদা।
তদৈব ন রসো দেহে সাম্যেনেহ প্রবর্ত্ততে ॥ ৭৮ ॥
চতুর্দ্দশানাং তত্রেহ ব্যাপারো মুখ্যভাগতঃ।
তা অনুগ্রা ন হীনাশ্চ প্রাণসঞ্চারনাড়িকাঃ ॥ ৭৯ ॥

যদি উক্ত ভাবে শয়ন পূর্ব্বক ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে আর এক প্রকার যোগ সাধন হইয়া থাকে।[৭৪] চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয়, এই চতুর্ব্বিধ অন্নের যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। এই তিন ভাগের মধ্যে প্রধান সারতম ভাগ লিঙ্গদেহের পরিপোষক হয়।[৭৫] মধ্যম সার ভাগ সপ্তধাতুময় স্থূল শরীর পরিপুষ্ট করে। তৃতীয় অসার ভাগ সপ্ত ধাতু মধ্য হইতে নিঃসৃত হইয়া বিষ্ঠা ও মূত্রাদি রূপে অপগত হয়।[৭৬] ফলত প্রথম সারভাগদ্বয় শরীরস্থ সমুদায় নাড়ী, উভয় শরীর ও আপাদ মস্তক শরীরস্থ সমুদায় বায়ুকেও পোষণ করে।[৭৭] যে সময় শরীরস্থ এই সমুদায় নাড়ী দ্বারা সর্ব্ব শরীরে বায়ু সঞ্চারিত হইতে থাকে, তৎকালে আর শরীরে রস বৃদ্ধি হয় না, এবং ঐ রস সর্ব্ব শরীরে সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে। (উত্তানভাবে শয়ন পূর্ব্বক ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রূপ উক্ত যোগ সাধন দ্বারা এইরূপ ফল সিদ্ধ ও দিব্য জ্যোতি দর্শন হইয়া থাকে)।[৭৮]

মনুষ্যের শরীর মধ্যে যে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী আছে, তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ নাড়ী প্রাধান্য রূপে শারীরিক ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে। এই চতুর্দ্দশ প্রধান

গুদাদ্দ্ব্যঙ্গুলতশ্চোর্দ্ধং মেঢ্রৈকাঙ্গুলতস্ত্বধঃ।
এবঞ্চাস্তি সমং কন্দং সমতাচতুরঙ্গুলম্ ॥ ৮০ ॥
পশ্চিমাভিমুখী যোনির্গুদমেঢ্রান্তরালগা।
তত্র কন্দং সমাখ্যাতং তত্রাস্তে কুণ্ডলী সদা ॥ ৮১ ॥
সংবেষ্ট্য সকলা নাড়ীঃ সাষ্টধাকুটিলাকৃতিঃ *।
মুখে নিবেশ্য তৎ পুচ্ছং সুষুম্নাবিবরে স্থিতা ॥ ৮২ ॥
সুপ্তা নাগোপমা হ্যেষা স্ফুরন্তী প্রভয়া স্বয়া।
অহিবৎ সন্ধিসংস্থানা বাগ্দেবী বীজসংজ্ঞকা ॥ ৮৩ ॥

নাড়ীর মধ্যেও আবার প্রাণসঞ্চারিকা তিনটি নাড়ী অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না, অনুগ্র ও সর্ব্বপ্রধান।[৭৯]

গুহ্য দ্বারের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে মেঢ্রের এক অঙ্গুলি নিম্নে কন্দের ন্যায় একটি মূলগ্রন্থি আছে। (চিন্তা কালে) তাহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান চারি অঙ্গুলি।[৮০]

গুহ্য দ্বার ও মেঢ্রের মধ্যে পশ্চিমাভিমুখ (অর্থাৎ যাহার মুখ বা কোণ পশ্চা-দ্ভাগে রহিয়াছে তাদৃশ) যোনিমণ্ডল আছে, এই যোনিমণ্ডলেই উক্ত কন্দের অব-স্থান। এই কন্দেতেই কুলকুণ্ডলিনী দেবী সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন।[৮১] এই কুণ্ডলিনী দেবী (এক মূর্ত্তি দ্বারা অষ্ট চক্রে) অষ্টধা কুটিলা হইয়া সুষুম্না নাড়ীর সমুদায় অংশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন এবং (অপর মূর্ত্তি দ্বারা) নিজ মুখে নিজ পুচ্ছ প্রদান পূর্ব্বক (সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা হইয়া স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন সহকারে ব্রহ্মদ্বার রোধ পূর্ব্বক) সুষুম্নামুখে অবস্থান করিতেছেন।[৮২]

এই কুণ্ডলিনী দেবী প্রসুপ্ত ভুজগের আকার ধারণ পূর্ব্বক নিজ প্রভায় দেদীপ্যমান হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। ইহাঁর সমুদায় অবয়ব-সংস্থান অবিকল সর্পের ন্যায়। ইনি বাগ্দেবী;—ইহাঁ হইতেই সকলের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয়। ইনি

* সার্দ্ধত্রিকুটিলাকৃতিঃ ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে

জ্ঞেয়া শক্তিরিয়ং বিষ্ণোর্নিভরা স্বর্ণভাস্বরা।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণত্রয়বিকস্বরা ॥ ৮৪ ॥
তত্র বন্ধূকপুষ্পাভং কামবীজং প্রকীর্ত্তিতম্।
কলহেমসমং যোগে প্রযুক্তাক্ষররূপিণম্ ॥ ৮৫ ॥
সুষুম্নাপি চ সংশ্লিষ্টা.বীজং তত্র বরং স্থিতম্।
শরচ্চন্দ্রনিভং তেজস্ত্রয়মেতৎ স্ফুরৎ স্থিতম্।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্ ॥ ৮৬ ॥
এতত্ত্রয়ং মিলিত্বৈব দেবী ত্রিপুরভৈরবী।
বীজসংজ্ঞং পরং তেজস্তদেব পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৭ ॥
ক্রিয়াবিজ্ঞানশক্তিভ্যাং যুতং যৎ পরিতো ভ্রমেৎ।
উত্তিষ্ঠদ্বিষতন্ত্বাভং সূক্ষ্মং শোণশিখাযুতম্।
যোনিস্থং তৎ পরং তেজঃ স্বয়ম্ভুলিঙ্গসংস্থিতম্ ॥ ৮৮ ॥

(বর্ণময়ী ও) সমগ্র বীজমন্ত্র স্বরূপা।[৮৩] ইহাঁর বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর। ইনি সত্ত্ব রজ ও তম, এই গুণত্রয়ের মূল এবং ইনিই সর্ব্বাংশে বিষ্ণুশক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।[৮৪]

এই কন্দমধ্যে বন্ধূকপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ কামবীজ বিরাজমান রহিয়াছে। এই কামবীজই যোগীদিগের চিন্তনীয় তপ্তকাঞ্চনবর্ণ চতুর্দ্দল-পদ্মস্থিত-বর্ণ-চতুষ্টয়রূপী।[৮৫] সুষুম্না নাড়ীতে সংশ্লিষ্ট কুণ্ডলিনী শক্তি, তৎসন্নিহিত কামবীজ ও শরচ্চন্দ্র সদৃশ তেজোময় বর্ণ, এই ত্রিতয় মূলাধারে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই ত্রিতয় সূর্য্যকোটি সদৃশ ভাস্বর ও চন্দ্রকোটি সদৃশ সুশীতল।[৮৬] এই ত্রিতয় মিলিত হইয়াই দেবী ত্রিপুরভৈরবী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বীজমন্ত্র নামে যে অপর তেজ আছে, তাহাও এতত্ত্রয় হইতে পৃথক্ নহে।[৮৭] এই উত্থিত পরমতেজ বিষতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম ও ইহার শিখা রক্তবর্ণ; স্বয়ম্ভুলিঙ্গই ইহার আধার। ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি সহযোগে এই পরম তেজ যোনিমণ্ডলে

আধারপদ্মমেতদ্ধি যোনির্যস্যাস্তি কন্দতঃ।
পরিস্ফুরদ্ বাদি-সান্ত-চতুর্ব্বর্ণং চতুর্দ্দলম্ ॥ ৮৯ ॥
কুলাভিধং সুবর্ণাভং স্বয়ম্ভুলিঙ্গসঙ্গতম্।
দ্বিরণ্ডো যত্র সিদ্ধোঽস্তি ডাকিনী যত্র দেবতা ॥ ৯০ ॥
তৎপদ্মমধ্যগা যোনিস্তত্র কুণ্ডলিনী স্থিতা।
তস্যা ঊর্দ্ধে স্ফুরৎ তেজঃ কামবীজং ভ্রমন্মতম্ ॥ ৯১ ॥
যঃ করোতি সদা ধ্যানং মূলাধারে বিচক্ষণঃ।
তস্য স্যাদ্দার্দ্দুরী সিদ্ধিঃ ভূমিত্যাগক্রমেণ বৈ ॥ ৯২ ॥

ত্রিকোণাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে; (কেহ কেহ এই তেজকে কামানলও বলিয়া থাকেন।) [৮৮](৪০)

এই স্থানই আধারপদ্ম বা মূলাধার পদ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার বীজকোষে ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডল রহিয়াছে। এই আধারপদ্ম চতুর্দ্দল; ব শ ষ স, এই বর্ণচতুষ্টয় ঐ দলচতুষ্টয়ে বিরাজ করিতেছে।[৮৯]

এই মূলাধার পদ্মই সাধারণত কুল বলিয়া বিখ্যাত ও সুবর্ণ সদৃশ সুবর্ণ। ইহাতে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। এই স্থানে দ্বিরণ্ড নামে এক সিদ্ধ লিঙ্গ ও দেবতা ডাকিনী শক্তি আছেন।[৯০] এই পদ্মমধ্যে (চতুষ্কোণ পৃথিবীমণ্ডল; তন্মধ্যে) ত্রিকোণ যোনিমণ্ডল আছে। ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের অভ্যন্তরে কুণ্ডলিনী দেবী (স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন পূর্ব্বক) অবস্থান করিতেছেন। ইহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে (ত্রিকোণমণ্ডলে) ভ্রমণশীল তেজোরূপী কামবীজ বিরাজমান আছেন।[৯১] যে বিচক্ষণ সাধক সর্ব্বদা মূলাধারে এই সমুদায় চিন্তা করেন, তাঁহার দার্দ্দুরী গতি সিদ্ধি হয়, এবং ক্রমে ভূমিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশ গমন হইয়া থাকে।[৯২]

---

(৪০)—কামবীজ, স্বরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক যোনিমণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন; এবং কন্দস্থিত চতুর্দ্দলে বর্ণরূপেও তাঁহারই অধিষ্ঠান।

বপুষঃ কান্তিরুৎকৃষ্টা জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্।
আরোগ্যঞ্চ পটুত্বঞ্চ করণানাঞ্চ জায়তে * ॥ ৯৩ ॥
ভূতার্থঞ্চ ভবিষ্যঞ্চ বেত্তি সর্ব্বং সকারণম্ † ।
অশ্রুতান্যপি শাস্ত্রাণি সরহস্যং বদেৎ ধ্রুবম্ ॥ ৯৪ ॥
বক্ত্রে সরস্বতী দেবী সদা নৃত্যতি নির্ভরা।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জপাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৯৫ ॥
জরামরণদুঃখৌঘনাশায়েতি গুরোর্ব্বচঃ।
ইদং ধ্যানং সদা কার্য্যং পবনাভ্যাসিনা পরম্ ॥ ৯৬ ॥
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ‡ ॥ ৯৭ ॥
মূলপদ্মং যদা ধ্যায়েৎ স্বয়ম্ভুলিঙ্গসংজ্ঞকম্ § ।
তদা তৎক্ষণমাত্রেণ পাপৌঘং নাশয়েদ্ধ্রুবম্ ॥ ৯৮ ॥

বিশেষত তাঁহার উত্তম দেহকান্তি, জঠরাগ্নি বৃদ্ধি, আরোগ্য ও ইন্দ্রিয়পটুতা সংসাধিত হয়।[৯৩] এতদ্ব্যতীত সেই সাধক ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয় এবং তাহার কারণ সমুদায় অনায়াসে অবগত হইতে পারেন, এবং তিনি অশ্রুত ও অপরিজ্ঞাত শাস্ত্র ও তাহার গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন, সন্দেহ নাই।[৯৪] যে সাধক এই মূলাধার চিন্তা করেন, দেবী সরস্বতী সর্ব্বদা তাঁহার মুখে নির্ভর রূপে নৃত্য করিতে থাকেন, এবং তিনি জপ করিলে অল্প জপেই তাঁহার নিশ্চয়ই মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে।[৯৫] গুরুবাক্য আছে যে, জরা-মরণ-জনিত দুঃখসমূহ বিধ্বস্ত করিবার নিমিত্ত পবনাভ্যাসী যোগী সর্ব্বদা এই মূলাধার ধ্যান করিবে।[৯৬] এই মূলাধার ধ্যান মাত্রে, যোগী যে মুক্ত হয়েন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।[৯৭] যে সময়ে যোগী মূলাধারস্থিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গ চিন্তা করেন, সেই সময় তাঁহার সমুদায় পাপরাশি ক্ষণকাল মধ্যে নিশ্চয়ই বিধ্বস্ত হইয়া যায়।[৯৮]

---

* সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ জায়তে ইতি কেচিৎ পঠন্তি। † বিভূষণম্ ইতি পাঠান্তরম্।
‡ সর্ব্বকিল্বিষাৎ ইতি চ পাঠঃ। § যোগী স্বয়ম্ভুলিঙ্গকম্ ইতি বা পাঠঃ।

যং যং কাময়তে চিত্তে তং তং ফলমবাপ্নুয়াৎ।
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ তং পশ্যতি বিমুক্তিদম্ ॥ ৯৯ ॥
বহিরভ্যন্তরে শ্রেষ্ঠং পূজনীয়ং প্রযত্নতঃ।
ততঃ শ্রেষ্ঠতমং হ্যেতন্নান্যদস্তি মতং মম ॥ ১০০ ॥
আত্মসংস্থং শিবং ত্যক্ত্বা বহিস্থং যঃ সমর্চ্চয়েৎ।
হস্তস্থং পিণ্ডমুৎসৃজ্য ভ্রমতে জীবিতাশয়া ॥ ১০১ ॥
আত্মলিঙ্গার্চ্চনং কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১০২ ॥
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
তস্য বায়ুপ্রবেশোঽপি সুষুম্নায়াং ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১০৩ ॥
মনোজয়ঞ্চ লভতে বায়ুবিন্দুবিধারণম্।
ঐহিকামুষ্মিকী সিদ্ধির্ভবেন্নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৪ ॥

মূলাধার-চিন্তাশীল-সাধক মনে মনে যাহা কামনা করেন, সেই সেই ফলই প্রাপ্ত হইতে পারেন, বিশেষত নিরন্তর ইহা সাধন করিলে, যিনি প্রযত্ন সহকারে পূজনীয় শ্রেষ্ঠ ও মুক্তিদাতা, সাধক তাঁহাকেও বাহিরে ও অভ্যন্তরে সর্ব্বদা দর্শন করিতে পারেন। অতএব আমার বিবেচনায় ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম আর অন্য কোন যোগ নাই।[৯৯।১০০] নিজ শরীরস্থ শিব (স্বয়ম্ভুলিঙ্গ) পরিত্যাগ করিয়া যিনি কেবল বহিঃস্থ শিবের পূজা করেন, হস্তস্থিত ভক্ষ্যদ্রব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবন ধারণের নিমিত্ত তাঁহার দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করা হইয়া থাকে।[১০১] যিনি প্রতিদিন আলস্য পরিহার পূর্ব্বক আত্মলিঙ্গ (স্বয়ম্ভুলিঙ্গ) অর্চ্চনা করিবেন, তাঁহার সমুদায় সিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।[১০২] ছয়মাস ক্রমাগত সাধন—করিলেই সিদ্ধি লাভ হয়, এবং সুষুম্নাপথে নিশ্চয়ই তাঁহার বায়ুপ্রবিষ্ট হয়।[১০৩] বিশেষত সাধক ইহা দ্বারা মনোজয়, বায়ুধারণ ও বিন্দুধারণের ক্ষমতা লাভ করেন, এবং তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক সমুদায় সিদ্ধিই লাভ হইয়া থাকে।[১০৪]

দ্বিতীয়ন্তু সরোজং যল্লিঙ্গমূলে ব্যবস্থিতম্।
তদ্বাদি-লান্ত-ষড়্বর্ণৈঃ পরিভাস্বরষড়্দলম্ ॥ ১০৫ ॥
স্বাধিষ্ঠানাভিধং তত্তু পঙ্কজং শোণরূপকম্।
বালাখ্যো যত্র সিদ্ধোঽস্তি দেবী যত্রাস্তি রাকিণী॥ ১০৬॥
যো ধ্যায়তি সদা দিব্যং স্বাধিষ্ঠানারবিন্দকম্।
তস্য কামাঙ্গনাঃ সর্ব্বা ভজন্তে কামমোহিতাঃ ॥ ১০৭ ॥
বিবিধঞ্চাশ্রুতং শাস্ত্রং নিঃশঙ্কো বৈ বদেদ্ধ্রুবম্।
সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তো লোকে চরতি নির্ভয়ঃ ॥ ১০৮ ॥
মরণং খাদ্যতে তেন স কেনাপি ন খাদ্যতে।
তস্য স্যাৎ পরমা সিদ্ধিরণিমাদিগুণান্বিতা ॥ ১০৯ ॥
বায়ুঃ সঞ্চরতে দেহে রসবৃদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্।
আকাশপঙ্কজগলৎ-পীযূষমপি বর্দ্ধতে ॥ ১১০ ॥

দ্বিতীয় পদ্ম লিঙ্গমূলে ব্যবস্থিত রহিয়াছে; (ইহা ষড়্দল।) ব ভ ম য র ল, এই ছয় বর্ণে ইহার ছয় দল শোভা পাইতেছে।[১০৫] এই পদ্মের নাম স্বাধিষ্ঠান-পদ্ম; ইহা রক্তবর্ণ। এই স্থানে বাল নামক সিদ্ধ লিঙ্গ ও দেবী রাকিণী শক্তি অবস্থান করিতেছেন।[১০৬] যে যোগী সর্ব্বদা এই দিব্য স্বাধিষ্ঠান কমল ধ্যান করেন, কামরূপিণী দেবাঙ্গনারাও কামমোহিত হইয়া তাঁহাকে ভজনা করে,[১০৭] এবং তিনি অসন্দিহান চিত্তে বহুবিধ অশ্রুত শাস্ত্রও ব্যাখ্যা করিতে পারেন, অধিকন্তু তিনি সর্ব্বতোভাবে রোগশূন্য হইয়া সর্ব্বত্র নির্ভয়ে বিচরণ করেন, সন্দেহ নাই।[১০৮] ঈদৃশ সাধক মৃত্যুকেও সংহার করিতে পারেন, তাঁহাকে আর কেহই সংহার করিতে সমর্থ হয় না; এবং তাঁহার অণিমাদিগুণসমেত পরম সিদ্ধি লাভ হয়।[১০৯] এই সাধকের দেহে অপ্রতিহত রূপে বায়ু সঞ্চার ও রস বৃদ্ধি হইয়া থাকে; বিশেষত ব্যোম-পঙ্কজ-বিগলিত পীযূষধারা ইহাঁর শরীরে বিধ্বস্ত না হইয়া বরং পরিবর্দ্ধিতই হইতে থাকে।[১১০]

তৃতীয়ং পঙ্কজং নাভৌ মণিপূরকসংজ্ঞকম্।
দশারং ডাদি-ফান্তার্ণৈঃ শোভিতং হেমবর্ণকম্ ॥ ১১১ ॥
রুদ্রাখ্যো যত্র সিদ্ধোঽস্তি সর্ব্বমঙ্গলদায়কঃ।
তত্রস্থা লাকিনী নাম্নী দেবী পরমধার্ম্মিকা ॥ ১১২ ॥
তস্মিন্ ধ্যানং সদা যোগী করোতি মণিপূরকে।
তস্য পাতালসিদ্ধিঃ স্যান্নিরন্তরসুখাবহা ॥ ১১৩ ॥
ঈপ্সিতঞ্চ ভবেল্লোকে দুঃখরোগবিনাশনম্।
কালস্য বঞ্চনঞ্চাপি পরদেহপ্রবেশনম্ ॥ ১১৪ ॥
জাম্বূনদাদিকরণং সিদ্ধানাং দর্শনং ভবেৎ।
ওষধিদর্শনঞ্চাপি নিধীনাং দর্শনং ভবেৎ ॥ ১১৫ ॥
হৃদয়েঽনাহতং নাম চতুর্থং পঙ্কজং ভবেৎ।
কাদি-ঠান্তার্ণ-সংস্থানং দ্বাদশচ্ছদশোভিতম্ *।
অতিশোণং বায়ুবীজং প্রসাদস্থানমীরিতম্ ॥ ১১৬ ॥

তৃতীয় পদ্ম নাভিদেশে অবস্থান করিতেছে; ইহার নাম মণিপূর চক্র; ইহা দশদল ও সুবর্ণ-বর্ণ। ড অবধি ফ পর্য্যন্ত দশ বর্ণ ইহার দশ দলে শোভা বিস্তার করিতেছে।[১১১] এই মণিপূর পদ্মে সর্ব্বমঙ্গলদায়ক রুদ্র নামক সিদ্ধলিঙ্গ ও পরমধার্ম্মিকা দেবী লাকিনী শক্তি অবস্থিতি করিতেছেন।[১১২] যে যোগী এই মণিপূর চক্রে সর্ব্বদা ধ্যান করেন, তাঁহার পাতালসিদ্ধি হয় ও তদ্দ্বারা তিনি নিরন্তর সুখ সম্ভোগ করিতে থাকেন।[১১৩] বিশেষত ইহ লোকে তাঁহার অভিপ্রেত সিদ্ধি, দুঃখনিবৃত্তি ও রোগশান্তি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা তিনি পরদেহেও প্রবেশ করিতে পারেন, এবং অনায়াসে কালকেও বঞ্চনা করিতে সমর্থ হয়েন।[১১৪] এই ~~স্বাধিষ্ঠান~~ পদ্ম ধ্যান করিলে সুবর্ণাদি প্রস্তুতকরণ, সিদ্ধপুরুষ-দর্শন, ভূতলে ওষধি-দর্শন ও ভূগর্ভে নিধি-দর্শনও হইয়া থাকে।[১১৫]

* দ্বাদশার্ণসমন্বিতম্ ইতি বা পাঠ্যতাম্

পদ্মস্থং তৎ পরং তেজো বাণলিঙ্গং প্রকীর্ত্তিতম্।
তস্য স্মরণমাত্রেণ দৃষ্টাদৃষ্টফলং লভেৎ॥ ১১৭॥
সিদ্ধঃ পিণাকী যত্রাস্তে কাকিনী যত্র দেবতা॥ ১১৮॥
এতস্মিন্ সততং ধ্যানং হৃৎপাথোজে করোতি যঃ।
ক্ষুভ্যন্তে তস্য কান্তা বৈ কামার্ত্তা দিব্যযোষিতঃ॥ ১১৯॥
জ্ঞানঞ্চাপ্রতিমং তস্য ত্রিকালবিষয়ং ভবেৎ।
দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টিঃ স্বেচ্ছয়া খগতাং ব্রজেৎ॥ ১২০॥
সিদ্ধানাং দর্শনঞ্চাপি যোগিনীদর্শনং তথা।
ভবেৎ খেচরসিদ্ধিশ্চ খেচরাণাং জয়স্তথা॥ ১২১॥
যো ধ্যায়তি পরং নিত্যং বাণলিঙ্গং দ্বিতীয়কম্।
খেচরী ভূচরী সিদ্ধির্ভবেত্তস্য ন সংশয়ঃ॥ ১২২॥

চতুর্থ পদ্মের নাম অনাহত পদ্ম; এই পদ্ম ঘোর রক্তবর্ণ ও হৃদয়ে অবস্থিত। ইহা দ্বাদশ দল; ক অবধি ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণ দ্বাদশ দলে শোভা পাইতেছে। এ স্থলে বায়ুবীজ রহিয়াছে এবং এই চক্র প্রসাদস্থান (চিত্ত-প্রসন্নতাস্থল) বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।[১১৬] এই পদ্মের মধ্যে পরমতেজোময় প্রসিদ্ধ বাণলিঙ্গ আছেন। ইহাঁর স্মরণ মাত্রে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সমুদায় ফল লাভ হয়।[১১৭] এই অনাহত পদ্মে পিণাকী নামে সিদ্ধলিঙ্গ ও কাকিনী দেবতা আছেন।[১১৮] যিনি এই হৃদয়কমলে সর্ব্বদা ধ্যান করেন, তাঁহাকে দেখিয়া, দিব্য কামিনীগণও মদন-পরতন্ত্র ও বিক্ষুব্ধ-হৃদয় হয়।[১১৯] বিশেষত তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞান সঞ্চার হয়, তিনি ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারেন, তাঁহার দূরশ্রবণ ও দূরদর্শন শক্তি হইয়া থাকে এবং তিনি অনায়াসে আকাশপথে গমনাগমন করিতে পারেন।[১২০] ঈদৃশ সাধকের সিদ্ধ-দর্শন, যোগিনী-দর্শন এবং খেচরসিদ্ধি ও খেচরজয় উভয়ই হইতে পারে।[১২১] যিনি নিরন্তর দ্বিতীয় লিঙ্গ স্বরূপ এই পরম তেজোময় বাণলিঙ্গ ধ্যান করেন, তাঁহার ভূচরী ও খেচরী উভয় সিদ্ধিই লাভ হয় সন্দেহ নাই।[১২২]

এতদ্ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং কথিতুং নৈব শক্যতে।
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা গোপায়ন্তি পরন্ত্বিদম্ ॥ ১২৩ ॥
কণ্ঠস্থানস্থিতং পদ্মং বিশুদ্ধং নাম পঞ্চমম্।
ধূম্রবর্ণং * স্বরোপেতং ষোড়শচ্ছদশোভিতম্ ॥ ১২৪ ॥
ছগলাণ্ডোঽস্তি সিদ্ধোঽত্র শাকিনী চাধিদেবতা ॥ ১২৫ ॥
ধ্যানং করোতি যো নিত্যং স যোগীশ্বরপণ্ডিতঃ।
কিং তস্য যোগিনোঽন্যত্র বিশুদ্ধাখ্যে সরোরুহে।
চতুর্ব্বেদা বিভাসন্তে সরহস্যা নিধেরিব ॥ ১২৬ ॥
রহঃস্থানে স্থিতো যোগী যদা ক্রোধবশো ভবেৎ।
তদা সমস্তং ত্রৈলোক্যং কম্পতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১২৭ ॥

এই অনাহত চক্র ধ্যানের মাহাত্ম্য বলিতে পারা যায় না। ব্রহ্মা প্রভৃতি সমুদায় দেবগণও পরমযত্ন সহকারে ইহা গোপন করিয়া থাকেন।[১২৩]

কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ চক্রনামে যে পঞ্চম পদ্ম আছে, তাহা অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোড়শ স্বরে বিভূষিত, ষোড়শদল ও ধূম্রবর্ণ।[১২৪] এই চক্রে ছগলাণ্ড নামে সিদ্ধলিঙ্গ ও শাকিনী নামে অধিদেবতা আছেন।[১২৫] যিনি প্রতিদিন এই চক্র ধ্যান করেন, তিনিই পরম-যোগীদিগের মধ্যে বিচক্ষণ। ঈদৃশ যোগীর পক্ষে সাধনান্তরে কোন প্রয়োজন নাই। এই বিশুদ্ধ নামক ষোড়শদল কমলই জ্ঞানরূপ অমূল্য রত্নের আকর স্বরূপ; কারণ ইহা হইতেই সরহস্য অর্থাৎ গূঢ়-মর্ম্ম-সমেত চতুর্ব্বেদ স্বয়ং প্রকাশমান হয়।[১২৬] ঈদৃশ যোগী নির্জ্জন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক যদি কোন কারণ বশত ক্রোধপরতন্ত্র হয়েন, তাহা হইলে ত্রিলোকস্থিত সমস্ত ব্যক্তিই কম্পিত হইতে থাকে, সন্দেহ নাই।[১২৭] এই স্থানে মনোনিবেশ

* সুহেমাভম্ ইতি পুস্তকান্তরস্য পাঠঃ।

ইহ স্থানে মনো যস্য দৈবাদ্‌যাতি লয়ং যদা।
তদা বাহ্যং পরিত্যজ্য স্বান্তরে রমতে ধ্রুবম্‌॥ ১২৮॥
তস্য ন ক্ষতিমায়াতি স্বশরীরস্য শক্তিতঃ।
সংবৎসরসহস্রেঽপি বজ্রাতিকঠিনস্য বৈ॥ ১২৯॥
যদা ত্যজতি তদ্ধ্যানং যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
তদা বর্ষসহস্রাণি তৎক্ষণং মন্যতে কৃতী॥ ১৩০॥
আজ্ঞাপদ্মং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে হক্ষোপেতং দ্বিপত্রকম্‌।
শুক্লাখ্যং তন্মহাকালঃ সিদ্ধো দেব্যত্র হাকিনী॥ ১৩১॥
শরচ্চন্দ্রনিভং তত্রাক্ষরবীজং বিজৃম্ভিতম্‌।
পুমান্‌ পরমহংসোঽয়ং যজ্জ্ঞাত্বা নাবসীদতি॥ ১৩২॥

পূর্ব্বক একাগ্রহৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে যখন হঠাৎ মনোলয় হয়, তখন যোগী সমুদায় বাহ্যবস্তু পরিহার পূর্ব্বক নিজ অন্তরাত্মাতেই বিশ্রাম নিবন্ধন অবিচ্ছিন্ন সান্দ্র ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকেন।[১২৮] এই মনোলয়-কালে সাধকের শরীর (কোমলতা ও লাবণ্য পরিত্যাগ না করিয়াও) বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য ও ক্ষয়াপচয়-বিহীন হইয়া থাকে। তৎকালে তাদৃশ অবস্থায় সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইলেও শক্তিহ্রাস (পুষ্টিহ্রাস বা লাবণ্যহ্রাস অথবা শরীরনাশ) কিছুই হয় না।[১২৯] এই পরমযোগী কৃতকৃত্য ও পরিতৃপ্ত হইয়া যখন ধ্যান ভঙ্গ করেন, তখন সেই ধ্যানাবস্থায় এই পৃথিবীতে সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলেও তিনি তাহা ক্ষণমাত্র বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন।[১৩০]

ভ্রূযুগলমধ্যে আজ্ঞাচক্র নামে যে দ্বিদল কমল আছে, তাহার পত্রদ্বয় হক্ষ এই বর্ণদ্বয়ে বিভূষিত ও তাহা শুক্ল বলিয়া বিখ্যাত। এই চক্রে মহাকাল নামে সিদ্ধলিঙ্গ ও হাকিনীনামে অধিদেবতা আছেন।[১৩১] এই স্থানে শরচ্চন্দ্র-সদৃশ ভাস্বর অক্ষরবীজ (প্রণব) দেদীপ্যমান রহিয়াছেন; ইনিই

এতদেব পরং তেজঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্ *।
চিন্তয়িত্বা পরাং সিদ্ধিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩৩ ॥
তুরীয়ং ত্রিতয়ং লিঙ্গং তদাহং মুক্তিদায়কঃ।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো মৎসমো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ১৩৪ ॥

পরমহংস পুরুষ। যিনি ইহা জ্ঞাত হয়েন, তিনি কিছুতেই অবসন্ন বা শোকতাপে অভিভূত হয়েন না।[১৩২]

এই অক্ষরবীজই পরম তেজোময়। সর্ব্বতন্ত্রেই ইহা সুগোপিত রহিয়াছে। এই চক্র চিন্তা করিলে অল্পায়াসেই পরমসিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়, সন্দেহ নাই।[১৩৩] যখন লিঙ্গত্রিতয়ের কার্য্য তুরীয় ধামে পর্য্যবসিত হয়, তখন আমি মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সুষুম্না নাড়ীতে তিনটি দুর্ভেদ্য গ্রন্থি আছে। যাঁহারা কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারে লইয়া যান, এই তিনটি গ্রন্থিভেদ করাই তাঁহাদের বহ্বায়াস-সাধ্য দুষ্কর কার্য্য। এই তিনটি গ্রন্থির মধ্যে প্রথমটির নাম ব্রহ্মগ্রন্থি। এই ব্রহ্মগ্রন্থি মণিপূরে অর্থাৎ নাভিস্থলে আছে। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রথম লিঙ্গ অর্থাৎ মূলাধার-স্থিত স্বয়ম্ভুলিঙ্গ ধ্যান করাই সাধকের একটি প্রধান কার্য্য। দ্বিতীয় গ্রন্থির নাম বিষ্ণুগ্রন্থি। ইহাও ব্রহ্মগ্রন্থির ন্যায় দুর্ভেদ্য। এই বিষ্ণুগ্রন্থি অনাহত চক্রে অবস্থিত। এই অনাহত চক্রে বাণলিঙ্গ নামে দ্বিতীয় লিঙ্গ আছেন। যে পর্য্যন্ত দ্বিতীয় গ্রন্থি (বিষ্ণুগ্রন্থি) ভেদ না হয়, সে পর্য্যন্ত বাণলিঙ্গ ধ্যান করাই সাধকের প্রধান কার্য্য। বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ হইলে অতীব দুর্ভেদ্য রুদ্রগ্রন্থিতে উপনীত হইতে হয়। এই রুদ্রগ্রন্থি ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে অবস্থিত। এই স্থানে ইতরলিঙ্গ নামে বিখ্যাত তৃতীয় লিঙ্গ আছেন। যে পর্য্যন্ত রুদ্রগ্রন্থি ভেদ না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই ইতরলিঙ্গ ধ্যান করাই সাধকের প্রধান কর্ত্তব্য। রুদ্রগ্রন্থি ভেদ হইলে বিনা আয়াসেই সহস্রারে উপনীত হইতে পারা যায়। এ সময় একমাত্র সহস্রারই

* মন্ত্রিণঃ ইতি পাঠান্তরম্

ইড়া হি পিঙ্গলা খ্যাতা বরণাসীতি হোচ্যতে।
বারাণসী তয়োর্মধ্যে বিশ্বনাথোঽত্র ভাষিতঃ॥ ১৩৫॥
এতৎক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
শাস্ত্রেষু বহুধা প্রোক্তং পরং তত্ত্বং সুভাষিতম্॥ ১৩৬॥
সুষুম্না মেরুণা যাতা * ব্রহ্মরন্ধ্রং যতোঽস্তি বৈ।
ততশ্চৈষা পরাবৃত্ত্যা তদাজ্ঞাপদ্মদক্ষিণে।
বামনাসাপুটং যাতি গঙ্গেতি পরিগীয়তে॥ ১৩৭॥

সাধকের ধ্যানবিষয়ীভূত হইয়া থাকে। এই স্থানকে কেহ কেহ তুরীয় স্থান, কেহ কেহ পরমপদ, কেহ কেহ আনন্দধাম, কেহ কেহ বিষ্ণুর পরমপদ, কেহ কেহ প্রকৃতিপুরুষস্থান, কেহ কেহ ব্রহ্মধাম, কেহ কেহ নিত্যধাম, কেহ কেহ শক্তিস্থান, কেহ কেহ পরমব্যোম, কেহ কেহ কৈলাসধাম, কেহ কেহ বৈকুণ্ঠ-ধাম, ও কেহ কেহ গুরুস্থান বলিয়া থাকেন। এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও ইতরলিঙ্গ, এই লিঙ্গত্রিতয়ের কার্য্য অর্থাৎ ধ্যান যখন ক্রমে যথাসময়ে সহস্রারেই হইতে থাকে, তখনই আমি (শিব) মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকি। সাধক এই চক্র ধ্যান করিবামাত্র আমার সদৃশ (শিব) হয়েন, সন্দেহ নাই।[১৩৪]

ইড়া নাড়ী বরণা নদী নামে এবং পিঙ্গলা নাড়ী অসী নদী নামে কথিত হইয়া থাকে। এই নদীদ্বয়ের মধ্যে বারাণসী ধাম ও বিশ্বনাথ শিব শোভমান আছেন।[১৩৫] অনেক শাস্ত্রে অনেক তত্ত্বদর্শী মহর্ষি এতৎক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অনেক প্রকার কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং ইহার পরমতত্ত্বও সুন্দররূপে বলিয়াছেন।[১৩৬]

সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ড আশ্রয় পূর্ব্বক উর্দ্ধে গমন করিয়াছে। ইহার শেষ সীমা ব্রহ্মরন্ধ্র। ইড়ানাড়ী এই সুষুম্না নাড়ী হইতে পরাবৃত্ত হইয়া (উত্তরবাহিনী হইয়া) আজ্ঞাপদ্মের দক্ষিণদিক্ দিয়া বাম নাসাপুটে গমন করিয়াছে। এই জন্য এই স্থানে ইহা (উত্তরবাহিনী) গঙ্গা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। (স্থানান্তরে

* খ্যাতা ইতি চ পাঠঃ।

ব্রহ্মরন্ধ্রে হি যৎ পদ্মং সহস্রারং ব্যবস্থিতম্।
তত্র কন্দে হি যা যোনিস্তস্যাং চন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ॥ ১৩৮॥
ত্রিকোণাকারতস্তস্যাঃ সুধা ক্ষরতি সন্ততম্।
ইড়ায়ামমৃতং তত্র সমং স্রবতি চন্দ্রমাঃ॥ ১৩৯॥
অমৃতং বহতে ধারা ধারারূপং নিরন্তরম্।
বামনাসাপুটং যাতি গঙ্গেত্যুক্তা হি যোগিভিঃ॥ ১৪০॥
আজ্ঞাপঙ্কজদক্ষাংশাদ্‌বামনাসাপুটং গতা।
উদগ্বহেতি * তত্রেড়া বরণা সমুদাহৃতা॥ ১৪১॥
ততো দ্বয়মিহ স্থানে বারাণস্যান্তু চিন্তয়েৎ॥ ১৪২॥

কথিত হইয়াছে যে, ইড়া নাড়ী গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা ও সুষুম্না সরস্বতী নদী। সুতরাং ইড়া নাড়ীকে বরণা ও গঙ্গা উভয়ই বলা যায়; সুষুম্না নাড়ী সরস্বতী; এবং পিঙ্গলা নাড়ী অসী ও যমুনা উভয় শব্দেই অভিহিত হইয়া থাকে।)[১৩৭]

ব্রহ্মরন্ধ্রে যে সহস্রদল কমল রহিয়াছে, তাহার নিম্নে দ্বাদশদল কমলের কন্দস্থিত ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডলের অভ্যন্তরে (কিঞ্চিৎ নিম্নভাগে) চন্দ্রমণ্ডল বিরাজমান আছে।[১৩৮] (এই যোনিমণ্ডলকে সুষুম্না-বিবরের প্রান্তভাগ বলিলেও বলা যায়।) এই যোনিমণ্ডল দ্বারা ত্রিকোণাকারে নিরন্তর অমৃত ক্ষরণ হইতেছে; কারণ সুধাকর অনবরতই ইড়া নাড়ীতে অমৃত বর্ষণ করিতেছেন।[১৩৯] এই কারণে ইড়া-প্রবাহ নিরন্তর অমৃতধারা বহন করিতেছে; এই অমৃতবাহিনী ইড়া নাড়ীই (উত্তরবাহিনী হইয়া বিশুদ্ধ পদ্মের দক্ষিণদিক্ দিয়া) বাম নাসাপুটে গমন করিয়াছে। যোগীরা এই ইড়া নাড়ীকেই গঙ্গা বলিয়া থাকেন।[১৪০] এই উত্তরবাহিনী ইড়া নাড়ীই আজ্ঞাপদ্মের দক্ষিণাংশ বেষ্টন পূর্ব্বক বাম নাসাপুটে গমন করিয়া আবার বরণা নদী শব্দে অভিহিত হইয়াছে।[১৪১] অতএব এই আজ্ঞাচক্রে বারাণসী ক্ষেত্রে ইড়া ও পিঙ্গলা এই উভয় নাড়ীকে বরণা ও অসীরূপে চিন্তা করিতে হইবে।[১৪২]

* উদগ্বহৈব ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

তদাকারা পিঙ্গলাপি তদাজ্ঞাকমলান্তরে।
দক্ষনাসাপুটে যাতি প্রোক্তাস্মাভিরসীতি বৈ ॥ ১৪৩ ॥
মূলাধারে হি যৎ পদ্মং চতুষ্পত্রং ব্যবস্থিতম্।
তত্র মধ্যে হি* যা যোনিস্তস্যাং সূর্য্যো ব্যবস্থিতঃ॥ ১৪৪ ॥
তৎসূর্য্যমণ্ডলাদ্বারং বিষং ক্ষরতি সন্ততম্।
পিঙ্গলায়াং বিষং যত্র সমং† যাত্যতিতাপনম্ ॥ ১৪৫ ॥
বিষং তত্র বহন্তী যা ধারারূপং নিরন্তরম্।
দক্ষনাসাপুটং যাতি কল্পিতেয়ন্তু পূর্ব্ববৎ ॥ ১৪৬ ॥
আজ্ঞাপঙ্কজবামাংশাদ্দক্ষনাসাপুটং গতা।
উদগ্বহা পিঙ্গলাপি পুরাসীতি প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৪৭ ॥

আজ্ঞাচক্রের মধ্যে পিঙ্গলা নাড়ীও উক্তরূপ রীতিক্রমে বামদিক দিয়া দক্ষিণ নাসাপুটে গমন করিয়াছে। আমরা এই পিঙ্গলা নাড়ীকেই অসী নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।[১৪৩]

মূলাধারে চতুর্দ্দল পদ্মে যে যোনিমণ্ডল আছে, তাহাতে সূর্য্য অবস্থিতি করিতেছেন।[১৪৪] সেই সূর্য্যমণ্ডল হইতে জলময় বিষ নিরন্তর ক্ষরিত হইয়া সর্ব্বাংশে পিঙ্গলা নাড়ীতে সঞ্চারিত হইতেছে। এই বিষ অত্যন্ত তাপ-দায়ক।[১৪৫] এই পিঙ্গলা নাড়ী নিরন্তর বিষধারা বহন করিয়া (ইড়ার ন্যায়) পূর্ব্বনিরূপিত নিয়মানুসারে দক্ষিণ নাসাপুটে গমন করিয়াছে।[১৪৬] অর্থাৎ এই পিঙ্গলা নাড়ীও উত্তরবাহিনী হইয়া আজ্ঞাপঙ্কজের বামাংশ দিয়া দক্ষিণ নাসা পুটে গমন করিয়াছে। এই নিমিত্ত এই পিঙ্গলা নাড়ীকে আমরা পূর্ব্বে অসী নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।[১৪৭]

* তত্র বহ্নেস্তু ইতি পাঠান্তরম্।

† স্বয়ম্ ইতি পুস্তকান্তরস্থ পাঠঃ।

আজ্ঞাপদ্মমিদং প্রোক্তং যত্র প্রোক্তো মহেশ্বরঃ ॥ ১৪৮ ॥
পীঠত্রয়ং ততশ্চোর্দ্ধং নিরুক্তং যোগচিন্তকৈঃ।
তদ্বিন্দুনাদশক্ত্যাখ্যো ভালপদ্মে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৪৯ ॥
যঃ করোতি সদা ধ্যানমাজ্ঞাপদ্মস্য গোপিতম্।
পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম স্মৃতং স্যাদবিরোধতঃ * ॥ ১৫০ ॥
ইহ স্থিতো যদা যোগী ধ্যানং কুর্য্যান্নিরন্তরম্।
তদা করোতি প্রতিমাপ্রতিজল্পমনর্থবৎ ॥ ১৫১ ॥
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বা অপ্সরোগণকিন্নরাঃ।
সেবন্তে চরণৌ তস্য সর্ব্বে তস্য বশানুগাঃ ॥ ১৫২ ॥
করোতি রসনাং যোগী প্রবিষ্টাং বিপরীতগাম্।
লম্বিকোর্দ্ধেষু গর্ত্তেষু ধৃত্বা ধ্যানং ভয়াপহম্ ॥ ১৫৩ ॥

আজ্ঞাপদ্মের বিষয় এই কথিত হইল, এবং এস্থলে যে মহেশ্বর মহাকাল আছেন, তাহাও বলা হইয়াছে।[১৪৮] যোগীরা বলিয়া থাকেন যে, ইহার উর্দ্ধে তিনটি পীঠ আছে। সেই তিনটি পীঠের নাম বিন্দুপীঠ, নাদপীঠ ও শক্তিপীঠ। এই তিনটি পীঠ কপালদেশে রহিয়াছে।[১৪৯]

যিনি সর্ব্বদাই এই সুগুপ্ত আজ্ঞাপদ্মের ধ্যান করেন, তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সমুদায় কর্ম্ম অর্থাৎ পাপ পুণ্য অবাধে বিধ্বস্ত হয়।[১৫০] যোগী যে সময় এই স্থানে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর ধ্যান করেন, তখন তাঁহার পক্ষে দৃষ্টান্ত-বিষয়ক বাক্য নিরর্থক হইয়া উঠে অর্থাৎ তৎকালে অদ্বিতীয় ভাব উপস্থিত হয় বলিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের নিমিত্ত দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্বই থাকে না।[১৫১] বিশেষত যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরোগণ সকলেই ঈদৃশ যোগীর বশবর্ত্তী হইয়া চরণসেবা করিতে থাকেন।[১৫২] যে যোগী রসনা বিপরীতগামিনী করিয়া লম্বিকার (আলজিবের) উর্দ্ধস্থিত গর্ত্তে প্রবেশিত করেন এবং সেই স্থানে সেই জিহ্বা

* বিনশ্চেদবিরোধতঃ ইতি কেষাঞ্চিৎ পাঠঃ

অস্মিন্ স্থানে মনো যস্য ক্ষণার্দ্ধং বর্ত্ততেঽচলম্।
তস্য সর্ব্বাণি পাপানি সংক্ষয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ১৫৪॥
যানি যানীহ প্রোক্তানি পঞ্চপদ্মে ফলানি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি সুতরামেতজ্জ্ঞানাদ্ভবন্তি হি ॥ ১৫৫ ॥
যঃ করোতি সদাভ্যাসমাজ্ঞাপদ্মে বিচক্ষণঃ।
বাসনায়া মহাবন্ধং তিরস্কৃত্য প্রমোদতে ॥ ১৫৬ ॥
প্রাণপ্রয়াণসময়ে তৎ পদ্মং যঃ স্মরন্ সুধীঃ।
ত্যজেৎ প্রাণান্ স ধর্ম্মাত্মা পরমাত্মনি লীয়তে ॥ ১৫৭ ॥
তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ জাগ্রৎ যো ধ্যানং কুরুতে নরঃ।
পাপকর্ম্মাপি কুর্ব্বাণো ন হি মজ্জতি কিল্বিষে ॥ ১৫৮ ॥
যোগী দ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তঃ * স্বীয়য়া প্রভয়া স্বয়ম্ ॥ ১৫৯ ॥

স্থিরতর রাখিয়া এই স্থানে অবস্থিত হইয়া ধ্যান করিতে থাকেন, তাঁহার জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সমুদায় ভয় বিদূরিত হয়।[১৫৩] অধিক কি এই স্থানে যাঁহার মন ক্ষণার্দ্ধমাত্রও অচল ভাবে অবস্থিতি করে, তাঁহার সমুদায় পাপ তৎক্ষণাৎ বিধ্বস্ত হইয়া যায়।[১৫৪]

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত ও বিশুদ্ধ, এই পঞ্চ পদ্ম বিজ্ঞানের যে যে ফল কথিত হইয়াছে, কেবল এই আজ্ঞাপদ্ম পরিজ্ঞাত হইলে তৎসমুদায় ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়।[১৫৫] যে বিচক্ষণ যোগী আজ্ঞাপদ্মে সর্ব্বদা ধ্যান করেন, তিনি বাসনা-জনিত সংসারবন্ধন পরিহার পূর্ব্বক নিত্য আনন্দসন্দোহ সম্ভোগ করিতে থাকেন।[১৫৬] যে বুদ্ধিমান ধার্ম্মিক সাধক প্রাণপ্রয়াণ সময়ে এই আজ্ঞা-পদ্ম স্মরণ করিতে করিতে জীবন বিসর্জ্জন করেন, তিনি পরমাত্মাতে লয়প্রাপ্ত হয়েন।[১৫৭] যিনি গমনকালে অবস্থিতিকালে জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় এই আজ্ঞাপদ্মের ধ্যান করেন, তিনি যদিও অশেষ পাপে পাপী হয়েন, তথাপি পাপ-পঙ্কে কলুষিত হয়েন না।[১৫৮] ঈদৃশ যোগী নিজ তেজোবলেই স্বয়ং সংসারবন্ধন

---

* বন্ধাদ্বিনির্ম্মুক্তঃ ইতি চ পাঠঃ।

দ্বিদলধ্যানমাহাত্ম্যং কথিতুং নৈব শক্যতে।
ব্রহ্মাদিদেবতাশ্চৈব কিঞ্চিন্মত্তো বিদন্তি তে ॥ ১৬০ ॥
অত ঊর্দ্ধং তালুমূলে সহস্রারং সুশোভনম্।
অস্তি যত্র সুষুম্নায়া মূলং সবিবরং স্থিতম্ ॥ ১৬১ ॥
তালুমূলে সুষুম্না সা অধোবক্ত্রা প্রবর্ত্ততে।
মূলাধারণযোন্যন্তা সর্ব্বনাড়ীসমাশ্রিতা।
তা বীজভূতাস্তত্ত্বস্য ব্রহ্মমার্গপ্রদায়িকাঃ ॥ ১৬২ ॥
তালুস্থানে চ যৎ পদ্মং সহস্রারং পুরোদিতম্।
তৎকন্দে যোনিরেকাস্তি পশ্চিমাভিমুখী মতা ॥ ১৬৩ ॥

হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।[১৫৯] এই দ্বিদলপদ্মধ্যানের যে কতদূর মাহাত্ম্য, তাহা কেহই বর্ণন করিতে পারে না। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণই কেবল আমার নিকট ইহার কিঞ্চিন্মাত্র অবগত হইয়াছেন।[১৬০]

(অতঃপর সহস্রার বৃত্তান্ত কথিত হইতেছে:—) আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধদেশে তালুমূলে সুশোভন সহস্রদল কমল রহিয়াছে। এই স্থলেই বিবর-সমেত সুষুম্না-মূল আরম্ভ হইয়াছে।[১৬১] এই তালুমূল হইতে সুষুম্না নাড়ী অধোমুখী হইয়া গমন করিয়াছে। ইহার শেষসীমা মূলাধার-কমলস্থিত যোনিমণ্ডল। এই সুষুম্না নাড়ী সমুদায় নাড়ীর আশ্রয়স্থান অর্থাৎ শরীর মধ্যে যে দ্বিসপ্ততিসহস্র নাড়ী আছে, তৎসমুদায় নাড়ীই এই সুষুম্নার শাখা প্রশাখা রূপে নির্গত হইয়াছে। এই সমুদায় নাড়ীই তত্ত্বজ্ঞানের বীজস্বরূপ ও ব্রহ্মমার্গ-প্রদায়ক। (ফলত সুষুম্না নাড়ীই জ্ঞাননাড়ী এবং অন্যান্য সমুদায় নাড়ী তাহার সহকারী ও দর্শনজ্ঞান, স্পর্শনজ্ঞান প্রভৃতির সঞ্চারক।)[১৬২]

আমি তালুমূলে যে সহস্রদল কমলের উল্লেখ করিলাম, তাহার কন্দে অর্থাৎ তাহার উদরস্থিত দ্বাদশদল কমলের কন্দদেশে একটি পশ্চিমাভিমুখ যোনিমণ্ডল আছে।[১৬৩] এই যোনিমণ্ডলের মধ্যেই ব্রহ্মবিবর সহিত সুষুম্নামূল

তস্যা মধ্যে সুষুম্নায়া মূলং সবিবরং স্থিতম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রং তদেবোক্তমামূলাধারপঙ্কজম্ ॥ ১৬৪ ॥
তত্র রন্ধ্রে তু তচ্ছক্তিঃ সুষুম্নাকুণ্ডলী সদা।
সুষুম্নায়াং সদা শক্তিশ্চিত্রা স্যান্মম বল্লভে *।
তস্যাং মম মতে কার্য্যা ব্রহ্মরন্ধ্রাদিকল্পনা ॥ ১৬৫ ॥
যস্য স্মরণমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞত্বং প্রজায়তে।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি ন ভূয়ঃ পুরুষো ভবেৎ ॥ ১৬৬ ॥
প্রবেশিতং চলাঙ্গুষ্ঠং † মুখে স্বস্য নিবেশয়েৎ।
তেনাত্র ন বহত্যেব দেহচারী সমীরণঃ ॥ ১৬৭ ॥

রহিয়াছে। এই স্থান হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত দীর্ঘ যে সুষুম্না-বিবর আছে, তাহাই ব্রহ্মরন্ধ্র শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।[১৬৪] মদ্বল্লভে! এই সুষুম্না নাড়ীর অভ্যন্তরে সুষুম্না-বিবরের চতুর্দ্দিকে চিত্রা নামে একটি শক্তি নিয়ত রহিয়াছে; এই শক্তিকে সুষুম্নাকুণ্ডলীও বলা যায়; (কারণ চিত্রাশক্তি সুষুম্নার অভ্যন্তরস্থ অথচ সংলগ্ন সূক্ষ্মতম চর্ম্মস্বরূপা, এই জন্য কোন কোন স্থলে এই চিত্রাশক্তিকে সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত চিত্রা নাড়ীও বলা হইয়াছে।) আমার মতে এই চিত্রাশক্তির অভ্যন্তরেই ব্রহ্মরন্ধ্র ও চক্রসমুদায় কল্পনা করা কর্ত্তব্য।[১৬৫] এই ব্রহ্মরন্ধ্র স্মরণ করিলেই ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারা যায়, সমুদায় পাপ ক্ষয় হয় ও সংসারে পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না।[১৬৬]

চরণের অঙ্গুষ্ঠ নিজ মুখে প্রবেশিত করিয়া নিশ্চল ভাবে স্থাপিত করিবে। এরূপ করিলে দেহচারী সমীরণ স্থির হইবে; কদাচ প্রবাহিত হইতে পারিবে না।[১৬৭]

* মম বল্লভা ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

† চলাঙ্গুলম্ ইতি পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে

তেন সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতীত্যেব সর্ব্বদা।
তদর্থং বৈ প্রবর্ত্তন্তে যোগিনঃ প্রাণধারণে ॥ ১৬৮ ॥
তত এবাখিলা নাড়ী বিরুদ্ধা চাষ্টবেষ্টনম্।
ইয়ং কুণ্ডলিনী শক্তী রন্ধ্রং ত্যজতি নান্যথা ॥ ১৬৯ ॥
যদা পূর্ণাসু সর্ব্বাসু সংনিরুদ্ধোঽনিলস্তদা।
বন্ধত্যাগে কুণ্ডলিন্যা মুখং রন্ধ্রাদ্বহির্ভবেৎ ॥ ১৭০ ॥
সুষুম্নায়াং সদৈবায়ং বহেৎ প্রাণসমীরণঃ ॥ ১৭১ ॥

এই দেহচারী সমীরণ নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া জীব সংসারচক্রে সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই নিমিত্তই যোগীরা প্রাণধারণে (নিশ্বাস নিরোধে) প্রবৃত্ত হয়েন।[১৬৮] কুণ্ডলিনীশক্তি অষ্টধা কুটিলাকৃতি হইয়া অষ্ট-বেষ্টনে সুষুম্না নাড়ীর সমুদায় অংশ বেষ্টন পূর্ব্বক ব্রহ্মপথ (ব্রহ্মবিবর) রোধ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। যোগীরা প্রাণনিরোধ করিলেই এই কুণ্ডলিনী-শক্তি ব্রহ্মপথ ছাড়িয়া দেন, কখনই তাহার অন্যথা হয় না।[১৬৯] যখন নিরুদ্ধ বায়ু দ্বারা সমুদায় নাড়ী পূর্ণ হয়, তৎকালে বন্ধত্যাগ নিবন্ধন কুণ্ডলিনীর মুখ ব্রহ্মবিবর হইতে বাহিরে আসিয়া থাকে (৪১)।[১৭০] এই সময় কেবল সুষুম্না নাড়ীতেই নিরন্তর প্রাণসমীরণ প্রবাহিত হইতে থাকে।[১৭১]

(৪১)—এস্থলে কুণ্ডলিনী শব্দে ভ্রম উপস্থিত হইতে পারে। এক কুণ্ডলিনী মূলাধারে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া আছেন; তিনি কুলকুণ্ডলিনী; তিনি এ স্থলে লক্ষ্য নহেন। ইনি সুষুম্না-বিবরে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ, ললনাচক্র, আজ্ঞাচক্র ও সোমচক্র, এই অষ্টচক্রে অষ্টধা কুটিলা হইয়া অষ্ট চক্র বেষ্টন পূর্ব্বক ব্রহ্মবিবর রোধ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সুষুম্নার অভ্যন্তরে বায়ু-পূর্ণতা নিবন্ধন যখন এই অষ্টবক্রা কুণ্ডলিনী সমুদায় অংশের বক্রতা ত্যাগ পূর্ব্বক সরলা হয়েন, তখন সরলতা ও দীর্ঘতানিবন্ধন তাঁহার মুখ ব্রহ্মদ্বারের বাহিরে আইসে এবং তখন সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিনী কুণ্ডলিনী ব্রহ্ম-বিবর প্রবেশের পথ প্রাপ্ত হয়েন; এবং তিনি যে মুখ দ্বারা ব্রহ্মদ্বার রোধ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন, সেই রোধ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিবর-মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকেন।

মূলপদ্মাস্থিতা যোনির্বামদক্ষিণকোণতঃ।
ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না যোনিমধ্যগা ॥ ১৭২ ॥
ব্রহ্মরন্ধ্রন্তু তত্রৈব সুষুম্নাধারমণ্ডলে।
যো জানাতি স মুক্তঃ স্যাৎ কর্ম্মবন্ধাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১৭৩ ॥
ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে তাসাং সঙ্গমঃ স্যাদসংশয়ং।
যস্মিন্ স্নাতে স্নাতকানাং মুক্তিঃ স্যাদবিরোধতঃ॥ ১৭৪ ॥
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে বহত্যেষা সরস্বতী।
তাসান্তু সঙ্গমে স্নাত্বা ধন্যো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ১৭৫ ॥
ইড়া গঙ্গা পুরা প্রোক্তা পিঙ্গলা চার্কপুত্রিকা।
মধ্যা সরস্বতী প্রোক্তা তাসাং সঙ্গোঽতিদুর্ল্লভঃ ॥ ১৭৬ ॥

মূলাধার-পদ্মের মধ্যস্থলে যে যোনিমণ্ডল আছে, তাহার বাম কোণে ইড়া নাড়ী, দক্ষিণ কোণে পিঙ্গলা নাড়ী এবং মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ী রহিয়াছে।[১৭২] এই মূলাধারমণ্ডলস্থিত সুষুম্না নাড়ীতেই ব্রহ্মরন্ধ্র অর্থাৎ ব্রহ্মবিবর রহিয়াছে। যে বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত হয়েন, তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন।[১৭৩] ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে অর্থাৎ মূলাধারস্থিত ব্রহ্মদ্বারে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না, এই তিন নাড়ীর অথবা গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী, এই তিন নদীর সঙ্গমস্থান। (এই নিমিত্ত যোগীরা এই স্থলকে যুক্তত্রিবেণী বলিয়া থাকেন। আজ্ঞাচক্র হইতে এই তিন ধারা পৃথক্ হইয়া আসিয়াছে বলিয়া সেই স্থলকে মুক্তত্রিবেণী বলা যায়।) সাধক এই যুক্তত্রিবেণীতে স্নান করিলে অবাধে মুক্তি লাভ করেন, সংশয় নাই।[১৭৪] বামে গঙ্গা, দক্ষিণে যমুনা, মধ্যে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীত্রয়ের সঙ্গমে অর্থাৎ মুক্তত্রিবেণীতে বা যুক্তত্রিবেণীতে যিনি স্নান করেন, তিনিই ধন্য ও তিনিই পরম গতি লাভ করিতে পারেন।[১৭৫] পূর্ব্বেই ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, ইড়া নাড়ী গঙ্গা, পিঙ্গলা নাড়ী যমুনা ও মধ্যস্থিতা সুষুম্না নাড়ী সরস্বতী। এই নদীত্রয়ের সঙ্গম-স্থল

সিতাসিতে সঙ্গমে যো মনসা স্নানমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১৭৭ ॥
ত্রিবেণ্যাং সঙ্গমে যো বৈ পিতৃকর্ম্ম সমাচরেৎ।
তারয়িত্বা পিতৄন্ সর্ব্বান্ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৭৮ ॥
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ।
মনসা চিন্তয়িত্বা তু সোঽক্ষয়ং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭৯ ॥
সকৃদ্যঃ কুরুতে স্নানং স্বর্গে সৌখ্যং ভুনক্তি সঃ।
দগ্ধ্বা পাপানশেষান্ বৈ যোগী শুদ্ধমতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৮০ ॥
অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
স্নানাচরণমাত্রেণ পূতো ভবতি নান্যথা ॥ ১৮১ ॥
মৃত্যুকালে প্লুতং দেহং ত্রিবেণ্যাঃ সলিলে যদা।
বিচিন্ত্য যস্ত্যজেৎ প্রাণান্ স তদা মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥১৮২॥

অতীব দুর্লভ।[১৭৬] যিনি সিতাসিত সঙ্গমে অর্থাৎ গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে মনে মনে স্নান করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মসদনে গমন করিতে পারেন।[১৭৭]

যিনি এই ত্রিবেণী-সঙ্গম-স্থলে পিতৃলোকের তর্পণ করেন, তিনি সমুদায় পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া স্বয়ং পরম গতি লাভ করিতে পারেন।[১৭৮] যিনি প্রতিদিন মনে মনে ত্রিবেণীসঙ্গমেই কার্য্য করিতেছি, চিন্তা করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনি অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয়েন।[১৭৯] যে যোগী স্বয়ং বিশুদ্ধ হৃদয়ে একবারমাত্র এই ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করেন, তিনি অশেষ পাপরাশি বিধ্বস্ত করিয়া দেবলোকে সুখসম্ভোগ করিতে থাকেন।[১৮০] মনুষ্য পবিত্রই হউন, অপবিত্রই হউন, অথবা যে কোন অবস্থাতেই অবস্থিত থাকুন, এই ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিবামাত্র পবিত্র হয়েন, সন্দেহ নাই।[১৮১] যিনি মৃত্যুকালে এরূপ ভাবনা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন যে,

নাতঃ পরতরং গুহ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
গোপ্তব্যং সুপ্রযত্নেন ন চাখ্যেয়ং কদাচন॥ ১৮৩॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে মনো দত্ত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৮৪॥
অস্মিন্ লীনং মনো যস্য স যোগী লীয়তে ময়ি।
অণিমাদিগুণান্ ভুক্ত্বা স্বেচ্ছয়া পুরুষোত্তমঃ॥ ১৮৫॥
এতদ্রন্ধ্রজ্ঞানমাত্রেণ মর্ত্যঃ
সংসারেঽস্মিন্ বল্লভো মে ভবেৎ সঃ।
পাপং জিত্বা মুক্তিমার্গাধিকারী
জ্ঞানং দত্ত্বা তারয়ত্যদ্ভুতং বৈ॥ ১৮৬॥

ত্রিবেণীর জলে তাঁহার শরীর প্লাবিত হইতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন।[১৮২]

ত্রিলোকের মধ্যে ইহা অপেক্ষা গুহ্যতম আর কিছুই নাই। ইহা প্রযত্ন সহকারে গোপন করাই কর্ত্তব্য। (যে কোন ব্যক্তির নিকট) ইহা ব্যক্ত করা কদাপি বিধেয় নহে।[১৮৩]

যিনি ব্রহ্মরন্ধ্রে মন দিয়া ক্ষণার্দ্ধমাত্রও অবস্থান করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিতে পারেন।[১৮৪] এই স্থানে (সহস্রারে) যাঁহার মন লয়প্রাপ্ত হয়, সেই পুরুষোত্তম স্বেচ্ছানুসারে অণিমা প্রভৃতি অষ্ট ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পরিণামে আমাতেই (শিবেই) লয় প্রাপ্ত হয়েন।[১৮৫]

এই সংসারের মধ্যে যে মনুষ্য এই ব্রহ্মরন্ধ্রজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তিনিই সকলের মধ্যে আমার প্রিয়তম হয়েন এবং তিনি পাপপুঞ্জ পরিহার পুরঃসর স্বয়ং মুক্তিমার্গের অধিকারী হইয়া সকলকে জ্ঞানদান পূর্ব্বক অদ্ভুতরূপে উদ্ধার করেন।[১৮৬] আমি যে এই ব্রহ্মরন্ধ্রের বিবরণ কহিলাম, ইহা যোগীদিগের

চতুর্ম্মুখাদিত্রিদশৈরগম্যং যোগিবল্লভম্।
প্রযত্নেন সুগোপ্যং তদ্‌ব্রহ্মরন্ধ্রং ময়োদিতম্॥ ১৮৭॥
পুরা ময়োক্তা যা যোনিঃ সহস্রারসরোরুহে।
তদধো বর্ত্ততে * চন্দ্রস্তদ্ধ্যানং ক্রিয়তে বুধৈঃ॥ ১৮৮॥
যস্য স্মরণমাত্রেণ যোগীন্দ্রোঽবনিমণ্ডলে।
পূজ্যো ভবতি দেবানাং সিদ্ধানাং সম্মতো ভবেৎ॥১৮৯॥

পরমপ্রিয় ও পিতামহ প্রভৃতি দেবগণেরও অগম্য; সুতরাং প্রযত্ন সহকারে ইহা সম্পূর্ণ গোপন করাই কর্ত্তব্য।[১৮৭]

আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল (কমলের ক্রোড়স্থ দ্বাদশদল) কমলে (অকথাদি রেখারূপ) যে ত্রিকোণ যোনিমণ্ডলের কথা বলিয়াছি, তাহাতেই কিঞ্চিৎ নিম্নপ্রদেশে চন্দ্রমণ্ডল রহিয়াছে (৪২)। যোগীরা সেই চন্দ্রমণ্ডলের ধ্যান করিয়া থাকেন।[১৮৮] যোগীন্দ্র এই চন্দ্রমণ্ডল স্মরণ করিবামাত্র পৃথিবীতে দেবগণের পূজ্য এবং সিদ্ধগণের সম্মত ও বল্লভ হয়েন।[১৮৯]

---

* তস্যাধো বর্ত্ততে ইতি পাঠান্তরম্।

(৪২)—তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে যে, আজ্ঞাচক্রের উপরি মনশ্চক্র নামে একটি গুপ্তচক্র আছে। ইহা ষড়্‌দল পদ্ম; এই ষড়্‌দল পদ্মের ছয় দলে শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, আঘ্রাণোপলব্ধি, রসোপযোগ ও স্বপ্ন, এই ছয়টি বৃত্তি যথাক্রমে রহিয়াছে। যে যে তন্ত্রে ষট্‌চক্র বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, তাহাতে এই মনশ্চক্র আজ্ঞাচক্রের অন্তর্গত করা হইয়াছে। ইহার উপরি ব্রহ্মরন্ধ্র-মুখের কিঞ্চিৎ নিম্ন অংশে সোমচক্র নামে আর একটি গুপ্তচক্র আছে; শিবসংহিতাতে সেই গুপ্তচক্রকেই চন্দ্রমণ্ডল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই সোমচক্র ষোড়শদল, এই ষোড়শদলকে ষোড়শ কলাও বলা যায়। ইহার প্রথম কলার নাম কৃপা, দ্বিতীয় কলার নাম মৃদুতা, তৃতীয় কলা ধৈর্য্য, চতুর্থ কলা বৈরাগ্য, পঞ্চম কলা ধৃতি, ষষ্ঠ কলা সম্পৎ, সপ্তম কলা হাস্য, অষ্টম কলা রোমাঞ্চ, নবম কলা বিনয়, দশম কলা ধ্যান, একাদশ কলা সুস্থিরতা, দ্বাদশ কলা গাম্ভীর্য্য, ত্রয়োদশ কলা উদ্যম, চতুর্দ্দশ কলা অক্ষোভ, পঞ্চদশ কলা ঔদার্য্য এবং ষোড়শ কলা একাগ্রতা। সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে যে ছিদ্র আছে, তাহা ত্রিকোণাকার; এই ত্রিকোণ ছিদ্রই ব্রহ্মরন্ধ্র বা ব্রহ্মপথ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ত্রিকোণ

শিরঃকপালবিবরে ধ্যায়েদ্দুগ্ধমহোদধিম্।
তত্র স্থিত্বা * সহস্রারে পদ্মে চন্দ্রং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৯০ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্রমধ্যে প্রথমত দুগ্ধসমুদ্র স্মরণ করিতে হইবে। পরে সেই স্থানে থাকিয়া, অর্থাৎ সেই স্থানে আত্মাকে স্থিরতর রাখিয়া, সহস্রদল-কমলের অধঃস্থিত

---

* তত্র স্থিতঃ ইতি বা পাঠঃ।

ব্রহ্মপথের উর্দ্ধপ্রান্তে অকথাদি রেখা অথবা যোনিমণ্ডল রহিয়াছে। ঐ যোনিমণ্ডলের কিঞ্চিৎ নিম্নপ্রদেশে ঐ ত্রিকোণ ব্রহ্মপথের মধ্যেই সোমচক্র বা চন্দ্রমণ্ডলের অধিষ্ঠান। ষট্চক্র ভেদের সময় এই সোমচক্রও ভেদ করিয়া যাইতে হয়। পরন্তু প্রধান ছয় চক্র ভেদ যেরূপ কষ্টসাধ্য, ইহা সেরূপ নহে। এইজন্য অনেক তন্ত্রে এই সোমচক্রের উল্লেখ করা হয় নাই। শিবসংহিতাতে হংসপীঠকে চন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত বলা হইতেছে; কোন কোন তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, সোমচক্রের উপরি নিরালম্বপুরী। যোগীরা এই নিরালম্ব-পুরীতে জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর সাক্ষাৎ করেন। এই নিরালম্বপুরীর উপরিভাগে দীপশিখা-সদৃশ জ্যোতির্ম্ময় প্রণব রহিয়াছেন। ইহার উপরি শ্বেতবর্ণ নাদ, তদুপরি বিন্দু; তাহার উপরি অধোমুখ সহস্রদল কমলের নিম্নে একটি উর্দ্ধমুখ দ্বাদশদল পদ্ম রহিয়াছে। এই পদ্ম শ্বেতবর্ণ। এই পদ্মের কর্ণিকাতে বিদ্যুৎসদৃশ অকথাদি ত্রিকোণমণ্ডল বা ত্রিকোণ রেখা রহিয়াছে। ইহার মধ্যস্থলই সুষুম্না নাড়ীর শেষসীমা। ইহার উপরি নানাবর্ণ অধো-মুখ সহস্রদল কমল। এই দ্বাদশদল কমলের উপরি সহস্রদল কমলের ক্রোড়ে পরমশিবের স্থান। কুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্থাপিত করিয়া এই পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করিতে হয়। পরমশিব আকাশরূপী। ইনিই পরমাত্মা;—ইনিই অজ্ঞান-তিমিরের সূর্য্যস্বরূপ। এই স্থানকে শৈবেরা শিবস্থান, বৈষ্ণবেরা পরমপুরুষস্থান, কেহ কেহ হরিহরস্থান, কেহ কেহ পরমব্রহ্ম, কেহ কেহ পরমহংস, কেহ কেহ পরমজ্যোতি, শাক্তেরা দেবীস্থান এবং সাংখ্য মুনিরা প্রকৃতিপুরুষস্থান বলিয়া থাকেন; আবার কেহ কেহ ইহাকে কুলস্থান ও কেহ কেহ বা অকুলস্থানও বলেন।

উক্ত দ্বাদশদল কমলের উপরি অংশে সহস্রারের ক্রোড়ে সুধাসাগর, মণিদ্বীপ, মণিপীঠ, পূর্ব্বোক্ত ত্রিকোণ অকথাদিরেখা এবং তন্মধ্যে নাদবিন্দু রহিয়াছে। এই নাদবিন্দুরূপ পীঠের উপরি পরমহংস বা হংসপীঠ আছেন। এই হংসপীঠের উপরি গুরুপাদুকা। এই স্থানে সকলেরই গুরু আছেন। ইহাই সকলের গুরুচিন্তার স্থান। গুরুর পাদপীঠস্বরূপ হংসের শরীর জ্ঞানময়, পক্ষদ্বয় আগম ও নিগম, চরণযুগল শিবশক্তিময়, চঞ্চুপুট প্রণবস্বরূপ,

শিরঃকপালবিবরে দ্বিরষ্টকলয়া যুতঃ।
পীযূষভানুং হংসাখ্যং ভাবয়েত্তং নিরঞ্জনম্ ॥ ১৯১ ॥
নিরন্তরকৃতাভ্যাসাৎ ত্রিদিনে পশ্যতি ধ্রুবম্।
দৃষ্টিমাত্রেণ পাপৌঘং দহত্যেব স সাধকঃ ॥ ১৯২ ॥
অনাগতঞ্চ স্ফুরতি চিত্তশুদ্ধির্ভবেৎ খলু।
সদ্যঃ কৃত্বাপি দহতি মহাপাতকপঞ্চকম্ ॥ ১৯৩ ॥
আনুকূল্যং গ্রহা যান্তি সর্ব্বে নশ্যন্ত্যুপদ্রবাঃ।
উপসর্গাঃ শমং যান্তি যুদ্ধে জয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯৪ ॥
খেচরী ভূচরী সিদ্ধির্ভবেচ্ছিরেন্দুদর্শনাৎ।
ধ্যানাদেব ভবেৎ সর্ব্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৯৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রমণ্ডল স্মরণ করিতে হইবে।[১৯০] ব্রহ্মরন্ধ্রমধ্যে ষোড়শকলাযুক্ত অমৃতবর্ষী এই যে চন্দ্র আছেন, ইনি হংসনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই নিরঞ্জন হংসের ধ্যান করা অতীব কর্ত্তব্য।[১৯১] যিনি নিরন্তর এই যোগ অভ্যাস করেন, তিনি তিন দিনের মধ্যেই চন্দ্রমণ্ডলরূপী হংস প্রত্যক্ষ করিতে পারেন সন্দেহ নাই। এই চন্দ্রমণ্ডল দর্শন মাত্রেই সাধকের সমুদায় পাপ বিধ্বস্ত হইয়া যায়,[১৯২] ভবিষ্যৎ বিষয় স্ফূর্ত্তি পায় এবং চিত্তশুদ্ধিও হইয়া থাকে। একবার মাত্র এই ধ্যান করিলেও মহাপাতকপঞ্চক ভস্মীভূত হইয়া যায়,[১৯৩] সমুদায় গ্রহগণ অনুকূল হয়েন, সমুদায় উপদ্রব ও উপসর্গ বিদূরিত হয় এবং যুদ্ধেও জয় লাভ করিতে পারা যায়।[১৯৪] এমন কি, শিরঃস্থিত এই চন্দ্রমণ্ডল দর্শন করিলে খেচরী সিদ্ধি ও ভূচরী সিদ্ধিও হইয়া থাকে। এই চন্দ্রমণ্ডল ধ্যান করিলে যে উক্ত সমুদায় বিভূতি লাভ হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।[১৯৫]

এবং নেত্র ও কণ্ঠ কামকলাস্বরূপ। এই শিবসংহিতাতে এরূপ বিস্তৃত চিন্তার উপদেশ নাই। এরূপ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে এরূপ বিস্তারিত উপদেশ করাও অসম্ভব। ফলত যাঁহারা অল্পকাল মাত্র যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শিবসংহিতার উপদেশানুসারে সাধন করাই তাঁহাদের বিধেয়।

সততাভ্যাসযোগেন সিদ্ধো ভবতি নান্যথা ॥ ১৯৬ ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং মম তুল্যো ভবেদ্‌ধ্রুবম্‌।
যোগশাস্ত্রেঽপ্যভিরতং যোগিনাং সিদ্ধিদায়কম্‌ ॥ ১৯৭ ॥
অত ঊর্দ্ধং দিব্যরূপং সহস্রারং সরোরুহম্‌।
ব্রহ্মাণ্ডাখ্যস্য দেহস্থ বাহ্যে তিষ্ঠতি মুক্তিদম্‌ ॥ ১৯৮ ॥
কৈলাসো নাম তস্যৈব মহেশো যত্র তিষ্ঠতি।
অকুলাখ্যোঽবিনাশী চ * ক্ষয়বৃদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৯৯ ॥
স্থানস্যাস্য জ্ঞানমাত্রেণ নৃণাং
সংসারেঽস্মিন্‌ সম্ভবো নৈব ভূয়ঃ।
ভূতগ্রামং সন্ততাভ্যাসযোগাৎ
কর্ত্তুং হর্ত্তুং স্যাচ্চ শক্তিঃ সমগ্রা ॥ ২০০ ॥

যিনি সর্ব্বদা ইহা সাধন করেন, তিনি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতে পারেন।[১৯৬] অধিক কি, এই সাধন দ্বারা সাধক আমার সদৃশই হয়েন, ইহা সত্য, সত্য, সম্পূর্ণ সত্য। যোগশাস্ত্রের মধ্যে এই সাধনই যোগীদিগের সন্তোষ-জনক ও আশু সিদ্ধি-দায়ক।[১৯৭]

ব্রহ্মরন্ধ্রের অর্থাৎ ব্রহ্মপথের ঊর্দ্ধদেশে যে দিব্যরূপ সহস্রদল কমল রহিয়াছে, উহা দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যে অবস্থিত ও মুক্তিদায়ক।[১৯৮] এই সহস্রদল কমলের অপর এক নাম কৈলাস; এই স্থানে অকুল নামে বিখ্যাত ক্ষয়বৃদ্ধি-বিরহিত পরিণাম-শূন্য অবিনাশী নিত্য পরমশিব রহিয়াছেন।[১৯৯] এই স্থান পরিজ্ঞাত হইবামাত্র মনুষ্য মোক্ষ লাভ করেন, তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। যে যোগী নিরন্তর সেই অকুলস্থান ধ্যান করেন, তিনি পৃথিবী জল বায়ু প্রভৃতি সমগ্র ভূত সৃষ্টি করিতে বা সংহার করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হয়েন।[২০০]

---

* নকুলাখ্যো বিলাসী চ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

স্থানে পরে হংসনিবাসভূতে
কৈলাসনাম্নীহ নিবিষ্টচেতাঃ।
যোগী হতব্যাধিরধঃকৃতাধিঃ
সদ্যশ্চিরং * জীবতি মৃত্যুমুক্তঃ॥ ২০১ ॥

চিত্তবৃত্তির্যদা লীনাকুলাখ্যে পরমেশ্বরে।
তদা সমাধিসাম্যেন যোগী নিশ্চলতাং ব্রজেৎ॥ ২০২ ॥
নিরন্তরকৃতধ্যানাজ্জগদ্বিস্মরণং ভবেৎ।
তদা বিচিত্রসামর্থ্যং যোগিনো ভবতি ধ্রুবম্॥ ২০৩ ॥
তস্মাদ্গলিতপীযূষং পিবেদ্‌যোগী নিরন্তরম্।
মৃত্যুমৃত্যুং বিধায়াথ কুলং জিত্বা সরোরুহে॥ ২০৪ ॥

হংসনিবাসভূত (পরমশিবস্থান) কৈলাস নামক এই পরমধামে যে যোগী চিত্ত সংনিবিষ্ট করেন, তাঁহার সদ্যই আধিব্যাধি সমুদায় বিদূরিত হয় এবং তিনি চিরজীবী হইয়া থাকেন, তাঁহাকে আর কদাপি মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না।[২০১] যে সময় অকুলনামক পরমশিবে চিত্তবৃত্তি সমুদায় বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন যোগী সমাধিস্থের ন্যায় স্পন্দরহিত হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন।[২০২] যে যোগী নিরন্তর এই নিত্য অকুলস্থান ধ্যান করেন, তিনি সমুদায় নশ্বর জগৎ বিস্মৃত হইয়া যান ; এবং এই সময় যোগবলে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা হয় সন্দেহ নাই।[২০৩] যোগী পুরুষ (খেচরী মুদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক) নিরন্তর এই সহস্রদল কমল-(স্থিত চন্দ্রমণ্ডল-) বিনিঃসৃত পীযূষধারা পান সহকারে মৃত্যুকে জয় করেন। কুল নামে অভিহিত কুণ্ডলিনী শক্তি যখন এই সহস্রদল কমলে অকুল নামে অভিহিত পরমশিবকে আক্রমণ করিয়া স্বয়ং

---

* যোগী হতব্যাধিরধঃকৃতাধিরায়ুশ্চিরম্ ইতি যোগী হতব্যাধিরধঃকৃতাধিরাদ্যাশ্চিরম্ ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে।

অত্র কুণ্ডলিনী শক্তির্লয়ং যাতি কুলাভিধা।
তদা চতুর্ব্বিধা সৃষ্টির্লীয়তে পরমাত্মনি ॥ ২০৫ ॥

তাঁহাতেই বিলীন হয়েন, তখন সেই পরমশিবেই তদনুবর্ত্তিনী চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি অর্থাৎ অদৃষ্টসৃষ্টি, মানসী-সৃষ্টি বা বিবর্ত্তসৃষ্টি, পরিণামসৃষ্টি, এবং যৌগিকী-সৃষ্টি বা আরম্ভসৃষ্টি লয় প্রাপ্ত হয় [২০৪।২০৫] (৪৩)।

---

(৪৩)—অদৃষ্টসৃষ্টি, মানসী-সৃষ্টি, পরিণামসৃষ্টি ও যৌগিকী-সৃষ্টি, এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি কি, এ বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। এমন কি, এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত আছেন, এরূপ ব্যক্তি এতদ্দেশে দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রায় সকলেরই ধারণা আছে যে, ষড়্-দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন মত; এক দর্শনকারের যেরূপ মত, আর এক দর্শনকারের মত তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। ফলত দর্শনকারদিগের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইলে জানিতে পারা যায় যে, কোন দর্শন কোন দর্শনের বিরোধী নহে। দর্শনকারেরা কেহ স্থূল, কেহ সূক্ষ্ম, কেহ সূক্ষ্মতর ও কেহ বা সূক্ষ্মতম নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের পরস্পর কিছুমাত্র অনৈক্য বা বিরোধ নাই। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন স্থূল নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন দর্শনশাস্ত্রের প্রথমশ্রেণী বা নিম্নশ্রেণী। ইহাঁরা পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া যৌগিকী-সৃষ্টি বলিয়াছেন ও স্থূল পদার্থ সমুদায় নিরূপণ করিয়াছেন। সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল দর্শন, দর্শনশাস্ত্রের দ্বিতীয়শ্রেণী। তাঁহারা ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া পরিণামসৃষ্টি ও যৌগিকী-সৃষ্টি বলিয়াছেন। বেদান্ত ও উত্তরমীমাংসা দর্শনশাস্ত্রের তৃতীয়শ্রেণী। ইহাঁরা তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া যৌগিকী-সৃষ্টি, পরিণামসৃষ্টি ও বিবর্ত্তসৃষ্টি বলিয়াছেন। ষড়্দর্শনে এই পর্য্যন্তই নিরূপিত হইয়াছে। পরন্তু সর্ব্বদর্শনের উচ্চ সিংহাসনে অধিরূঢ় তন্ত্র, বেদান্ত অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া যৌগিকী-সৃষ্টি, পরিণামসৃষ্টি, মানসী-সৃষ্টি ও অদৃষ্টসৃষ্টি এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টিই বলিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে কোন দর্শনের মতই অবজ্ঞাত হয় নাই। তিনি সমাদর সহকারে সমুদায় দর্শনের মতই ক্রোড়ে লইয়া পরস্পর বিরোধ ভঞ্জন পূর্ব্বক তদুপরি সূক্ষ্মতম নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। পরন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তন্ত্রের জ্ঞানকাণ্ড যে একটি সর্ব্বপ্রধান দর্শন-শাস্ত্র, এ বিষয় সর্ব্বসাধারণে, এমন কি অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও কিছুমাত্র জ্ঞাত নহেন। বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে তন্ত্রের আলোচনা নাই বলিয়াই এরূপ বিপরীতভাব ঘটিয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টি বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত তন্ত্রের মত অতি সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত হইতেছে। যথা:—

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। যে সময় সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ সমভাবে মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে পরাভব করে, কোন গুণেরই প্রাদুর্ভাব থাকে না, তখন সেই গুণত্রয়ের

সাম্যাবস্থাকেই মূলপ্রকৃতি বলা যায়। এ অবস্থায় মূলপ্রকৃতিতে কোন গুণই প্রকাশমান থাকে না, সমুদায় গুণই পরস্পর অভিভূত ও লয়প্রাপ্ত হয়; সুতরাং ইহাকে নির্গুণ অবস্থাও বলা হইয়া থাকে।

মহাপ্রলয়ের অবসানে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তাদাত্ম্য সম্বন্ধে কালে অধিষ্ঠান করিলে বসন্ত-কালে বসন্তকালীন পুষ্পের ন্যায় এই চৈতন্যযুক্ত মূলপ্রকৃতি হইতে প্রথমত শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তিই আদ্যাশক্তি নামে কথিত হইয়া থাকেন। এক প্রদীপ হইতে প্রজ্বালিত অন্য প্রদীপের ন্যায় এই আদ্যাশক্তিও মূলপ্রকৃতির রূপান্তর মাত্র। এই আদ্যাশক্তিও মূল-প্রকৃতির ন্যায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ও সচ্চিদানন্দের সহিত একীভূত। পরন্তু মূলপ্রকৃতির সহিত ইঁহার এইমাত্র প্রভেদ যে, মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি পরন্তু ইঁহার একপ্রকার বিকৃতি আছে। কালের সহকারিতায় অনাদি জীবসমষ্টির অদৃষ্টনিবন্ধন প্রথমত এই আদ্যাশক্তিতে গুণক্ষোভ হইয়া থাকে। তন্ত্রে কথিত আছে :—

স্থষ্টিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি প্রকৃত্যামনুবর্ত্ততে।
অদৃষ্টাজ্জায়তে স্থষ্টিঃ প্রথমে তু বরাননে॥
বিবর্ত্তভাবে সম্প্রাপ্তে মানসী স্থষ্টিরুচ্যতে।
তৃতীয়ে বিকৃতিং প্রাপ্তে পরিণামাত্মিকা তথা॥
আরম্ভস্থষ্টিশ্চ ততঃ চতুর্থে যৌগিকী প্রিয়ে।
ইদানীং শৃণু দেবেশি তত্তত্ত্বঞ্চ বিশেষতঃ॥
স্থষ্টিশ্চতুর্ব্বিধা দেবি যথাপূর্ব্বং সমাসতঃ। ইত্যাদি।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি হইতে চারিপ্রকার স্থষ্টি হয়। প্রথমত অদৃষ্টবশত জীব-সমষ্টির ভোগকাল উপস্থিত হইলে যে স্থষ্টি হয়, তাহা প্রথম স্থষ্টি ও অদৃষ্টস্থষ্টি বলিয়া কথিত আছে। মূলপ্রকৃতি হইতে শক্তির আবির্ভাব ও গুণক্ষোভই এই প্রথম স্থষ্টি।

বৈদান্তিকগণের অনুমোদিত বিবর্ত্তস্থষ্টিকে মানসী স্থষ্টি বলে। বেদান্তে কথিত আছে :—

সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥

যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইবার সময় পূর্ব্ব বস্তুর প্রকৃতপ্রস্তাবে রূপান্তর হয়, তাহার নাম বিকার। যেমন দুগ্ধের বিকার দধি এবং শব্দতন্মাত্রাদির বিকার আকাশাদি। আর যে স্থলে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হয় অথচ পূর্ব্ব বস্তুর অন্যথাভাব হয় না, তাহাকে বিবর্ত্তস্থষ্টি বলা যায়। যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তৎকালে মিথ্যাভূত সর্পের উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু রজ্জুর রজ্জুতা অব্যাহতই থাকে; অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে রজ্জুর অন্যথাভাব হয় না। এইরূপ প্রকৃতিতে উপহিত ব্রহ্ম হইতে যে জগতের স্থষ্টি হইতেছে, তাহাতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের

যজ্জ্ঞাত্বাপ্রাপ্য বিষয়ং চিত্তবৃত্তির্ব্বিলীয়তে।
তস্মিন্ পরিশ্রমং যোগী করোতি নিরপেক্ষকঃ ॥ ২০৬ ॥

যে অকুলস্থান ধ্যান করিলে চিত্তবৃত্তি বাহ্যবিষয় প্রাপ্ত না হইয়া অর্থাৎ বাহ্য বিষয় সমুদায় হইতে প্রত্যাহৃত ও নিরুদ্ধ হইয়া সেই পরমধামেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, যোগী পুরুষ (অনিত্য বিষয়) নিরপেক্ষ হইয়া তদ্ধ্যানাভ্যাসেই পরিশ্রম করিয়া থাকেন।[২০৬] যে সময় সেই পরমপদে চিত্তবৃত্তি নিশ্চলভাবে

ব্রহ্মত্ব অব্যাহত রহিয়াছে। পরন্তু অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া দ্বারা পরিকল্পিত এই জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত স্বরূপ। ইহা বৈদান্তিকদিগের অনুমোদিত দ্বিতীয় সৃষ্টি ও মানসী-সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত হয়।

এই সৃষ্ট পদার্থ সমুদায় যখন বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয় অর্থাৎ এক বস্তুর রূপান্তর হইয়া সেইস্থানে অন্য বস্তু উৎপন্ন হইতে থাকে, তখন তাহাকে সাঙ্খ্যদর্শনের অনুমোদিত পরিণামসৃষ্টি বা তৃতীয় সৃষ্টি বলে। আদ্যাশক্তি (প্রকৃতি) হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি, অর্থাৎ সাঙ্খ্যমতানুসারে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি এই পরিণামসৃষ্টি বা তৃতীয় সৃষ্টির অন্তর্গত।

যখন পঞ্চীকৃত পরমাণু সমুদায়ের পরস্পর যোগ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হইতে থাকে, তখন তাহাকে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অনুমোদিত আরম্ভসৃষ্টি বা যৌগিকী-সৃষ্টি বলা যায়। ইহা চতুর্থ সৃষ্টি।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে একমাত্র আরম্ভ-সৃষ্টিরই উল্লেখ আছে; কারণ তাঁহারা পরমাণুর নিত্যতা কল্পনা করেন; তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম পথে গমন করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে যৌগিকী-সৃষ্টি ও পরিণামসৃষ্টি নিরূপিত হইয়াছে; এই পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার; ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিচার করিতে তাঁহাদের অধিকার নাই। বৈদান্তিকগণ যৌগিকী-সৃষ্টি, পরিণামসৃষ্টি ও বিবর্ত্তসৃষ্টি নিরূপণ করিয়াছেন। পরন্তু তন্ত্রে যৌগিকী-সৃষ্টি, পরিণামসৃষ্টি, বিবর্ত্তসৃষ্টি ও অদৃষ্টসৃষ্টি, এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টিই নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং তন্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্মপথে অগ্রসর হইতে কেহই প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

এই চতুর্ব্বিধ সৃষ্টির বিষয় অস্মৎপ্রণীত "সনাতনধর্ম্ম" নামক গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। যিনি এই সৃষ্টির বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি উক্ত সনাতনধর্ম্ম পাঠ করিবেন। [শীঘ্রই উহা প্রচারিত হইবে।]

চিত্তবৃত্তির্যদা লীনা তস্মিন্ যোগী ভবেদ্‌ধ্রুবম্ ।
তদা বিজয়তেঽখণ্ডজ্ঞানরূপী * নিরঞ্জনঃ ॥ ২০৭ ॥
ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে সংচিন্ত্য স্বপ্রতীকং যথোদিতম্ ।
তমাবেশ্য মহচ্ছূন্যং চিন্তয়েদবিরোধতঃ ॥ ২০৮ ॥
আদ্যন্তমধ্যশূন্যন্তৎ কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্ ।
চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশমভ্যস্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০৯ ॥
এতদ্ধ্যানং সদা কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে ।
তস্য স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্বৎসরান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১০ ॥
ক্ষণার্দ্ধং নিশ্চলং তত্র মনো যস্য ভবেদ্‌ধ্রুবম্ ।
স এব যোগী মদ্ভক্তঃ † সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ ॥ ২১১ ॥

বিলয় প্রাপ্ত হয়, তৎকালে যোগী অখণ্ডজ্ঞানময় নিরঞ্জন ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া বিরাজমান থাকেন।[২০৭] প্রথমত (ষট্‌চক্র অতিক্রম পূর্ব্বক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ) ব্রহ্মাণ্ড বাহ্যে যথোক্ত স্বপ্রতীক চিন্তা করিবে অর্থাৎ এরূপ ভাবনা করিতে হইবে যে, ব্রহ্মাণ্ড নাই, আমার শরীরও নাই, কেবলমাত্র ছায়াশরীর আছে। পরে সেই শূন্যময় ছায়াশরীর আশ্রয় পূর্ব্বক এরূপ ভাবে মহাশূন্য চিন্তা করিবে যে, কোন স্থানেই যেন সেই মহাশূন্যের বাধা বা বিরোধ না থাকে। (ধ্যানকালে কোন পদার্থ হৃদয়-মন্দিরে আবির্ভূত হইলেই মহাশূন্য ধ্যানের বাধা হইবে)।[২০৮] আদিশূন্য, অন্তশূন্য, মধ্যশূন্য অথচ কোটিসূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ও কোটিচন্দ্রসদৃশ প্রতীয়মান (পরমব্যোম) ধ্যান করিলে, সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়।[২০৯] যিনি আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিদিন অবাধে (কোন এক নির্দ্ধারিত সময়ে) এইরূপ ধ্যান করেন, সংবৎসর-মধ্যে তাঁহার সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয় সন্দেহ নাই।[২১০] ক্ষণার্দ্ধমাত্রও যাঁহার মন এই ধ্যানবিষয়ে নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করে, তিনিই যোগী,

---

* বিজ্ঞায়তেঽখণ্ডজ্ঞানরূপী ইতি পাঠান্তরম্। † সদ্ভক্তঃ ইতি বা পাঠঃ।

তস্য কল্মষসংঘাতস্তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ২১২ ॥
যং দৃষ্ট্বা ন নিবর্ত্তন্তে * মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।
অভ্যসেত্তং প্রযত্নেন স্বাধিষ্ঠানেন বর্ত্মনা ॥ ২১৩ ॥
এতদ্ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে।
যঃ সাধয়তি জানাতি সোঽস্মাকমপি সম্মতঃ ॥ ২১৪ ॥
ধ্যানাদেব বিজানাতি বিচিত্রেক্ষণসম্ভবম্।
অণিমাদিগুণোপেতো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২১৫ ॥
রাজযোগো ময়াখ্যাতঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ।
রাজাধিরাজযোগোঽয়ং কথয়ামি সমাসতঃ ॥ ২১৬ ॥
স্বস্তিকঞ্চাসনং কৃত্বা সুমঠে জন্তুবর্জ্জিতে।
গুরুং সংপূজ্য যত্নেন ধ্যানমেতৎ সমাচরেৎ ॥ ২১৭ ॥

তিনিই আমার ভক্ত এবং তিনিই সর্ব্বলোকে পূজিত হইয়া থাকেন।[২১১] বিশেষত এতদ্দ্বারা যোগীর সমুদায় পাপপুঞ্জ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়।[২১২] একাগ্র হৃদয়ে এইরূপ ধ্যান করিলে সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না, সুতরাং মৃত্যুমুখে পতিত হইবারও সম্ভাবনা থাকে না। অতএব স্বাধিষ্ঠান-পথ অবলম্বন করিয়াই সর্ব্ব প্রযত্নে এইরূপ ধ্যান অভ্যাস করা যোগীর কর্ত্তব্য।[২১৩]

এই ধ্যানের মাহাত্ম্য আমি সম্পূর্ণরূপ বর্ণন করিতে সমর্থ নহি। যিনি ইহা সাধন করেন, তিনিই ইহা জ্ঞাত আছেন; আমিও তাদৃশ ব্যক্তিকে সম্মানিত ও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকি।[২১৪] সাধক এইরূপ ধ্যান দ্বারা বিচিত্র-দর্শনশক্তি-প্রভাবে দেবলোক, ব্রহ্মলোক, পাতাললোক প্রভৃতি অবগত হইতে পারেন। বিশেষত তিনি অণিমা লঘিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হয়েন, সন্দেহ নাই।[২১৫] আমি এই যে, রাজযোগ কহিলাম, ইহা সর্ব্বতন্ত্রেই সুগোপিত রহিয়াছে; অতঃপর সংক্ষেপে রাজাধিরাজ যোগ বলিতেছি।[২১৬]

* প্রবর্ত্তন্তে ইতি পাঠান্তরম্

নিরালম্বং ভবেজ্জীবং জ্ঞাত্বা বেদান্তযুক্তিতঃ।
নিরালম্বং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিৎ সাধয়েৎ সুধীঃ ॥ ২১৮ ॥
এতদ্ধ্যানান্মহাসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা পূর্ণরূপঃ * স্বয়ম্ভবেৎ ॥ ২১৯ ॥
সাধয়েৎ সততং যো বৈ স যোগী বিগতস্পৃহঃ।
অহং নাম ন কোঽপ্যস্মিন্ সর্ব্বদাত্মৈব বিদ্যতে ॥ ২২০ ॥
কো বন্ধঃ কস্য বা মোক্ষ একং পশ্যেৎ সদা হি সঃ।
এতৎ করোতি যো নিত্যং স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥২২১॥
স এব যোগী মদ্ভক্তঃ † সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ ॥ ২২২ ॥

কীটপতঙ্গাদি-জীবজন্তু-বিবর্জ্জিত সুন্দর মঠমধ্যে স্বস্তিক আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রযত্ন সহকারে গুরুদেবের পূজা পূর্ব্বক ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইবে।[২১৭] ঈদৃশ ধ্যানের নিয়ম এই যে, বেদান্তযুক্তি অনুসারে জীবাত্মাকে নিরালম্ব জানিয়া ও ধ্যান করিয়া সুবুদ্ধি সাধক স্বয়ংও তন্ময় হইবেন; পরে মনকেও সেইরূপ নিরালম্ব অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য করিয়া আর কিছুই করিবেন না।[২১৮] এইরূপ ধ্যান-প্রভাবে মহাসিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। সাধক মনকে এইরূপ বৃত্তিহীন করিলেই স্বয়ং পূর্ণরূপ হইয়া উঠেন।[২১৯] যিনি নিরন্তর এই যোগ সাধন করেন, তিনি অল্পকাল-মধ্যেই বাসনাশূন্য হয়েন। তৎকালে সেই যোগীর এইরূপ ধারণা হয় যে, এই জগতে অহংপদবাচ্য অপর কেহই নাই, কেবল একমাত্র আত্মাই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন।[২২০] এই জগতে বন্ধও নাই মুক্তিও নাই; কারণ তৎকালে সেই যোগী সর্ব্বদা একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন, অপর কোন বস্তুই দেখিতে পান না। যে সাধক প্রতিদিন এইরূপ অভ্যাস করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ সন্দেহ নাই।[২২১]

---

* পূর্ণরূপম্ ইতি চ পাঠঃ।

† সদ্ভক্তঃ ইত্যপি পঠ্যতে।

অহমস্মীতি চ জপন্ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
অহং তদেতদুভয়ং * ত্যক্ত্বাখণ্ডং বিচিন্তয়েৎ ॥ ২২৩ ॥
অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং যত্র সর্ব্বং বিলীয়তে।
তদ্বীজমাশ্রয়েদ্‌যোগী সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২২৪ ॥
অপরোক্ষং চিদানন্দং পূর্ণং ত্যক্ত্বা ভ্রমাকুলম্ † ।
পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ কৃত্বা মূঢ়া ভ্রমন্তি বৈ ॥ ২২৫ ॥

যে যোগী সোঽহমস্মি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ ধ্যান সহকারে জীবাত্মা ও পরমাত্মার (ঐক্য সংস্থাপন করেন) অর্থাৎ যিনি, অহং ও তৎ, ভেদবাচক এই উভয় ত্যাগ করিয়া একমাত্র অখণ্ড স্বরূপ চিন্তা করেন, সেই যোগীই আমার ভক্ত ও সর্ব্বলোকে পূজ্য।[২২২।২২৩] এই সমুদায় জগৎ ব্রহ্ম, ব্রহ্মভিন্ন অপর কোন বস্তুই নাই, এইরূপ অধ্যারোপ ও অপবাদ (৪৪) দ্বারা যাঁহাতে সমুদায় বস্তুই লয় প্রাপ্ত হইতেছে, যোগী সর্ব্বসঙ্গবিবর্জিত হইয়া সেই বীজস্বরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিবেন।[২২৪]

মূঢ়গণ পূর্ণস্বরূপ, চিদানন্দস্বরূপ, অপরোক্ষ ব্রহ্মকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রান্তি-সঙ্কুল পরোক্ষ সমস্ত জগৎকে ভ্রমক্রমে অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ মনে

---

* ত্বমেতদুভয়ম্ ইতি পাঠান্তরম্।

† প্রমাকুলম্ ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

(৪৪)—বস্তুতে অবস্তুর আরোপের নাম অধ্যারোপ; যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম-কালে রজ্জুতে সর্পের আরোপ হয়, এবং যেমন সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মে অজ্ঞান-জনিত সকল জড়পদার্থের আরোপ হয়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রমকালে রজ্জুর বিবর্ত্তস্বরূপ সর্পের রজ্জুতা ভিন্ন সর্পতা কোন ক্রমেই ঘটিতে পারে না; সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্তস্বরূপ এই অজ্ঞানময় জগৎপ্রপঞ্চের একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মত্ব ভিন্ন অন্য বস্তুত্ব কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না; ইহাকেই (অর্থাৎ ভ্রম-জন্য আরোপিত বস্তুর সত্তা নিরাকরণ পূর্ব্বক প্রকৃত বস্তুর সত্তা সংস্থাপনকেই) অপবাদ বলে। এই অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সমুদায় জগৎপ্রপঞ্চই বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন বস্তুর বা জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্বই থাকিতেছে না। বিবর্ত্ত শব্দের বিশেষ অর্থ ৪৩ সংখ্যাক টিপ্পনীতে বিবৃত হইয়াছে

চরাচরমিদং বিশ্বং পরোক্ষং যঃ করোতি চ।
অপরোক্ষং পরং ব্রহ্ম ত্যক্ত্বা তস্মিন্ বিলীয়তে॥ ২২৬॥
জ্ঞানকারণমজ্ঞানং যথা নোৎপদ্যতে ভৃশম্।
অভ্যাসং কুরুতে যোগী তদা সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ২২৭॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বিষয়েভ্যো বিচক্ষণঃ।
বিষয়েভ্যঃ সুষুপ্ত্যেব তিষ্ঠেৎ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ২২৮॥
এবমভ্যাসতো নিত্যং স্বপ্রকাশং প্রকাশতে॥ ২২৯॥
শ্রোতুর্বুদ্ধিসমর্থার্থং * নিবর্ত্তন্তে গুরোর্গিরঃ।
তদভ্যাসবশাদেকং স্বতো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥ ২৩০॥
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
সাধনাদমলং জ্ঞানং স্বয়ং স্ফুরতি তদ্ধ্রুবম্॥ ২৩১॥

করিয়া সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকে।[২২৫] যে সাধক এই চরাচর জগৎ পরোক্ষ জ্ঞান করেন, এবং পরমব্রহ্মে যাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, তিনি সমুদায় জগৎ পরিহার পূর্ব্বক পরমব্রহ্মেই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।[২২৬] যোগী জ্ঞানলাভ করিবার উদ্দেশে সঙ্গবিবর্জ্জিত হইয়া যাহাতে অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব না হয় এইরূপ অভ্যাস করিবেন।[২২৭] বিচক্ষণ যোগী সমুদায় বিষয় হইতে সমুদায় ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া বিষয়ভোগ-বিরহিত সুষুপ্ত্যবস্থার ন্যায় নিঃসঙ্গ হইয়া অবস্থান করিবেন।[২২৮] নিয়ত এইরূপ অভ্যাস করিলে স্বপ্রকাশ পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশমান হয়েন।[২২৯] ঈদৃশ অবস্থায় সাধকের বুদ্ধি-পরিমার্জ্জনের নিমিত্ত গুরূপদেশের আর প্রয়োজন হয় না; কারণ সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের আলোচনা দ্বারা স্বয়ংই জ্ঞান সমুদিত হয়।[২৩০]

বাক্য ও মন যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মসাধন দ্বারাই নির্ম্মল জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া থাকে।[২৩১] হঠযোগ ব্যতিরেকে রাজযোগ

---

* শ্রোতুং বুদ্ধিসমর্থার্থম্ ইতি পাঠান্তরম্।

হঠং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হঠঃ।
তস্মাৎ প্রবর্ত্ততে যোগী হঠে সদ্গুরুমার্গতঃ ॥ ২৩২ ॥
স্থিতে দেহে জীবতি যোঽধুনা নাশ্রীয়তে ভৃশম্ *।
ইন্দ্রিয়ার্থোপভোগেষু স জীবতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৩৩ ॥
অভ্যাসপাকপর্য্যন্তং মিতান্নশরণং ভবেৎ।
অন্যথা সাধনং ধীমান্ কর্ত্তুং পারয়তীহ ন ॥ ২৩৪ ॥
অতীব সাধুসংলাপং বদেৎ সংসদি বুদ্ধিমান্।
করোতি পিণ্ডরক্ষার্থং বহ্বালাপবিবর্জ্জিতঃ † ॥ ২৩৫ ॥
ত্যজ্যতে ত্যজ্যতে সঙ্গঃ সর্ব্বথা ত্যজতে ভৃশম্।
অন্যথা ন লভেন্মুক্তিং সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ ॥ ২৩৬ ॥

এবং রাজযোগ ব্যতিরেকে হঠযোগ কোনক্রমেই সিদ্ধ হয় না; অতএব যোগী গুরুমার্গানুসারে হঠযোগে প্রবৃত্ত হইবেন।[২৩২] যে যোগীর দেহ আছে ও যিনি জীবিত আছেন, তিনি যদি ইন্দ্রিয়ার্থ উপভোগ বিষয়ে একান্ত আকৃষ্ট না হয়েন, তাহা হইলেই তাঁহার জীবন ধারণ যথার্থ সন্দেহ নাই।[২৩৩] ধীমান যোগী যে পর্য্যন্ত যোগাভ্যাস বিষয়ে পরিপক্ক না হইবেন, সে পর্য্যন্ত পরিমিত অন্ন ভোজন করিবেন; তাহা না করিলে কোনক্রমেই সাধন করিতে সমর্থ হইবেন না।[২৩৪] বুদ্ধিমান যোগী সভামধ্যে অতীব সাধুবাক্য প্রয়োগ করিবেন, বহুবাক্য প্রয়োগ করিবেন না, এবং শরীর-রক্ষা-বিষয়ে যত্নবান হইবেন।[২৩৫] যোগীর কর্ত্তব্য এই যে, সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে জনসঙ্গ পরিত্যাগে যত্নবান হইবেন। সর্ব্বথা এইরূপ করিলে জনসঙ্গও তাঁহাকে সর্ব্বাংশে পরিত্যাগ করিবে। এরূপ না করিলে কোনক্রমেই মুক্তিলাভ হইবে না। আমি যাহা বলিলাম, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।[২৩৬]

* চ যোগানাশ্রিয়তে ভৃশম্ ইতি পাঠান্তরম্

† বহুলাপবিবর্জ্জিতঃ ইতি চ কেচিৎ পঠন্তি।

গুহ্যে বৈ * ক্রিয়তেঽভ্যাসঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা তদন্তরে।
ব্যবহারায় কর্ত্তব্যো বাহ্যে সঙ্গানুরাগতঃ॥ ২৩৭॥
স্বে স্বে কর্ম্মণি বর্ত্তন্তে সর্ব্বে তে কর্ম্মসম্ভবাঃ।
নিমিত্তমাত্রং করণে ন দোষোঽস্তি কদাচন॥ ২৩৮॥
এবং নিশ্চিত্য সুধিয়া গৃহস্থোঽপি যদাচরেৎ।
তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২৩৯॥
পাপপুণ্যবিনির্ম্মুক্তঃ পরিত্যক্তাঙ্গসংজ্ঞকঃ †।
যো ভবেৎ স বিমুক্তঃ স্যাদ্‌গৃহে তিষ্ঠন্ সদা গৃহী॥ ২৪০॥
পাপপুণ্যৈর্ন লিপ্যেত যোগযুক্তঃ সদা গৃহী।
কুর্ব্বন্নপি তদা পাপং স্বকার্য্যে লোকসংগ্রহে॥ ২৪১॥

(যাঁহারা গৃহে থাকিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে,) জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তস্থানেই সাধন করিবেন; মধ্যে মধ্যে কেবল ব্যবহারের নিমিত্তই সঙ্গবিষয়ে বাহ্য অনুরাগ প্রকাশ করিবেন;[২৩৭] এবং স্বস্ব আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। কারণ আশ্রমোচিত কর্ম্মজনিত সমুদায় পাপপুণ্যই নিমিত্তমাত্র; অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা তাহা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অতএব তদনুষ্ঠানে কিছুমাত্র দোষ হইতে পারে না।[২৩৮] সুনির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ নিরূপণ করিয়া গৃহস্থ ব্যক্তিও যদি উক্তরূপ আচরণ করেন, তাহা হইলে তিনিও সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।[২৩৯] যে সাধক গৃহে থাকিয়াও নামরূপ-বিবর্জ্জিত ও পাপপুণ্য-বিনির্ম্মুক্ত হয়েন, তিনি গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত পুরুষ সন্দেহ নাই।[২৪০] ঈদৃশ যোগযুক্ত গৃহস্থ কদাপি পাপপুণ্যে লিপ্ত হয়েন না। আপনার কার্য্য অর্থাৎ করণীয় লোকসংগ্রহের নিমিত্ত যদিও তিনি পাপকার্য্য করেন, তথাপি পাপভাগী হয়েন না।[২৪১]

* গৃহে বৈ ইতি চ পাঠঃ।

† পরিত্যক্তাঙ্গসাধকঃ ইতি কেষাঞ্চিৎ পাঠঃ

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি মন্ত্রসাধনমুত্তমম্।
ঐহিকামুষ্মিকস্থখং যেন স্যাদবিরোধতঃ॥ ২৪২॥
যস্মিন্মন্ত্রবরে জ্ঞাতে যোগসিদ্ধির্ভবেৎ খলু।
যোগেন সাধকেন্দ্রস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্থখপ্রদা॥ ২৪৩॥
মূলাধারেঽস্তি যৎ পদ্মং চতুর্দ্দলসমন্বিতম্।
তন্মধ্যে বাগ্‌ভবং বীজং বিস্ফুরন্তং তড়িৎপ্রভম্॥ ২৪৪॥
হৃদয়ে কামবীজন্তু বন্ধূককুস্থমপ্রভম্।
আজ্ঞারবিন্দে শক্ত্যাখ্যং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্॥ ২৪৫॥
বীজত্রয়মিদং গোপ্যং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্।
এতন্মন্ত্রত্রয়ং যোগী সাধয়েৎ সিদ্ধিসাধকঃ॥ ২৪৬॥
এতন্মন্ত্রং গুরোর্লব্ধ্বা ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্।
অক্ষরাক্ষরসন্ধানং নিঃসন্দিগ্ধমনা জপেৎ॥ ২৪৭॥

অধুনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রসাধন বলিতেছি,—

ইহা দ্বারা অবিরোধে ঐহিক ও পারত্রিক স্থখভোগ করিতে পারা যায়।[২৪২] এই প্রধান মন্ত্র পরিজ্ঞাত হইলে নিশ্চয়ই যোগসিদ্ধি হয়, এবং এই মন্ত্রযোগ দ্বারা সাধকের সমুদায় ঐশ্বর্য্য ও স্থখসম্পত্তি ভোগ হইয়া থাকে।[২৪৩]

মূলাধারে যে চতুর্দ্দল পদ্ম আছে, ঐ পদ্মমধ্যে বিদ্যুৎসদৃশ-প্রভাশালী বাগ্‌ভব বীজ (ঐঁ) শোভা পাইতেছে।[২৪৪] এইরূপ, হৃদয়ে অনাহতচক্রে বন্ধূক-কুস্থম-সদৃশ রক্তবর্ণ কামবীজ (ক্লীঁ) এবং আজ্ঞাচক্রে দ্বিদল পদ্মে চন্দ্রকোটি-সদৃশ প্রভাশালী শক্তিবীজ (সৌঃ) শোভা পাইতেছে।[২৪৫] ভোগমোক্ষ-ফলদায়ক এই তিনটি বীজ (ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ) অতীব গোপনীয়। যে যোগী সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার এই বীজত্রয়াত্মক মন্ত্র সাধন করাই কর্ত্তব্য।[২৪৬] গুরুমুখে এই ত্রিপুরবালা-ভৈরবী-মন্ত্র লাভ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধ হৃদয়ে প্রত্যেক অক্ষরে মনোনিবেশ পূর্ব্বক, যাহাতে দ্রুতও না হয় বিলম্বিতও না হয়, এইরূপ জপ

তদ্গতশ্চৈকচিত্তশ্চ শাখোক্তবিধিনা সুধীঃ।
দেব্যাস্তু পুরতো লক্ষং হুত্বা লক্ষত্রয়ং জপেৎ ॥ ২৪৮ ॥
করবীরপ্রসূনন্তু গুড়ক্ষীরাজ্যসংযুতম্।
কুণ্ডযোন্যাকৃতৌ ধীমান্ জপান্তে জুহুয়াৎ সুধীঃ॥ ২৪৯ ॥
অনুষ্ঠানে কৃতে ধীমান্ পূর্ব্বসেবা কৃতা ভবেৎ।
ততো দদাতি কামান্ বৈ দেবী ত্রিপুরভৈরবী ॥ ২৫০ ॥
গুরুং সন্তোষ্য বিধিবল্লব্ধ্বা মন্ত্রবরোত্তমম্।
অনেন বিধিনা যুক্তো মন্দভাগ্যোঽপি সিদ্ধ্যতি ॥ ২৫১ ॥
লক্ষমেকং জপেদ্যস্তু সাধকো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দর্শনাত্তস্য ক্ষুভ্যন্তে যোষিতো মদনাতুরাঃ।
পতন্তি সাধকস্যাগ্রে নির্লজ্জা ভয়বর্জ্জিতাঃ ॥ ২৫২ ॥

করিবে।[২৪৭] বুদ্ধিমান সাধক স্বসম্প্রদায়োক্ত বিধান অনুসারে ত্রিপুরবালা-ভৈরবী-দেবীর সম্মুখে তদ্গতহৃদয় ও একাগ্রচিত্ত হইয়া একলক্ষ হোমপূর্ব্বক তিনলক্ষ জপ করিবেন।[২৪৮] ধীমান সাধক জপাবসানে গুড়, দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত করবীরপুষ্প সংযুক্ত করিয়া যোনিকুণ্ডে (ত্রিকোণাকার কুণ্ডে) হোম করি-বেন।[২৪৯] বুদ্ধিমান সাধক এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে দেবী ত্রিপুরবালা-ভৈরবীর প্রথম আরাধনা করা হয়, এবং তদ্দ্বারা দেবী সমুদায় কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।[২৫০]

যে সাধক যথাবিধানে গুরুকে পরিতুষ্ট করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত বিধানানুসারে কার্য্য করিবেন, তিনি নিতান্ত হতভাগ্য হইলেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।[২৫১] যে সাধক জিতেন্দ্রিয় হইয়া উক্ত মন্ত্র এক লক্ষ জপ করিবেন, তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র রমণীগণ বিক্ষুব্ধহৃদয় হইবে এবং তাহারা মদনাতুর, নির্লজ্জ ও ভয়-বিবর্জ্জিত হইয়া সেই সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই।[২৫২] যদি কোন সাধক দুই লক্ষ জপ করেন, তাহা হইলে

জপ্তেন চেদ্দ্বিলক্ষেণ যে যস্মিন্ বিষয়ে স্থিতাঃ।
আগচ্ছন্তি যথাতীর্থং বিমুক্তকুলবিগ্রহাঃ।
দদতে তস্য সর্ব্বস্বং তস্যৈব চ বশে স্থিতাঃ॥ ২৫৩॥
ত্রিভির্লক্ষৈস্তথা জপ্তৈর্ম্মণ্ডলীকং সমণ্ডলম্।
বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২৫৪॥
ষড়্ভির্লক্ষৈর্ম্মহীপালঃ স এব বলবাহনঃ॥ ২৫৫॥
লক্ষৈর্দ্বাদশকৈর্জ্জপ্তৈর্যক্ষরক্ষোরগেশ্বরাঃ।
বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে আজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ॥২৫৬॥
ত্রিপঞ্চলক্ষজপ্তৈস্তু সাধকেন্দ্রস্য ধীমতঃ।
সিদ্ধবিদ্যাধরাশ্চৈব সগন্ধর্ব্বাপ্সরোগণাঃ *॥ ২৫৭॥
বশমায়ান্তি তে সর্ব্বে নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
হঠাৎ শ্রবণবিজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে॥ ২৫৮॥

সেই রাজ্যমধ্যে কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেই কুল ও শরীরের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থের ন্যায় সেই সাধকের সম্মুখে সমাগত হয় এবং তাঁহার বশীভূত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্ব প্রদান করে।[২৫৩] যদি কোন সাধক উক্ত মন্ত্র তিন লক্ষ জপ করেন, তাহা হইলে এক মণ্ডলীর সমুদায় লোক ও মণ্ডল, সকলেই বশীভূত হয় সন্দেহ নাই।[২৫৪] যদি কোন সাধক ছয় লক্ষ জপ করেন, তাহা হইলে তিনি বল ও বাহন সমেত মহীমণ্ডলের রাজ্য লাভ করিতে পারেন।[২৫৫] যে সাধক দ্বাদশ লক্ষ জপ করিতে পারেন, যক্ষ রাক্ষস ও প্রধান প্রধান নাগগণ তাঁহার বশীভূত হইয়া প্রতিদিন আজ্ঞাপালন করিতে থাকেন।[২৫৬] যদি কোন ধীমান সাধক উক্ত মন্ত্র পঞ্চদশ লক্ষ জপ করেন, তাহা হইলে সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ,[২৫৭] ইহাঁরা সকলেই তাঁহার বশবর্ত্তী হয়েন সন্দেহ নাই এবং হঠাৎ তাঁহার দূরশ্রবণশক্তি ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে।[২৫৮]

* গন্ধর্ব্বাপ্সরসোর্গণাঃ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

তথাষ্টাদশভির্লক্ষৈর্দ্দেহেনানেন সাধকঃ।
উত্তিষ্ঠন্ মেদিনীং ত্যক্ত্বা দিব্যদেহস্তু জায়তে।
ভ্রমতে স্বেচ্ছয়া লোকে চ্ছিদ্রাং পশ্যতি মেদিনীম্ ॥২৫৯॥
অষ্টাবিংশতিভির্লক্ষৈর্বিদ্যাধরপতির্ভবেৎ।
সাধকস্তু ভবেদ্ধীমান্ কামরূপো মহাবলঃ ॥ ২৬০ ॥
ত্রিংশল্লক্ষৈস্তথা জপ্তৈর্ব্রহ্মবিষ্ণুসমো ভবেৎ।
রুদ্রত্বং ষষ্টিভির্লক্ষৈরমায়িত্বমশীতিভিঃ ॥ ২৬১ ॥
কোট্যৈকয়া মহাযোগী লীয়তে পরমে পদে।
সাধকস্তু ভবেদ্‌যোগী ত্রৈলোক্যে সোঽতিদুর্লভঃ ॥২৬২॥
ত্রিপুরে ত্রিপুরন্ত্বেকং শিবং পরমকারণম্।
অক্ষয়ং তৎপদং শান্তমপ্রমেয়মনাময়ম্।
লভতেঽসৌ ন সন্দেহো ধীমান্ সর্ব্বমভীপ্সিতম্ ॥ ২৬৩॥

যদি সাধক অষ্টাদশ লক্ষ জপ করেন, তাহা হইলে তিনি এই পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহেই দিব্যদেহধারী হইয়া ভূতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইতে পারেন, এবং তিনি স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বলোকেই ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়েন ও ভূগর্ত্তস্থিত বস্তুও অবাধে দেখিতে পান।[২৫৯] যে সাধক উক্ত মন্ত্র অষ্টাবিংশতি লক্ষ জপ করেন, তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন মহাবল কামরূপী ও বিদ্যাধরপতি হইতে পারেন।[২৬০] ত্রিংশৎলক্ষ জপ করিলে সাধক ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সমকক্ষ হয়েন; ষষ্টিলক্ষ জপ করিলে রুদ্রত্ব লাভ করিতে পারেন; এবং অশীতি লক্ষ জপ করিলে মায়াপাশও অতিক্রম করিতে পারা যায়।[২৬১] যে সাধক এককোটি জপ করেন, তিনি মহাযোগী ও ত্রিলোকমধ্যে অতিদুর্লভ হয়েন এবং চরমকালে তিনি পরমপদে লয় প্রাপ্ত হইতে পারেন।[২৬২] ত্রিপুরে! পরমকারণ শিব গুণত্রয়ের একমাত্র আকর। সেই শিবস্থান শান্ত, অপ্রমেয়, অনাময় ও অক্ষয়। ধীমান সাধক উক্ত মন্ত্রজপ-প্রভাবে সর্ব্বাভিলষিত সেই পদ লাভ করেন সন্দেহ নাই।[২৬৩]

শিববিদ্যা মহাবিদ্যা গুপ্তা * চাগ্রে মহেশ্বরি।
মদ্ভাষিতমিদং শাস্ত্রং গোপনীয়মতো বুধৈঃ ॥ ২৬৪ ॥
হঠবিদ্যা পরং গোপ্যা যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
ভবেৎ বীর্য্যবতী গুপ্তা নির্বীর্য্যা চ প্রকাশিতা ॥ ২৬৫ ॥
য ইদং পঠতে নিত্যমাদ্যোপান্তং বিচক্ষণঃ।
যোগসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ক্রমেণৈব ন সংশয়ঃ।
স মোক্ষং লভতে ধীমান্ য ইদং নিত্যমর্চ্চয়েৎ ॥ ২৬৬ ॥
মোক্ষার্থিভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সাধুভ্যঃ শ্রাবয়েদপি।
ক্রিয়াযুক্তস্য সিদ্ধিঃ স্যাদক্রিয়স্য কথম্ভবেৎ ॥ ২৬৭ ॥
তস্মাৎ ক্রিয়া বিধানেন কর্ত্তব্যা যোগিপুঙ্গবৈঃ ॥ ২৬৮ ॥

মহেশ্বরি! এই মহাবিদ্যাস্বরূপা শাম্ভবী বিদ্যা চিরকালই সুগুপ্ত রহিয়াছে। আমি এক্ষণে যে এই শাম্ভবী বিদ্যা প্রকাশ করিলাম, ইহা সর্ব্বতোভাবে গোপন করা পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য।[২৬৪] যে যোগী সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে হঠবিদ্যা গোপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ, এই বিদ্যা গোপন থাকিলেই বীর্য্যবতী হয় এবং প্রকাশিত হইলে নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে।[২৬৫]

যে ধীমান সাধক প্রতিদিবস এই শিবসংহিতা আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, ক্রমশ তাঁহার যোগসিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই; এবং যিনি প্রতিদিবস এই শিবসংহিতা পুস্তক পূজা করিবেন, তিনিও মোক্ষলাভ করিতে পারিবেন।[২৬৬] সমুদায় মোক্ষার্থী সাধুগণকে এই শিবসংহিতা শ্রবণ করান কর্ত্তব্য। ফলত, যিনি ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন, তাঁহারই সিদ্ধি হয়; ক্রিয়ানুষ্ঠান না করিলে কোন ক্রমেই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না।[২৬৭] অতএব যোগী ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য এই যে, যথাবিধানে সর্ব্বতোভাবে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন।[২৬৮] গৃহস্থ সাধকের

---

* গুপ্তম্ ইতি কেচিৎ পঠন্তি।

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ সন্ত্যক্তান্তরসঙ্গকঃ।
গৃহস্থঃ সকলাসেধো যুক্তঃ * স্যাদ্‌যোগসাধনে ॥ ২৬৯ ॥
গৃহস্থানাং ভবেৎ সিদ্ধিরীশ্বরাণাং জপেন বৈ †।
যোগক্রিয়াভিযুক্তানাং তস্মাৎ সংযততে গৃহী ॥ ২৭০ ॥

গেহে স্থিত্বা পুত্রদারাদিপূর্ণঃ
সঙ্গং ত্যক্ত্বা চান্তরে যোগমার্গে।
সিদ্ধেশ্চিহ্নং বীক্ষ্য পশ্চাৎ গৃহস্থঃ
ক্রীড়েৎ সো বৈ মন্মতং সাধয়িত্বা ॥ ২৭১ ॥

ইতীশ্বরবিরচিতা শিবসংহিতা সমাপ্তা।

কর্ত্তব্য এই যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সমুদায়ে আসক্তিরহিত, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট ও গৃহস্থোচিত কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া যোগসাধনে নিযুক্ত থাকেন।[২৬৯] যে সমুদায় বিভবশালী গৃহস্থ যোগক্রিয়ানুষ্ঠানে নিরত, তাঁহারা জপ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন; অতএব উক্তবিধ জপবিষয়ে যত্নবান হওয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য।[২৭০]

গৃহস্থ সাধকের কর্ত্তব্য এই যে, সংসার-মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়াও তৎসমুদায়ে আন্তরিক আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। পশ্চাৎ যখন যোগমার্গে সিদ্ধির চিহ্ন অবলোকন করিবেন, তখন আমার (শিবের) সম্মত কার্য্য সাধন পূর্ব্বক যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে থাকিবেন।[২৭১]

শিবসংহিতা সমাপ্ত।

ওঁ শান্তিঃ।

---

* সকলাশেষো মুক্তঃ ইত্যপি পাঠঃ। † জনেন বৈ ইতি পাঠান্তরম্।

কলিকাতা—গোপীকৃষ্ণ পালের লেনে স্থিত নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। আশ্বিন,—১২৯৮।

উপসংহার।

"অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্ ॥"

"যথা খরশ্চন্দনভারবাহী ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।
তথৈব শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য সারং ন জানন্ খরবৎ বহেৎ সঃ ॥"

"মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারস্তু যোগিভিঃ পীতস্তক্রমশ্নন্তি পণ্ডিতাঃ ॥"

"আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রং পরং মতম্ ॥"

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥"

"নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি যোগিনঃ।
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগো নৈমিষং বনম্ ॥"

"আলোচ্য চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বদা।
যোঽহং ব্রহ্ম ন জানাতি দর্ব্বী পাকরসং যথা ॥"

"হন্যান্মুষ্টিভিরাকাশং ক্ষুধার্ত্তঃ কুণ্ডয়েৎ তুষম্।
নাহং ব্রহ্মেতি জানাতি তস্য মুক্তির্ন বিদ্যতে ॥"

"ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ।
গত্বা নিরৌষধং দেশং ব্যাধিতঃ কিং করিষ্যতি ॥"

"যাবন্নাশ্রয়তে দুঃখং যাবন্নায়ান্তি চাপদঃ।
যাবত্তিষ্ঠতি দেহোঽয়ং তাবত্তত্ত্বং সমাশ্রয়েৎ ॥"

"দেহস্থাঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
দেহস্থানি চ তীর্থানি গুরুবক্ত্রাত্তু লভ্যতে ॥"

"বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী
যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ ।
অন্তর্যশ্চ মুমুক্ষুভির্নিয়মিতপ্রাণাদিভির্মৃগ্যতে
স স্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্তু বঃ ॥"